হাফেজ।

মহা প্রেমিক খাজা হাফেজের প্রণীত

দেওয়ান হাফেজনামক মূল

পারস্য গ্রন্থ হইতে

অনুবাদিত।

প্রথমার্দ্ধ।

"যিনি হাফেজের ন্যায় আকুল হইতে না চাহেন তিনি যেন রূপবান্দিগের প্রতি হৃদয় অর্পণ ও তাঁহাদের অনুগমন না করেন।"

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।

মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৩১ শক।

 মূল্য ১৲ টাকা।

ভূমিকা।

প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের আর্য্য মহর্ষিগণ প্রণীত উপনিষদের বচনাবলী এবং পারস্য দেশের প্রমত্ত প্রেমিক খাজা হাফেজের গজলনামক কবিতাবলী এই দুয়ের প্রতি একান্ত হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। হাফেজের অনেক গজল তাঁহার কণ্ঠস্থ, তিনি সচরাচর বন্ধু বান্ধবদের নিকটে তাহা উচ্চারণ করেন ও ভাবে মগ্ন হইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মানন্দ শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনও হাফেজের প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনেক সময় হাফেজের কবিতা পড়িয়া শুনাইতে আমাকে অনুরোধ করিতেন, এবং সময়ে সময়ে গভীর ভাবের অবস্থায় প্রার্থনাতে হাফেজের নাম উচ্চারণ করিতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আগ্রহের সহিত আমার নিকটে হাফেজ পড়িতে প্রবৃত্ত হন। কিয়ৎকাল প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া হাফেজ পড়িয়াছিলেন, প্রতিদিনের পাঠ প্রতিলিপি ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি পারস্য অক্ষর অতি সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লিখিতে পারিতেন। তাঁহার পারস্য হস্তাক্ষর মুদ্রাঙ্কিত অক্ষরের ন্যায় পরিষ্কার। হাফেজের গজল বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিবার জন্য এক সময় আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ আদেশ ও অনুরোধ হয়। তদনুসারে ১৭৯৮ শকের মাঘোৎসবের সময়

কয়েকটী কবিতা অনুবাদ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা গিয়াছিল। অনেক বৎসর হইতে সেই পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছে। হাফেজের প্রতি বঙ্গীয় পাঠকদিগের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া এবার তাহা নূতন আকারে প্রকাশ করা গেল। পূর্ব্বে মূল পুস্তকের নানা অংশ হইতে কয়েকটি গজল বা গজলের অংশ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল, এক্ষণ প্রথম হইতে রীতিমত অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

মূল গ্রন্থকার পরমপ্রেমিক মহাপণ্ডিত খাজা সমসোদ্দিন হাফেজ সুবিখ্যাত পারস্য কবি শেখ মসালহোদ্দিন্ সাদির ভাগিনেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে পারস্য দেশান্তর্গত শিরাজ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। মোসলমান সাধকগণ "সালেক" ও "মজ্জুব" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধি প্রণালীর অধীন হইয়া নমাজ রোজা প্রভৃতি ধর্ম্মসাধন। করিয়া থাকেন তাঁহারা সালেক, ও যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি প্রণালীর অধীন নহেন ঈশ্বরপ্রেমে বিশেষরূপে আকৃষ্ট, তাঁহারা মজ্জুব। খাজা হাফেজ এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি যে তিনি সন্ধ্যা কালে এক সমাধিমন্দিরে নিয়ত আলো দান করিতেন। একদিন যাইয়া দেখেন, কয়েক জন আরেফ (যোগী) ধ্যান স্তিমিতনেত্রে বসিয়া আছেন। তিনি সেই ধ্যানস্থিত আরেফদিগের স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হন। পরে তাঁহাদের নিকটে কিছু কিছু ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন। সেই হইতেই তিনি

এক স্বর্গীয় নূতন জীবন প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরপ্রেমে একেবারে প্রমত্ত হইয়া যান, এবং গজলনামক কবিতাবলীতে গভীর প্রেমের নানা সুমিষ্ট বচন বলিতে থাকেন। তিনি গজলের এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "সুরাদাতা গুরুর দাসত্ব স্পর্শমণি সদৃশ, আমি তাঁহার আশ্রিত হইয়া এই উচ্চপদ লাভ করিয়াছি।"

হাফেজের অধিকাংশ উক্তি রূপক। কবিতার অনেক স্থানে সুরা, সুরাদাতা, সুরালয়, সুরাকলস, পানপাত্র, অগ্নি উপাসক, প্রতিমা, প্রতিমামন্দির, বসন্ত ঋতু, ইদ, রোজা, উদ্যান, বোল্‌বোল্‌ পক্ষী ইত্যাদির প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু ইহার ভাব স্বতন্ত্র। সুরা শব্দে প্রেম বা মত্ততা, সুরাদাতা শব্দে প্রেমোদ্দীপক গুরু, সুরালয় প্রেমনিকেতন, সুরার কলস শব্দে প্রেমিক, পানপাত্র শব্দে হৃদয়, অগ্নি উপাসক শব্দে প্রেমোৎসাহী, প্রতিমা শব্দে সখা, প্রতিমামন্দির শব্দে সখানিকেতন; উদ্যান শব্দে প্রেমিকমণ্ডলী, বসন্ত ও ইদ শব্দে সখা সম্মিলনকাল, বোল্‌বোল্‌ শব্দে প্রেমতত্ত্ববাদী লোক প্রভৃতি বুঝায়। হাফেজের প্রেমপূর্ণ উক্তি সকল যে শুধু ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া হইয়াছে তাহা নয়। তিনি ধর্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা মোহম্মদকে ও অন্য অন্য ঈশ্বর প্রেমিককে রূপবান্‌ সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মৌলবি কত্তেহ আলি ও অন্য কোন কোন পারস্য পণ্ডিত পারস্য ভাষায় হাফেজের উক্তির টীকা লিখিয়াছেন। একটী কবিতার পারস্য ব্যাখ্যা এ স্থানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল, যথা; "সুরাপাত্র আমার করতলে অর্পণ কর, তাহা হইলে অনুরাগের সহিত কপট বৈরাগ্যতনুচ্ছদ পরিত্যাগ করিব।" ইহার ব্যাখ্যা এই ;—"আমার হৃদয়কে প্রেমসুরাতে নিমগ্ন কর, তাহা হইলে

আমি বাহ্য অস্তিত্বের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিব।" হাফেজের অনেক গজলে বাহ্য প্রেমের আভাষও পাওয়া যায়। এক এক গজলে যে, এক এক ভাবের বাক্যাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা নয়। অনেক স্থলে একটি গজলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের কবিতা সকল দেখিতে পাওয়া যায়। হাফেজের গজল সকল যেরূপ উৎসাহপূর্ণ, ওজস্বী ও সুমধুর এরূপ অন্য কোন কবিতা দৃষ্টিগোচর হয় না। গজলের ছন্দোবন্দ অত্যন্ত কঠিন, তাহাতে তিনি সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাব সকল বিশদরূপে নানা প্রণালীতে প্রকাশ করিয়া স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা ও অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। প্রত্যেক গজলের শেষ কবিতায় তাঁহার নিজের নাম পাওয়া যায়। প্রথম কবিতার উভয় চরণ মিত্রাক্ষর। অপর কবিতা গুলির শেষ চরণ প্রথম কবিতার সঙ্গে মিত্রাক্ষরে সম্বদ্ধ, কিন্তু সে সমস্তের প্রথম চরণ অমিত্রাক্ষর। গজলসমুদায় শ্রেণীবদ্ধরূপে পারস্য আদিবর্ণ "আলেফ" হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তিম বর্ণ "ইয়া" পর্য্যন্ত পর্য্যায়-ক্রমে অন্তভাগে স্থাপিত। অর্থাৎ কতকগুলি গজল প্রথম বর্ণ আকারান্ত, কতকগুলি দ্বিতীয় বর্ণ বান্ত, কতকগুলি তান্ত ইত্যাদি। অকারান্তের অন্তর্গত ১৬টী গজল আছে। গজল পুস্তককে দেওয়ান বলে। এজন্য হাফেজের গজল সমূহকে দেওয়ান হাফেজ বলিয়া থাকে। হাফেজের পূর্ব্বে প্রেমসম্বন্ধে এরূপ সুন্দর কথা যে কেহ বলিয়াছিলেন শ্রবণ করা যায় না। দেওয়ান হাফেজ গ্রন্থকে প্রেমের খনিবিশেষ বলা যাইতে পারে। আমি বাঙ্গলা গদ্যে অনুবাদে হাফেজের কবিতার সেই স্বর্গীয় লালিত্য কিছুই রক্ষা করিতে পারিলাম না, তাহার

ভাবমাত্র কোন রূপে প্রকাশ করিয়াছি। মূল গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পাঁচশত পঁচিশটি গজলে পূর্ণ হইয়াছে। এক একটি গজলে ১০। ১৫ বা ততোধিক কিংবা তন্ন্যুন কবিতা আছে। কোন কোন গজলের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্থলবিশেষে এক গজলের দুই চারিটী কবিতার অনুবাদ অন্য গজলের অনুবাদের সঙ্গে সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। হাফেজের গজল কোন সুকবি কবিতায় নিবদ্ধ করিতে পারিলে চমৎকার হয়। কিন্তু পদ্যে তাহা প্রকাশ করিতে গেলে অনেক স্থলে ছন্দোবন্দের অনুরোধে অবিকল অনুবাদ হইয়া উঠে না, সুতরাং মূলের যথার্থ ভাবের ব্যতিক্রম হয়, এই একটি দোষ। হাফেজের গজল সকল রাগ রাগিণী যোগে গীত হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, খাজা হাফেজের জীবদ্দশায় তাঁহার গজল সকল গ্রন্থকারে সম্বদ্ধ হয় নাই। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর সে গুলি সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থবদ্ধ হয়। হাফেজের সময়ে পারস্য দেশে মোসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেমের অভাব, ধর্ম্মের শুষ্ক বাহ্যাড়ম্বর কপটতার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনি সময়ে সময়ে সেই সকলকে লক্ষ্য করিয়া উপদেষ্টা, ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্ম সাধকদিগকে কঠোর তিরস্কার করিয়াছেন। দরবেশী পরিত্যাগ করিয়া সুরালয়ে গিয়া সুরা পান কর, প্রতিমা পূজা কর, অগ্নি উপাসকের শিষ্য হও, ইত্যাদি মোসলমান ধর্ম্মবিগর্হিত কথা সকল বলিয়াছিলেন। তাহাতে মোসলমানগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও জাতক্রোধ ছিলেন, এবং সকলে তাঁহাকে দুশ্চরিত্র কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানে অনেকে অনিচ্ছুক ছিলেন ও তদ্বিষয়ে

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের জন্ত পণ্ডিতমণ্ডলীতে মহাবাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। পরিশেষে হাফেজ কিরূপ উক্তি সকল লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিতে সকলে সমুৎসুক হন। প্রথমে এই ভাবের একটী কবিতা তাঁহাদের নয়নগোচর হয়। "হাফেজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্ত যাত্রা করিতে চরণকে সঙ্কুচিত করিও না, সে যদিচ পাপে নিমগ্ন ছিল, কিন্তু স্বর্গলোকে যাইতেছে।" এই কবিতাপাঠে আর কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যোগদানে আপত্তি রহিল না। ইহাকে সকলে দৈববাণীস্বরূপ বিশ্বাস করিয়া লইলেন। পরে তাঁহার অন্তান্ত গজলপাঠে তাহার ভবে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। অনন্তর সমুদায় গজল গ্রন্থাকারে বদ্ধ হইল। শিরাজনগরে মসল্লানামক স্থানে হাফেজের সমাধি বিদ্যমান। তাহা এক তীর্থস্বরূপ হইয়াছে। নানা স্থান হইতে যাত্রিক সকল তাহা দর্শন করিতে যাইয়া থাকে।

হাফেজ।
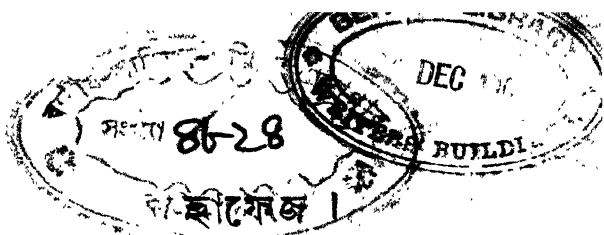
শুন হে সুরাদাতা, সুরা পরিবেশন কর, এবং তাহা দান কর, যেহেতু প্রেম প্রথমে সহজ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু পরে বহু সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

যদি গুরু অগ্নিপূজক তোমাকে বলেন তবে সুরাদ্বারা তুমি পূজার আসনকে রঞ্জিত করিও, যেহেতু যাত্রিক পথের ও বিশ্রাম-স্থান সকলের অবস্থা অজ্ঞাত নহেন!

যখন গাঁঠরী বাঁধিবার জন্য অনুক্ষণ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে তখন সখার নিকেতনে স্থিতি আমার পক্ষে কেমন আরাম ও শান্তি!

রজনী তিমিরাচ্ছন্না ও তরঙ্গভয় এবং এরূপ ভীষণ আবর্ত্ত, তীরস্থ লঘুভার লোকেরা আমার অবস্থা কোথায় জ্ঞাত?

স্বার্থপরতাবশতঃ আমার সমুদায় কার্য্যে অখ্যাতি হইয়াছে; যাহা লইয়া লোকে বহু সভার অধিবেশন করিবে সেই তত্ত্ব কেন গুপ্ত থাকিবে?

হাফেজ, যদি তুমি তাঁহার সম্মিলন বাঞ্ছা কর, তবে তাঁহা হইতে লুক্কায়িত হইও না, যাঁহাকে তুমি প্রীতি কর যখন তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবে তখন সংসারকে বিসর্জ্জন করিও *। ১।

---

* প্রথম বচনে;—সুরার অর্থ প্রেমমত্ততা; সুরাদাতা, প্রেমমত্ততার উদ্দীপক গুরু; সুরাপাত্র প্রেমোন্মত্ত হৃদয়। দ্বিতীয় বচনে;—গুরু অগ্নিপূজক, প্রেমোদ্যম তেজস্বী আচার্য্য। তৃতীয় বচনে;—সখা, ঈশ্বর বা মহাপুরুষ মোহম্মদ, কিংবা অন্য

ওহে তোমার মুখজ্যোতিতেই সৌন্দর্য্য চন্দ্রমার জ্যোতিঃ, তোমার বদনমণ্ডল হইতেই রূপের লাবণ্য।

তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, সে ফিরিয়া যাইবে, না, বহির্গত হইবে, তোমার কি আদেশ?

সম্ভবতঃ আমার নিদ্রিতভাগ্য জাগরিত হইবে, যেহেতু তোমার জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল আমার নয়নকে জলসিক্ত করিয়াছে।

আমার চিত্ত অসুস্থ হইয়াছে, বন্ধুগণ, আমার ও তোমাদের প্রাণের শপথ, একান্তই সেই চিত্তহারীকে সংবাদ দান কর।

বসন্তসমীরণের সঙ্গে তোমার উদ্যান হইতে কুসুমস্তবক প্রেরণ করিও, সম্ভবতঃ তাহাতে তোমার উদ্যানের ধূলীর কিছু সৌরভ আঘ্রাণ করিব।

যখন আমার নিকটে তুমি আগমন করিবে তখন শোণিত ও কর্দ্দম হইতে অঞ্চল সংবরণ করিও, যেহেতু এই পথে তোমার উদ্দেশ্যে বলিপ্রাপ্ত বহু ছিন্ন জীবন রহিয়াছে।

হে সমুন্নতভাগ্য রাজাধিরাজ, ঈশ্বরের দোহাই, কিঞ্চিৎ উচ্চাভিলাষ দান কর, তাহা হইলে আমি আকাশের ন্যায় তোমার উচ্চ প্রাসাদের ভূমি চুম্বন করিব।

হাফেজ প্রার্থনা করিতেছে শ্রবণ কর ও শান্তিবচন বল, তোমার অমৃতবর্ষী অধরে আমার জীবনোপায় হউক। ২।

—:০:—

ঈশ্বরপ্রেমিক পুরুষ। প্রায় সর্ব্বত্রই সুরা সুরাপাত্র অগ্নিপূজক সখা প্রভৃতি এই প্রকার অর্থ। হাফেজ সখার রূপের ব্যাখ্যা নানা স্থানে নানা প্রকারে করিয়াছেন। স্থানে স্থানে কথা সকল রূপক অভিনিবিষ্ট হইয়া ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। গজলের চতুর্থ বচনে সংসারের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

সহৃদয়গণ, আমার হৃদয় হস্তচ্যুত হইয়াছে, দুঃখ এই যে, গুপ্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

আমি ভগ্নতরণীতে উপবিষ্ট, হে অনুকূল পবন, প্রবাহিত হও, সম্ভবতঃ প্রিয়বন্ধুকে দর্শন করিব।

কালচক্রের অচির প্রণয় কুহকও উপন্যাসের ন্যায়, সখে, বন্ধুদিগের প্রতি শুভাচরণ করাকে এই সময় অবকাশ বলিয়া গণ্য কর।

হে সম্মানিত পুরুষ, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন তোমার প্রতি হউক, কোন এক দিন তুমি এই নিঃসম্বল ভিক্ষুককে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিও।

এই দুইটী কথায় ঐহিক পারত্রিক সুখের ব্যাখ্যা হয়, বন্ধুর সঙ্গে কোমল ব্যবহার আর শত্রুর সঙ্গে সন্ধি।

বিধাতা সুখ্যাতির পথে আমাকে চলিতে দেন নাই, ভ্রাতঃ, যদি তোমার সন্তোষ না হয় তবে তুমি বিধি খণ্ডন কর।

মস্তক উত্তোলন করিও না, তাহা করিলে আত্মগ্লানি তোমাকে মধুখদীপশলাকার ন্যায় দগ্ধ করিবে, যিনি চিত্তহারী তাঁহার হস্তে কোমল মুখ ও কঠিন প্রস্তর দুই আছে।

সঙ্কটের সময় আমোদে ও মত্ততায় প্রবৃত্ত হও, যেহেতু এই মত্ততারূপ স্পর্শমণি পথের ভিক্ষুককে মহাধনী করে।

হাফেজ এই সুরারসসিক্ত বৈরাগ্যতনুচ্ছদ স্বেচ্ছায় পরিধান করে নাই, হে সুপণ্ডিত পুণ্যাত্মা, আমাকে ক্ষমা কর। ৩।

—(:•:)—

সুরাদাতা, সুরার জ্যোতিতে আমার পাত্রকে সমুজ্জল কর, গায়ক, গান কর, সংসারের কাজ আমার সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়াছে।

ওহে তুমি আমার নিত্য সুরার রসাস্বাদনে বিমুখ, জানিও আমি পানপাত্রে সখার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়াছি।

যাহার মন প্রেমেতে জীবিত তাহার কখনও মৃত্যু নাই, জগতের কার্য্যালয়ে আমার অমরত্ব অঙ্কিত হইয়াছে।

হে সমীরণ, যখন তুমি সখার উদ্যানে উপনীত হইবে তখন সখাকে আমার সংবাদ উপহার দিও।

বলিও আমার নাম কেন বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতেছ, সেই সময় স্বয়ং আসিতেছে যে, আমার নাম আর স্মরণ করিবে না।

হাফেজ, অশ্রুবিন্দুরূপ শস্যকণা বর্ষণ কর, সম্ভবতঃ সম্মিলনপক্ষী তোমার জালকে লক্ষ্য করিবে। ৪।

— ঃ*ঃ —

কোথায় আমি অস্থিরমতি আর কোথায় কার্য্যের শৃঙ্খলা? দেখ কোথা হইতে কোথা পর্য্যন্ত পথের দূরতা?

প্রমত্ত প্রেমিকের সঙ্গে ধৈর্য্য ও শৃঙ্খলার কি সম্বন্ধ? কোথায় রবাব যন্ত্রের সঙ্গীত, কোথায় উপদেশের গান?

ভজনকুটীর ও প্রবঞ্চনার বৈরাগ্যতুচ্ছদের প্রতি আমার মন বিরক্ত, অগ্নিপূজকদিগের দেবালয় কোথায় ও বিশুদ্ধ সুরা কোথায়?

সখার মুখমণ্ডল হইতে শত্রু কি লাভ করিবে? কোথায় নির্জীব দীপ আর কোথায় আলোকময় সূর্য্য।

যখন তোমার দ্বারের ধূলি আমার নয়নের অঞ্জন, তখন বল আমি এই দ্বার ছাড়িয়া কোথায় যাই?

সখে, হাফেজের সম্বন্ধে বিশ্রাম ও নিদ্রা প্রত্যাশা করিও না, বিশ্রাম কি, ধৈর্য্য কাহাকে বলে, নিদ্রা কোথায়? ৫।

গত নিশায় আমার গুরু ভজনালয় হইতে সুরালয়ে গমন করিয়াছেন, হে বিধিবাদী বন্ধুগণ, অতঃপর আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে ?

আমিও অগ্নিপূজকদিগের মন্দিরের অধিবাসী হইব, নিশ্চয়ই আমার ভাগ্যে এরূপ আছে।

আমরা শিষ্যবর্গ কাবামন্দিরের অভিমুখে কেমন করিয়া মুখ ফিরাইব ? আমাদের গুরু যে সুরাবিপণীর দিকে উন্মুখ হইয়াছেন।

তোমার সুন্দর মুখমণ্ডল কৃপা করিয়া আমার নিকটে এক অলৌকিক লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছে, তজ্জন্য সৌন্দর্য্য ও কোমলতা ভিন্ন আমার অন্য কিছু বর্ণনা করিতে হয় না।

স্থিরতারূপ শিকার মনোবিহঙ্গমের জালে বদ্ধ হইয়াছিল, তুমি অলক উন্মুক্ত করিলে আবার সেই শিকার হস্তচ্যুত হইল।

আমার হায় ! হায় ! ধ্বনিরূপ বাণ হে প্রাণপ্রিয় সখে, স্বর্গে উৎক্ষিপ্ত হইবে, নিজের প্রাণের প্রতি দয়া করিও, আমার বাণ হইতে সাধবান হইও।

হে বিধিবাদী বন্ধো, যখন আমার গুরু অগ্নিপূজকদিগের মন্দিরে গিয়াছেন তখন হাফেজের ন্যায় আমি সুরালয়ের দ্বারে স্থিতি করিব। ৬।

—:০:—

ঋষি, এস, পাত্র পরিস্কৃত ও স্বচ্ছ আছে, আরক্তিম সুরার নির্ম্মলতা দেখিতে পাইবে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রমত্ত প্রেমিকদিগের নিকটে জিজ্ঞাসা কর, উচ্চপদস্থ ঋষিরও এই অবস্থা নয়।

এই হৃদয় যদবধি তোমার প্রেমের হস্তে বদ্ধ হইয়াছে, তদবধি আমি সুখশান্তির আশা পরিত্যাগ করিয়াছি।

তোমার দ্বারে আমার বহু সেবার কার্য্য আছে, প্রভো, দয়া করিয়া দাসের প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত কর।

আমোদের সভাতে দুই এক পাত্র গ্রহণ কর ও চলিয়া যাও, অর্থাৎ নিত্য সম্মিলনের আশা স্থাপন করিও না।

'হাফেজ পানপাত্রের শিষ্য, হে বসন্তসমীরণ, গমন কর, এবং পাত্রধারীকে দাসের নমস্কার জ্ঞাপন কর। ৭।

—)•(—

যদি তুমি সংসারপরিধির মধ্যে ঘূর্ণমান হইতে থাক তবে নিগূঢ় তত্ত্বের একটী কথাও জানিতে পারিবে না।

সংসারপরিধি হইতে বাহির হও, এবং এখানে অন্ন অন্বেষণ করিও না, যেহেতু এই দুর্দ্দয় সংসার অতিথিকে সংহার করে।

যদি সুরাবণিক্ অগ্নিপূজকের সন্তান এরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে তবে আমি নেত্ররোমকে সুরালয়ের দ্বারের সম্মার্জ্জনী করিব।

পরিণামে যাহার শয়নাগার মুষ্টিদ্বয় পরিমিত মৃত্তিকা বৈ নহে, বল আকাশমার্গে প্রাসাদ উত্তোলন করিতে তাহার কি প্রয়োজন?

স্বাধীনতারাজ্য বৈরাগ্যসম্পদ্ এমন এক রাজ্য সম্পদ্ যে, তাহা রাজার করবালের সাহায্যে লাভ হয় না।

পুনর্ব্বার উদ্যানে যৌবন কালের শোভা উপস্থিত, কুসুমাগমের সুসংবাদ সুকণ্ঠ বোল্ বোল্ বিহঙ্গের নিকটে পঁহুছিতেছে।

বসন্তসমীরণ, তুমি প্রমদবনের যুবকদিগের নিকটে গমন

করিলে কুসুম ও ওষধি এবং সরল তরুকে আমার অভিবাদন জানাইবে।

হাফেজ, তুমি সুরা পান কর, প্রেমোন্মত্ত হও, এবং সুখে থাক, কিন্তু অন্য লোকের ন্যায় কোরাণকে প্রবঞ্চনার জাল করিও না। ৮।

—:○:—

সখে, প্রেমিকদিগের প্রতি তুমি এ কি প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করিলে, এদিকে তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রমা তুল্য জ্যোতির্ম্ময়, আবার মন কঠিন পাষাণ সদৃশ।

তুমি যখন স্বীয় আনন সমুজ্জ্বল কর, জগতের অম্বর দগ্ধ করিতে থাক, তুমি সদ্ভাব কর না, তোমার ইহাতে কি লাভ হয়?

সমুদায় রজনী আমি এই আশায় থাকি যে, প্রাতঃসমীরণ প্রেমাস্পদের সংবাদ দান করিয়া এই প্রেমিককে বাঁচাইবে।

মহারাজের কিঙ্করদিগের নিকটে কে এই প্রার্থনা পঁহুছাইবে যে, ভিক্ষুককে দৃষ্টির বহির্ভূত করিও না।

যদি তোমার নীল নেত্ররোমাবলী আমাকে বধ করিতে ইঙ্গিত করে তাহার প্রবঞ্চনাকে ভাবিও, সখে ভুলিও না।

দোহাই ঈশ্বরের হে গুরো, তুমি এক বিন্দু সুরা প্রাতরুত্থানকারী হাফেজকে দান কর, তাহার প্রাভাতিক প্রার্থনার প্রভাব তোমাতে সংক্রামিত হইবে। ৯।

—:)-(:—

বসন্তসমীরণ, অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সুন্দরগতি মৃগ-

শাবককে আমার এই কথা বল যে, তুমিই গিরিপ্রান্তরে আমাকে ঘুরাইতেছ।

প্রফুল্ল পুষ্প, সৌন্দর্য্যগর্ব্ব বুঝি তোমাকে উন্মত্ত বোল্ বোল্ পক্ষীকে সম্ভাষণ করিতে অনুমতি করিতেছে না।

সূক্ষ্মদর্শী লোকদিগকেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আবদ্ধ করা যায়, চতুর পক্ষীকে জালেতে বাঁধা যায় না।

যখন সখার সঙ্গে উপবিষ্ট হইবে ও পান করিবে তখন পানপ্রিয় বন্ধুদিগকেও স্মরণ করিও।

আমি জানি না যে, কি কারণে সবলতনু নীলনেত্র চন্দ্রোজ্জ্বল-ললাট পুরুষদিগের মধ্যে ভালবাসার লাবণ্য নাই।

রমণীয় মুখমণ্ডলে অনুগ্রহ ও প্রীতিপূর্ণতার তিলাঙ্ক নাই, তোমার রূপে এতন্মাত্র ভিন্ন দোষ বলা যাইতে পারে না।

যদি হাফেজের উক্তি অনুসারে সুরাঙ্গনার সঙ্গীত স্বর্গে যিশু-দেবকে নাচাইয়া তোলে আশ্চর্য্য কি ? ১০।

—)*(—

হে সুরাদাতা, উঠ, সুরাপাত্র দান কর, মনোবেদনার মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ কর।

পানপাত্র আমার হস্তে স্থাপন কর, তাহা হইলে কপট বৈরাগ্য আচ্ছাদন আমি গাত্র হইতে উন্মোচন করিব।

যদিচ বুদ্ধিমান্ লোকদিগের নিকটে আমার দুর্ণাম, কিন্তু আমি নাম যশ ইচ্ছা করি না।

সুরা দান কর, আর কত দিন অহঙ্কারবায়ু মলিন জীবনের উপর ধূলি বর্ষণ করিবে।

আমার উন্মত্তমনের মর্ম্মজ্ঞ আমি ভদ্রাভদ্র লোকের মধ্যে কাহাকেও দেখিতেছি না।

সেই এক চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে থাকিলেই আমার চিত্ত সুখী হয়, তিনি আমার চিত্ত হইতে একেবারে শান্তি হরণ করিয়াছেন।

তুমি সংসারচিন্তা ছাড়িয়াছ, দুঃখ করিও না, সুখে খাও, সুখে কালযাপন কর।

হাফেজ, দিবা রজনীর যাতনায় ধৈর্য্য ধারণ কর, পরিণামে এক দিন মনোরথ পূর্ণ হইবে। ১১।

—ঃ০ঃ—

তোমার বিচ্ছেদের হস্ত প্রেমিকদিগের প্রাণ যেরূপ বধ করে কারবালার হত্যাকাণ্ড ব্যতীত ভূতলে কেহ এরূপ হত্যা দেখে নাই।

হে আমার প্রাণ, যদি আমার প্রেমাস্পদের ভাব ও মত্ততা হয় তবে অগ্রেই তোমার নির্জ্জনতা ও বৈরাগ্য বিসর্জ্জন করা বিধেয়।

আমোদের সময় আনন্দের মুহূর্ত্ত সুখের কাল অত্যল্প দিন, এই আমোদের সময়কে হে মন, যথেষ্ট বলিয়া গণ্য কর।

যদবধি তোমার রূপ প্রেমিকদিগকে সম্মিলনে আহ্বান করিল, তদবধি প্রাণ মন তোমার চূর্ণকুন্তল ও মুখমণ্ডলের তিলাঙ্কযোগে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে।

হাফেজ, যদি মহারাজের চরণচুম্বনলাভ তোমার ঘটে, তবে তুমি ইন্দ্রপুরলোকে গৌরব ও উন্নতির সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইলে। ১২।

—•—

ঊষা সমুদিত, জলদপটল ঘননিবদ্ধ, বন্ধুগণ, সুরা কোথায় সুরা কোথায়?

শিশিরকণিকা সকল লোহিত কুসুমে নিপতিত, হে বন্ধুগণ, সুরা কোথায় ?

স্বর্গীয় সমীরণ উপবন হইতে প্রবাহিত হইতেছে, আনন্দে অনুক্ষণ বিশুদ্ধ মদিরা পান করিতে থাক।

উদ্যানে কুসুমতরুর হস্তে সুবর্ণ সিংহাসন স্থাপিত, অগ্নিবর্ণ সুরা গ্রহণ কর।

তোমার দশন ও অধর দগ্ধহৃদয় লোকদিগের হৃদয়ে লবণ স্থাপন করিয়াছে।

মদিরালয়ের দ্বার অবরুদ্ধ, হে দ্বারোদ্ঘাটক, পুনর্বার দ্বার উন্মোচন কর।

আশ্চর্য্য যে, এমন সময় সত্বর সুরাকুটীরের দ্বার বন্ধ রাখা হয়।

হে বৈরাগী পুরুষ, প্রমত্তভাবে সুরা পান কর, জ্ঞানিপুরুষ, ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক।

যদি অমৃতের নিদর্শন অন্বেষণ করিতেছ, তবে তানপূর যন্ত্রের বাদ্যসহকারে পেয় সুরা পান কর।

যদি সম্রাট্ সেকন্দরের ন্যায় জীবন প্রার্থনা কর, তবে সখার আরক্তিম অধর গ্রহণ কর।

পরম সুন্দর পানপাত্রদাতার সম্মুখে বসন্তকালে বিশুদ্ধ সুরা পান কর।

হাফেজ, তুমি বিষণ্ণ হইও না, পরিণামে ভাগ্যলক্ষ্মী আপন মুখমণ্ডল হইতে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবেন। ১৩।

—:():—

তাঁহার প্রকাশে সূর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত, সূর্য্যোদয়ে যে প্রকার অন্ধকার লুক্কায়িত হইয়া থাকে।

আমার সেই নিষ্ঠুর চন্দ্রমা যখন আবরণমুক্ত হন তখন দিবাকর ও নিশাকর সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত করে।

যদি আমি নিশাকালে স্বপ্নে তাঁহাকে অঙ্কদেশে দর্শন করি, তাঁহার ভাবময়ী মূর্ত্তির সঙ্গে আমি এরূপ এক হইয়া যাই যে, কেহ আমাকে স্বতন্ত্র চিনিয়া লইতে পারে না।

প্রিয়দর্শন প্রেমাস্পদগণ লুক্কায়িত, প্রমত্ত প্রেমিকগণ অস্থির, সাধনকুটীর প্রেমাস্পদ দ্বারা পূর্ণ, দীন দুঃখিগণ বিপন্ন।

অশ্রুজলে হৃদয়ের শোণিত দৃষ্ট হইল, অনুরাগসুরায় মান মর্য্যাদা বিসর্জ্জন করিলাম।

হাফেজ, শিক্ষা ও উপদেশ দান কর, প্রেমাস্পদদিগকে পরিত্যাগ করিও না, ইহা দোষ নহে পুণ্য। ১৪।

—(*)—

ঈশ্বরের শপথ, আজ রজনীতে আমি কেমন সম্পদশালী! যেহেতু অকস্মাৎ অদ্য নিশায় হৃদয়সখা আগমন করিয়াছেন।

যখন তাঁহার রমণীয় মুখমণ্ডল দর্শন করিলাম, প্রণাম করিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজ রজনীতে আমি কেমন সুচরিত্র হইয়াছি।

তাঁহার সম্মিলনে আমার আনন্দতরু ফল প্রসব করিয়াছে, আজ রজনীতে আমি সৌভাগ্যের ফল ভোগ করিতেছি।

যদি আজ রজনীতে আমাকে শূলাগ্রে স্থাপন কর, মহাযোগী মন্‌সুরের ন্যায় আমার শোণিত "আনল্‌ হক" * শব্দ ভূতলে অঙ্কিত করিবে।

---

* ইটি আরবী শব্দ। অর্থ আমি ঈশ্বর। মন্‌সুর নামক যোগী পুরুষ ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর যোগের অবস্থাতে ভেদ জ্ঞান

আজ রজনীতে জাগ্রত ভাগ্যবশতঃ শবেকদরের পুণ্য আমার হস্তগত হইয়াছে *।

আমি আজ রজনীতে এরূপ উদ্যত হইয়াছি যে, শিরশ্ছেদন হইলেও তত্ত্বভাণ্ডারের আবরণ উন্মুক্ত করিব।

তুমি সম্পদশালী আমি জকাত পাইবার উপযুক্ত, সৌন্দর্য্য-সম্পদের প্রাপ্য জকাত দান কর আজ রাত্রিতে আমি তাহার স্বত্বাধিকারী †।

ভয় পাইতেছি, আজ রজনীতে যেরূপ মত্ততায় মস্তক আক্রান্ত হইয়াছে, হাফেজ বা বিহ্বল হইয়া পড়িয়া যায়। ১৫।

—)*(—

সম্পদের ঊষা সমুদিত, অরুণতুল্য পানপাত্র কোথায়? ইহা অপেক্ষা সুসময় কবে হইবে? সুরাপাত্র দান কর।

গৃহ শান্তিপূর্ণ, সুরাদাতা সখা, রসিক পুরুষ সরসভাষী, আমোদের ও পান পাত্রপরিবেশনের সময় এবং যৌবন কাল উপস্থিত।

বিস্মৃত হইয়া "আনল্ হক" বলিতেন। তজ্জন্য লোকেরা ঈশ্বর-বিরোধী কাফের ভাবিয়া তাঁহাকে অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে। কথিত আছে, তাঁহার ছিন্ন দেহ হইতে নিপতিত শোণিতবিন্দু সকল ভূতলে "অনল্ হক্" শব্দ অঙ্কিত করিয়াছিল।

* "শবেকদরের" অর্থ সম্মানিত রজনী। রমজান মাসের সপ্তবিংশতি রজনী শবেকদর। মোসলমানদিগের শাস্ত্রমতে সহস্র মাসের তপস্যা অপেক্ষা এই রাত্রিতে তপস্যার পুণ্য অধিক।

† আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধর্ম্মার্থ দরিদ্রদিগকে দান করা জকাত। প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে মোসলমান জকাত দানে বাধ্য।

বিশেষ নিভৃত স্থান ও শান্তিভূমির এবং প্রেমের পুণ্যক্ষেত্র এই যে আমি দেখিতেছি, হে ঈশ্বর, ইহা স্বপ্নে না জাগরণে ?

তোমার যোগোদ্যানই স্বর্গোদ্যানের শ্রী ধারণ করিয়াছে, তোমার বিয়োগের উত্তাপেই নরকাগ্নির উত্তাপ।

স্বর্গ ও কল্পতরু তোমার রমণীয় বদন ও তনুর শরণাপন্ন হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভালই হইয়াছে, তাহারা উত্তম আশ্রয় পাইয়াছে।

বসন্ত সর্ব্বতোভাবে তোমার রূপের বর্ণনা করিয়াছে, স্বর্গ তোমার সুবিচিত্রতার প্রসঙ্গ নানা ভাবে করিয়াছে।

আমার অন্তর্দাহ হইয়াছে, এবং মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই, মন যদি চরিতার্থ হইত শোণিতবিন্দুরূপ অশ্রু বর্ষণ করিত না।

তুমি মনে করিও না যে, তোমার সময়ে কেবল প্রেমিকেরা মত্ত, তুমি দুঃখী বৈরাগী পুরুষদিগের অবস্থার সংবাদ জান না।

হাফেজ, জীবন বিফলে যাইতেছে, নিবৃত্ত হইও না, চেষ্টা কর, প্রিয় জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া লও। ১৬।

—:(-):—

এস, আশা প্রাসাদের ভিত্তি অতিশয় দুর্ব্বল, সুরা আনয়ন কর, যেহেতু জীবনভিত্তি বায়ুর উপর স্থাপিত।

যে প্রকার ঘটনা ঘটুক না কেন তাহাতেই যে ব্যক্তির প্রমুক্ত ভাব, নীল নভোমণ্ডলের নিম্নে আমি তাহারই সৎসাহসের দাস।

ফলতঃ তোমাকে একটি উপদেশ দিতেছি, পালন করিও, সুপথ-গামী গুরু হইতে আমি এই কথা স্মরণে রাখিয়াছি।

যথা ;—"দুর্ব্বল প্রকৃতি পৃথিবীর নিকটে তুমি অঙ্গীকারের সত্যতা অন্বেষণ করিও না যেহেতু এই বর্ষীয়সীর সহস্র স্বামী।"

তোমাকে বলিব কি কল্য রজনীতে সুরালয়ে প্রমত্ত ও বিহ্বল ছিলাম, তখন অধ্যাত্মজগতের সংবাদদাতা কি সুসংবাদ সকল আমাকে দান করিয়াছেন।

যথা ;—"হে উচ্চদর্শী উচ্চ স্বর্গতরুনিবাসী বিহঙ্গ, এই যন্ত্রণালয় সঙ্কীর্ণ সংসার তোমার বাসস্থান নয়।

স্বর্গের প্রাসাদশিখর হইতে তোমার প্রতি আহ্বানধ্বনি হইতেছে, জানি না এই জালবিকীর্ণ ক্ষেত্রে তোমার কি ঘটিয়াছে।"

সংসারের জন্য দুঃখ করিও না, আমার উপদেশ স্মরণে রাখিও, এই সুন্দর কথা একজন যাত্রিক হইতে আমি শিক্ষা করিয়াছি।

যথাঃ—"বিধাতা যাহা বিধান করিয়াছেন তাহাতে সম্মত থাক, তোমার ও আমার জন্য কর্ত্তৃত্বের দ্বার উন্মুক্ত হয় নাই।"

পুষ্পের হাস্যে চিরপ্রেম ও সদ্ভাবের নিদর্শন নাই, দুঃখী বোল্‌বোল্ পক্ষী, তুমি আর্ত্তনাদ কর, যেহেতু আর্ত্তনাদেরই স্থান।

হে দুর্ব্বল কবি, হাফেজের প্রতি তুমি কি ঈর্ষা করিতেছ? তাহার হৃদয়গ্রাহিতা ও ভাষার কমনীয়তা ঈশ্বরপ্রদত্ত। ১৭।

·—ঃ○ঃ—·

উপদেষ্টা; তুমি নিজের কাজে চলে যাও, একি কোলাহল? আমার মন হস্তচ্যুত হইয়াছে, তোমার কি হইয়াছে?

যে পর্য্যন্ত না তাঁহার অধরোষ্ঠ বাঁশীর ন্যায় আমাকে কৃতার্থ করিবে সে পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর উপদেশ আমার কর্ণে বায়ুর ন্যায় নিষ্ফল।

সখে, তোমার দ্বারের ভিক্ষু অষ্টম স্বর্গেরও প্রত্যাশী নহেন, তোমার বন্ধনে বদ্ধ ব্যক্তি ইহপরলোকে মুক্ত।

যদিচ প্রেমের মত্ততা আমাকে বিনাশ করিয়াছে কিন্তু আমার অস্তিত্বের ভিত্তি এই বিনাশে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

হে মন, সখার অবিচার ও অত্যাচার বলিয়া তুমি আর্ত্তনাদ করিও না, তিনি তোমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ও ইহাই বিচার।

চলে যাও, হাফেজের নিকটে উপন্যাস বলিও না, মন্ত্র পড়িও না; এরূপ উপন্যাস ও মন্ত্র আমার অনেক জানা আছে। ১৮।

—:(*):—

তুমি যখন হৃদয়বানের বচন শ্রবণ করিবে তখন বলিও না যে, তাহা অযুক্ত, হে প্রিয়, তুমি বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ নও, এ স্থানেই ত্রুটি।

হায়! আমার মনের ভিতরে যে কত গুরুতর কাণ্ড, তজ্জন্য ইহ পরলোকের প্রতি আমার মন নিবিষ্ট হয় না।

জানি না মাদৃশ ভগ্ন হৃদয়ের অন্তরে কে আছে? আমি চুপ করিয়া থাকি, সে কোলাহল ও গোলযোগ করে।

আমার মন আবরণমুক্ত হইয়াছে, হে গায়ক, তুমি কোথায়! গান কর, সত্যই এই আবরণ ছাড়িয়া সঙ্গীতের সঙ্গে আমার ব্যাপার উপস্থিত।

পৃথিবীর ব্যাপারে আমার কিছুই অভিনিবেশ ছিল না, তোমার মুখমণ্ডলই তাহাকে আমার দৃষ্টিতে এরূপ সুন্দর সজ্জিত করিয়াছে।

এইরূপ সাধনকুটীর আমার হৃদয়ের শোণিতে লিপ্ত হইয়াছে, যদি আমাকে সুরারসে প্রক্ষালন কর, তোমার হস্তে অধিকার।

আমার অন্তরে অগ্নি নিরন্তর জ্বলিতেছে, নির্ব্বাপিত হয় না, এজন্য অগ্নিউপাসকদিগের মন্দিরে আমি প্রিয় হইয়াছি।

কি বাদ্যই ছিল যে সেই প্রেমিক সাধক বাজাইয়াছেন, জীবন শেষ হইল তথাপি এ পর্য্যন্ত আমার মস্তিষ্ক সে ধ্বনিতে পূর্ণ।

কাল রাত্রিতে আমার মধ্যে তোমার প্রেমের নেশার ঝোঁক ছিল, উপসনার সময় কৈ, প্রার্থনার সময় কোথায়?

গত রজনীতে তোমার প্রেম হাফেজের অন্তরে এক শব্দ করিয়াছে, তাহার হৃদয় প্রান্তর এক্ষণও ধ্বনিতে পূর্ণ। ১৯।

—:*:—

ঋষিদিগের নিভৃত কুটীরই স্বর্গোদ্যান, ঋষিদিগের সেবাই গৌরবের মূল।

নির্জ্জন প্রান্তর অদ্ভুতদর্শন ও অলৌকিকতার ক্ষেত্র, ঋষিদিগের দৃষ্টিতেই তাহা উন্মুক্ত।

স্বর্গের প্রাসাদ যাহাতে রেজওয়াননামক দেবতা দ্বারবানরূপে নিযুক্ত, ইহা ঋষিদিগের পুণ্যোদ্যানের দর্শনীয় এক অংশ।

যাহার সংস্পর্শে কাল নিকৃষ্ট ধাতু সুবর্ণ হয় সেই এক স্পর্শমণি, উহা ঋষিদিগের সহবাসে আছে।

যাহার সম্মুখে দিবাকর গৌরবের মুকুট পরিত্যাগ করে, সেই মহত্ত্ব ঋষিদিগের প্রতাপের মধ্যে আছে।

যে সম্পদের বিনাশের ভয় নাই, প্রমুক্ত ভাবে শ্রবণ কর, ঋষিদিগের সেই সম্পদ্।

নরপালগণ পৃথিবীর দীন দুঃখীদিগের শরণ্য, চিরকাল ঋষিদিগেরই জীবনের প্রাধান্য।

নরপতিগণ যে লক্ষ্য অন্বেষণ করেন ঋষিদিগের জীবনদর্পণ তাহার প্রকাশস্থল।

রাজা মহারাজ সমুদায়ই ঋষিদিগের সেবাতে রত, হাফেজ, তুমি এই স্থানে অবনত হও। ২০।

—:():—

মাদৃশ প্রমত্ত হইতে ভজন সাধন ও সঙ্কল্প পালন প্রত্যাশা করিও না, যেহেতু আমি সুরাপায়ী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত।

যদবধি আমি প্রেম প্রস্রবণ বারিদ্বারা হস্ত মুখ প্রক্ষালন (অজু) করিয়াছি, তদবধি অন্য যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় ধৌত করিয়া ফেলিয়াছি।

সুরা দান কর, তাহা হইলে আমি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিব। আমি কাহার মুখমণ্ডলের প্রতি আসক্ত, কাহার সৌরভে প্রমত্ত জানাইব।

এ স্থলে পর্ব্বত প্রমাণ পাপ কেশসূত্র অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, সুরাপায়িন্, দয়ার দ্বার হইতে নিরাশ হইও না।

আমার বাসনার মস্তক আর সখার মন্দিরের প্রাঙ্গণ, আমার মস্তকের উপর যাহা পড়িবে তাহা তাঁহারই অভীপ্সিত।

উদ্যানস্থ কুসুমের প্রত্যেক দল তোমার সম্মুখে ঝরিয়া পড়িতেছে, পয়ঃপ্রণালীতীরস্থ প্রত্যেক সরলতরু তোমার তনুর জন্য উৎসর্গীকৃত।

তুমি বুঝি সুগন্ধি চিকুরে চিরুণী সঞ্চালন করিয়াছ, তাহাতেই সমীরণ সুগন্ধীকৃত ও ভূমি সুগন্ধ হইয়াছে।

তোমার বদনমণ্ডল দর্শন করিয়াছি, মনোরথ সিদ্ধ হইবে, যেহেতু কল্যাণের পশ্চাতে কল্যাণ আছে।

বসন্ত সমীরণ আমার অপ্রফুল্ল হৃদয়ের অবস্থা কি বর্ণন করিবে? কুসুমকলিকাদলের ন্যায় উহা স্তরে স্তরে কুঞ্চিত।

বাক্‌পটু রসনা তাঁহার রূপের বর্ণনাতে নীরব, অনর্থভাষিণী ছিন্ন জিহ্বা লেখনীর ক্ষমতা কি?

হাফেজ যদিচ তোমার সঙ্গে সম্মিলনে শূন্য-হস্তব্যতীত নহে, কিন্তু তোমার প্রেমের প্রসাদে সে সম্রাট্ সোলয়মানের সম্পদ্ পাইয়াছে *। ২১।

—ঃ-§-ঃ—

হৃদয় তাঁহার প্রেমের আগার, নয়ন তাঁহার ছবি প্রকাশের দর্পণ।

আমি যে ইহ পরলোকের প্রতি বিমুখ তাহার কারণ এই যে, তাঁহার করুণার ভারের নিম্নে আমার মস্তক রহিয়াছে।

হে বৈরাগী পুরুষ, তুমি আর কল্পতরু, আমি আর সখার তনু, প্রত্যেকের চিন্তা ভাব তাহার কামনার অনুরূপ হয়।

প্রেমোন্মত্ত মজনুনের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণ আমার যুগ উপস্থিত, প্রত্যেকের পাঁচদিনের পালা †।

আমোদসম্পদ প্রেমসম্পত্তি যে কিছু আমার আছে তাহা তাঁহারই প্রসাদে হইয়াছে।

আমি যদি বিনাশ প্রাপ্ত হই, দুঃখ কি? তন্মধ্যে তাঁহার সুখ শান্তিই লক্ষ্য।

---

* সোলয়মান রাজর্ষি দাউদের পুত্র। জেরুজিলাম নগরে সোলয়মানের রাজধানী ছিল। তাঁহার ন্যায় মহা ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপশালী রাজা পৃথিবীতে আর ছিল না।

† মজনুন শব্দের অর্থ ক্ষিপ্ত। লয়লা নাম্নী নারীর প্রতি আসক্ত কয়শ নামক ব্যক্তির উপাধি মজনুন।

তাঁহার ভাবময়ী মূর্ত্তিশূন্য দর্শনক্ষেত্র নয়ন যেন না হয়, যেহেতু উহা তাঁহারই বিশেষ সম্পত্তির নিভৃত ভূমি।

আমি অশুদ্ধ চরিত্র হইয়া থাকিলে আশ্চর্য্য কি? সমুদয় জগৎ তাঁহার পবিত্রতার সাক্ষী।

উদ্যানভূষণ প্রসূনরাজি তাঁহার সহবাসেই সৌরভ ও বর্ণ লাভ করিয়াছে।

হাফেজের বাহ্য দীনতা দেখিও না, তাঁহার হৃদয় সথার প্রেমরত্নের ভাণ্ডার। ২২।

—:০:—

যাঁহার যোগে পৃথিবী মিষ্ট হইয়াছে, সেই সুন্দর পুরুষের নয়ন সুরারক্তিম, অধর সহাস্য, মন প্রফুল্ল। *

যদিচ মধুরানন পুরুষগণ রাজা, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান যুগের সম্রাট্ সোলয়মান।

তাঁহার বদন সুশ্রী, গুণ মহান্, হৃদয় পবিত্র, সুতরাং উভয়লোকের পবিত্রাত্মাগণের উচ্চভাব এক তাঁহাতে আছে।

আমার চিত্তহারী দেশান্তরযাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঈশ্বরের দোহাই বন্ধুগণ, উপায় কর, আমি আহতহৃদয়সম্বন্ধে কি করিব? ঔষধ যে তাঁহার সঙ্গে আছে।

কাহাকে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সেই পাষাণহৃদয় আমাকে বধ করিয়াছে, এবং যিশুর মৃতসঞ্জীবন ভাব তাঁহাতে আছে।

হাফেজ একজন অনুগত বিশ্বাসী, তাহাকে তুমি সম্মান কর, যেহেতু বহু সমুন্নত আত্মার প্রসাদ তাঁহাতে আছে। ২৩।

---

* হজরত মোহম্মদকে লক্ষ্য।

সখার দ্বারে আমি অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, কিন্তু ক্ষমার আশা আছে।

আমি বিস্মিত আছি যে অনুক্ষণ ধৌত প্রক্ষালন হইতেছে তথাপি তাঁহার ভাবময় ছবি আমার নয়নে অঙ্কিত আছে, বিলুপ্ত হইতেছে না।

এত ক্রন্দন করিয়াছি সে, যে ব্যক্তি আসিয়া আমার নয়নের অশ্রুস্রোত দেখিয়াছে সেই বলিয়াছে যে, এ কেমন জলস্রোত।

ক্রীড়াবর্ত্তুলের ন্যায় আমি তোমার পথে মস্তক বিসর্জ্জন করিয়াছি, কেহ বুঝে না যে এ কেমন পথ ও কেমন বর্ত্তুল।

সেই নিকেতনে যাইতে সমীরণকে বাহন করিতে হয়, আমি সোলয়মানের সঙ্গে কেমন করিয়া যাইব, পিপীলিকা যে আমার বাহন *।

আমার সেই মহা অশ্বারূঢ়ের মুখমণ্ডলের দর্পণ নিশাকর। তাঁহার বাহনের পদধুলি সমুন্নত দিবাকরের মুকুট।

আমি কখন সখার আরক্তিম অধর ও পানপাত্র পরিত্যাগ করিব না, হে বৈরাগী পুরুষগণ, ইহাই আমার ধর্ম্ম, আমাকে ক্ষমা করিবে।

হাফেজ তোমার ভাবের হস্তে অস্থির, কিন্তু সখার চূর্ণকুন্তল স্মরণে অস্থির হওয়াই কল্যাণ। ২৪।

—:)•(:—

---

* কথিত আছে যে, সম্রাট্ সোলয়মান দৈববলে দৈত্যগণকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা সিংহাসনস্থিত সোলয়মানকে একদেশ হইতে দেশান্তরে দ্রুতবেগে গগনমার্গে বহন করিয়া লইয়া যাইত।

সখে, গোলযোগ খর্ব্ব কর, ফিরে এস, দেখ, আমার নয়নতারা আবরণমুক্ত (লজ্জাশূন্য) হইয়াছে।

আমার দেহ চিত্তহারীর বিচ্ছেদে শীর্ণ হইয়াছে আমার প্রাণ সখার বিরহানলে দগ্ধ হইয়াছে।

যে ব্যক্তি তোমার দিব্যাননোপরে চূর্ণকুন্তলরূপ শৃঙ্খল দর্শন করিয়াছে সেই অস্থির হইয়াছে ও মাদৃশ উন্মত্তের জন্যও তাহার মন দগ্ধ হইয়াছে।

শৌণ্ডিকালয়ের জল আমার বৈরাগ্য বস্ত্র হরণ করিয়াছে, আমার বুদ্ধিগৃহ সুরালয়ের অগ্নি দগ্ধ করিয়াছে।

বাহ্যদর্শী বৈরাগী পুরুষ আমার ভাব জানে না, আমার সম্বন্ধে সে যাহা বলে তাহা কোন বিরক্তির বিষয় নহে।

ধর্ম্মপথে যাত্রিকের যাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহা তাহার পক্ষে মঙ্গল ; মন, ধর্ম্মের সরল পথে কেহ পথভ্রান্ত হয় না।

এ কেমন বহুচিত্রযুক্ত সমুচ্চ প্রসারিত চন্দ্রাতপ, ভূতলে কোন জ্ঞানবান্ এই প্রহেলিকার তত্ত্ব রাখে না।

যে চাহে আসুক ও যে চাহে চলিয়া যাউক, এই মন্দিরে বাধা বিঘ্ন ও দৌবারিক প্রহরী নাই।

যাহা কিছু হয় আমার অযোগ্য দেহের জন্যই হয়, নতুবা অন্য কাহারও দেহের উপর তোমার পদার্পণ সঙ্কুচিত নহে।

সুরালয়ের দ্বারে গমন করা একচিত্ত প্রেমিকদিগের কার্য্য, আত্মগৌরবপ্রদর্শকদিগের সুরাবণিকের পথে গতিবিধি নাই।

আমি সুরালয়ের গুরুর দাস, যেহেতু তাঁহার করুণা চির-স্থায়িনী, অন্যথা ফকির ও দরবেশদিগের কৃপা কখন আছে, কখন নাই!

যদি হাফেজ উচ্চাসনে প্রবিষ্ট হয় উহা তাহার উচ্চ সম্মানের জন্য হইবে, সুরাপায়ী প্রেমিক ধন মানের বন্ধনে বদ্ধ নহে। ২৫।

—:০:—

সেই সুবিখ্যাত দূত (মোহম্মদ) যিনি সখার দেশ হইতে আসিয়াছেন, তিনি সখার সুগন্ধিলিপি যোগে প্রাণরক্ষার মহৌষধি আনয়ন করিয়াছেন।

তিনি সখার সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের সুন্দর নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং সখার গৌরব ও প্রতাপের সুন্দর কাহিনী বলিয়াছেন।

সুসংবাদলাভে তাঁহাকে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি, এবং লজ্জিত আছি যে, এমন সামান্য মূল্যের বস্তু উৎসর্গ করিয়াছি।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, অনুকূল ভাগ্যের সাহায্যে সখার ক্রিয়া-কলাপ বাসনানুরূপ হইয়াছে।

যদি বিপদের ঝটিকা স্বর্গ মর্ত্তকে ছিন্নভিন্ন করে, তথাপি আমি সখার প্রতীক্ষায় নয়ন স্থাপন করিয়া থাকিব।

সখার চরণস্পর্শে যে ধূলী ভাগ্যবতী হইয়াছে হে প্রাতঃসমীরণ, চক্ষুর অঞ্জনের জন্য তাহা আমাকে আনিয়া দাও।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পরিক্রমণ ও চন্দ্রমণ্ডলের পরিভ্রমণের কোন কর্তৃত্ব নাই, সখার শক্তিতে তাহাদের পরিক্রমণ চলিতেছে।

স্বাগত হে দূত, অনুরাগী জনকে সখার সুসংবাদ দান কর, তাহা হইলে উৎসাহের সহিত আমি সখার নামে প্রাণ উৎসর্গ করিব।

শত্রু যদি হাফেজের প্রাণবধে উদ্যত হয়, কি ভয়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি সখার নিকটে লজ্জিত নহি। ২৬।

তোমার চূর্ণকুন্তলের প্রত্যেক কেশসূত্রে সহস্র চিত্ত বাঁধা পড়িয়াছে, সহস্র উপায়োদ্ভাবকের উপায়ের পথ বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন চন্দ্রমার ন্যায় সখা মুখ দেখাইলেন, জ্যোতি বিস্তার করিলেন, পরে বদনমণ্ডল লুক্কায়িত করিলেন, এ জন্য আমি পাগল হইয়াছি।

যে ব্যক্তি আমার ন্যায় সখার পানপাত্র হইতে আদিম কাল হইতে পান করিয়া আসিয়াছে, সে প্রলয়ের উষাকালপর্য্যন্ত মত্ততাশূন্য হইবে না।

তাঁহার চূর্ণকুন্তল জালস্বরূপ মুখমণ্ডলের তিলাঙ্ক শস্যস্বরূপ; আমি শস্যকণার লোভে সখার জালেতে পড়িয়াছি।

সম্মিলনের দিকে আমার অনুরাগ; বিচ্ছেদের দিকে তাঁহার চেষ্টা, আমি নিজের কামনা বিসর্জ্জন করিলাম, সখার কামনা পূর্ণ হউক।

সেই পথের ধূলি যাহা সখার পদস্পর্শে গৌরবান্বিত হইয়াছে; যদি ভাগ্যে ঘটে তাহা অঞ্জনের ন্যায় নয়নে সংলগ্ন করিব।

হাফেজ তাঁহার বিরহবেদনায় দগ্ধ হইতেছে, অন্য ঔষধ করিও না, সখার সুখ সহবাস ব্যতীত এই বেদনার ঔষধ নাই। ২৭।

—(*)—

যদবধি সখা আমার দৃষ্টির অগোচর হইয়াছেন, তদবধি কেহ জানে না যে, আমার চক্ষু হইতে কত জলস্রোত নিঃসৃত হইয়াছে।

তোমার দর্শনের বিচ্ছেদে অনুক্ষণ আমার নয়ন প্রান্ত হইতে বিপদের ঝড় ও জল প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে।

বিচ্ছেদরজনী যখন উপস্থিত তখন পদস্খলিত হইয়াছি, যখন ঔষধ হস্তচ্যুত তখন রোগগ্রস্ত আছি।

মন বলিল যে, প্রার্থনাযোগে তাঁহার দর্শন পুনর্ব্বার লাভ করিবে, কিন্তু বহুকাল আমার জীবন প্রার্থনায় ব্যয়িত হইয়াছে।

কল্য চিকিৎসক আমাকে দেখিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন যে, হায়! হায়! তোমার রোগ আরোগ্যবিধির বহির্ভূত হইয়াছে।

সখে, "এই অনিত্য সংসার হইতে সে চলিয়া গিয়াছে," এই কথা বলার পূর্ব্বে হাফেজের তত্ত্ব লইতে একবার তুমি পদার্পণ কর। ২৮।

—:*:—

আমি সেই ব্যক্তি যে সুরালয়ের প্রান্তে আমার তপস্যাকুটীর, গুরু অগ্নি উপাসকদিগের প্রার্থনা আমার প্রাভাতিক নিত্যবিধি।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, রাজা ও কাঙ্গালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই, সখার দ্বারের ভিক্ষুক আমার সম্বন্ধে রাজা।

আমার মস্‌জিদে ও মদিরালয়ে যাওয়ার লক্ষ্য তোমার দর্শন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ভাব নাই, ঈশ্বর সাক্ষী।

তোমার জন্য ভিক্ষুক হওয়া আমার পক্ষে রাজত্ব লাভ অপেক্ষা সুখকর, তোমাকর্ত্তৃক নিপীড়ন ও নিগ্রহ আমার পক্ষে গৌরব ও সম্মান।

বরং কালের করবালের আঘাতে সংসার ত্যাগ করিব, তোমার সম্পদের দ্বার হইতে চলিয়া যাওয়া আমার প্রকৃতি ও নিয়তি নহে।

যদবধি সেই দ্বারে মস্তক স্থাপন করিয়াছি তদবধি সূর্য্যের উচ্চাসন আমার আসন হইয়াছে।

হাফেজ অপরাধ যদিচ আমার আয়ত্তাধীন নয় তথাপি তুমি বিনয় রক্ষা করিয়া বল অপরাধ আমারই। ২৯।

—:○:—

উদ্যানপাল আমাকে বায়ুর ন্যায় আপন দ্বারদেশ দিয়া তাড়াইও না, আমার অশ্রুপাতে তোমার পুষ্পোদ্যানে জলসেকের কার্য্য হইবে।

বহুকাল হইতে প্রতিমার প্রতি প্রেমোন্মত্ততা আমার ধর্ম্ম হইয়াছে, এ বিষয়ে কষ্ট আমার শোকাকুল অন্তরের আনন্দ।

তোমাকে দর্শন করিতে প্রাণের চক্ষুর প্রয়োজন, আমার এই বাহ্যদর্শী চক্ষুর সেই অধিকার কোথায়?

যদবধি তোমার প্রেম আমাকে কথা কহিতে শিক্ষা দিয়াছে তদবধি আমার গুণানুবাদ ও প্রশংসা লোকের রসনার নিত্য ক্রিয়া হইয়াছে।

হে ঈশ্বর দৈন্যসম্পদ আমাকে প্রদান কর, এই দান আমার গৌরব ও মহত্ত্বের কারণ।

বুদ্ধিমান্ উপদেষ্টা, তুমি এরূপ অহঙ্কার করিও না, যেহেতু আমার দীন হৃদয় মহারাজের অবতরণ ভূমি।

হে ঈশ্বর, যে কাবামন্দির আমার লক্ষ্য তাহা যাঁহার বিলাসক্ষেত্র তাঁহার পথের কণ্টক সকল আমার পক্ষে পুষ্প।

তুমি আমার সঙ্গী হইয়া থাক, তোমার মুখচন্দ্রমায় ও আমার নক্ষত্রতুল্য অশ্রুপুঞ্জে পৃথিবী ও আকাশের শোভা ও সৌন্দর্য্য হইবে।

হাফেজ এরূপ দাস নয় যে প্রভু হইতে পলায়ন করিবে,

কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ কর, ফিরিয়া এস, যেহেতু তোমার তিরস্কারে আমি বিনষ্ট হইয়াছি। ৩০।

—:*:—

হায়! হায়! আমার রোগের ঔষধ নাই, হায়! আমার বিরহের অন্ত নাই।

তিনি মন ও ধর্ম্ম কর্ম্ম হরণ করিয়াছেন, এবং প্রাণসংহারেও সমুদ্যত হইয়াছেন, হায়! হায়! রূপবান্‌দিগের অত্যাচার।

সেই কাফেরেরা আমার শোণিতপাত করিয়াছে. হায়! মোসলমানগণ, ঔষধ কি?

অনুক্ষণই সেই সকল প্রতিদ্বন্দী হইতে আমার মন প্রাণে নূতন নূতন দুঃখ উপস্থিত হইতেছে।

আমি যে সকল চিৎকার ও আর্ত্তনাদ করিয়াছি তুমি শ্রবণ কর নাই, সখে, প্রকাশ যে তোমার মন্দির উচ্চ।

হে চিত্তরঞ্জন কুট্টিম, তুমি প্রেমের নিকেতন, ঈশ্বর করুন সাময়িক বিপদ্ যেন তোমাকে বিনষ্ট না করে।

সাবধান হইও, এই প্রান্তরে দূরে মরীচিকা আছে, প্রান্তরে দৈত্য যেন তোমাকে মরীচিকায় প্রতারিত না করে।

বার্দ্ধক্যের পথে হে মন, কি ভাবে চলিবে? একেবারে তোমার যৌবন কাল অযথা ব্যয়িত হইয়াছে।

উঠ, হাফেজের ন্যায় চেষ্টা কর, তাহা হইলে কিন্তু আপনাকে সখার চরণে সমর্পণ করিতে পারিবে। ৩১।

—:(-):—

হে আমোদপ্রিয় বালক, তোমার কি ধর্ম্ম? আমার রক্তপাত যে মাতৃস্তন্য অপেক্ষা তোমার পক্ষে বৈধ হইয়াছে।

প্রেমের দুঃখ ক্লেশের কথা একটি উপন্যাসের অধিক নহে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রত্যেকের নিকটে তাহা অন্যরূপ শ্রবণ করি।

আমি গুরু অগ্নি উপাসকের দ্বার হইতে মস্তক কেন উত্তোলন করিব? এই গৃহেই সম্পদ্, এই দ্বারেই দুঃখের উন্মোচন।

রাজাকে বল জীবিকা বিধাতার নির্ব্বন্ধে আছে, আমি দীনতা ও বৈরাগ্যের মর্য্যাদা ত্যাগ করিব না।

এই দ্বিদ্বারবিশিষ্ট পান্থশালা হইতে যখন অবশ্য প্রস্থান করিতে হইবে তখন তোমার সুখপ্রাসাদের ছাদ উচ্চ হইল বা নীচ হইল তাহাতে ক্ষতি কি?

দুঃখ ব্যতীত সুখ-স্থান লাভ হয় না, আদিমকাল হইতে প্রেম সঙ্কটাকীর্ণ।

ভাবাভাবে স্বীয় চিত্তকে বিষণ্ণ রাখিও না, সন্তুষ্ট থাক, প্রত্যেক পূর্ণতার পরিণাম অভাব।

আপন পক্ষ ও ডানাযোগে পথ চলিও না, শর কিয়ৎক্ষণ আকাশে উঠে, পরে ভূতলে পড়িয়া যায়।

তোমার অত্যাচারের হস্তে পড়িয়া বলিয়াছিলাম নগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, তুমি হাসিয়া বলিলে যে, "হাফেজ, চলিয়া যাও, কিন্তু তোমার পা বাঁধা আছে"। ৩২।

—:():—

প্রেমের পথে পথের দূরত্ব ও নৈকট্য নাই, সখে, আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখিতেছি ও তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

প্রতিদিন প্রার্থনারূপ বণিকদলকে সমীরণের সঙ্গে তোমার নিকটে প্রেরণ করিতেছি।

তোমার বিরহসৈন্য আমার হৃদয়রাজ্যকে উৎসন্ন না করে এজন্য স্বীয় প্রিয় জীবন তোমাকে উৎসর্গ করিয়া পাঠাইতেছি।

অনুক্ষণ এক এক প্রকার দুঃখ পাঠাইতেছ, অমেদ করিয়া বলিও না যে, এই উপহার ঈশ্বরোদ্দেশ্যে পাঠাইতেছি।

পানপাত্র দাতা, এস গুপ্ত দৈববাণী আমাকে সুসংবাদ দান করিয়াছে যে, "দুঃখে ধৈর্য্যধারণ কর, তোমার জন্য ঔষধ প্রেরণ করিতেছি।"

হে মহারাজ, নৈশিক ব্যাকুলতা এবং প্রাভাতিক প্রার্থনা ব্যতীত হাফেজের হস্তে তোমার মর্য্যাদার যোগ্য আর কি আছে? ৩৩।

—:*: —

যে পর্য্যন্ত আমি ভূমির পদতলে স্থান গ্রহণ না করি সে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিও না যে, তোমার অঞ্চলধারণে হস্ত সঙ্কুচিত করিব।

হে নিষ্ঠুর চিকিৎসক, ইচ্ছা হয় যে তোমার সম্মুখে প্রাণ সমর্পণ করি, রোগীর তত্ত্ব লও, তোমার প্রতিক্ষায় আছি।

মানসক্ষেত্রে প্রেমের বীজ আমি বপন করিতেছি, তাহারই জন্য নেত্র হইতে শত জলস্রোত বক্ষেতে প্রবাহিত করিয়াছি।

আমাকে বধ কর বা বিরহযন্ত্রণা হইতে মুক্তি দান কর, আমি তোমার কটাক্ষরূপ ছুরিকাকে কৃতজ্ঞতা দান করিব।

আমি রোদন করিতেছি, যে প্রেমবীজ মনোমধ্যে বপন করিতেছি তাহারই উদ্দেশ্যে আমার নয়নের অশ্রুবৃষ্টি।

যদি আমার নয়ন ও মন অন্যের প্রতি লক্ষ্য করে তবে আমি মনে অগ্নি প্রদান ও নয়ন উৎপাটন করিব।

দয়া করিয়া আমাকে নিজের নিকটে স্থান দান কর, তাহা হইলে অনুক্ষণ আমি তোমার চরণে নেত্রযুগল হইতে মুক্তাবিন্দু বর্ষণ করিব।

আমার অশ্রুপ্রবাহ নুহার জলপ্লাবন অপেক্ষা প্রবল হইয়াছে, কিন্তু হৃদয়ফলক হইতে তোমার প্রেমের ছবি ধৌত করিতে পারে নাই।

আমি তোমার প্রেমেতে পর্ব্বত প্রান্তরে উন্মত্ত হইয়া ফিরিতেছি, তুমি দয়া করিয়া শৃঙ্খল শিথিল করিতেছ না।

আমাকে কুৎসিত ভৎ'সনা করিও না, প্রেমগুরু আমাকে প্রথম হইতে প্রতিমার মন্দিরে সমর্পণ করিয়াছেন।

হে মন, সখার অসীম করুণাসত্বে নিরাশ হইও না, যখন প্রেমের স্পর্দ্ধা করিয়াছ, তখন দক্ষতার সহিত মস্তক দান কর।

হে প্রাতঃসমীরণ, সখার পথের ধূলি লইয়া এস, তাহা হইলে হাফেজ তদ্দ্বারা প্রাণের চক্ষুতে জ্যোতিঃ সঞ্চারণ করিবে। ৩৪।

—ঃ-§-ঃ—

নির্জ্জনবাসীর বাহ্য দর্শনে আমাদের কি প্রয়োজন? যখন সখার বর্ত্ম রহিয়াছে তখন প্রান্তরে গমনের কি প্রয়োজন?

আমি অভাবগ্রস্ত ও জিহ্বা প্রার্থনাবিহীন, দাতার দ্বারে প্রার্থনার কি প্রয়োজন?

সখার সমুজ্জ্বল অন্তরে ভুবন প্রকাশ পায়, সেখানে আপন অভাব জ্ঞাপনের কি প্রয়োজন?

সে দিন চলিয়া গিয়াছে যে, নাবিকের অনুগ্রহের ঋণভার বহন করিব, যখন মুক্তাফল প্রাপ্ত হইয়াছি তখন আর সমুদ্রযাত্রার কি প্রয়োজন?

শক্র, তুমি চলিয়া যাও, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, বন্ধু উপস্থিত, শক্রতে কি প্রয়োজন ?

যদি আমাকে বধ করা তোমার ইচ্ছা, তবে যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, যখন তোমারই সম্পত্তি তখন লুণ্ঠনের কি প্রয়োজন ?

হে দীনহীন প্রেমিক, যখন সখা স্বীয় প্রাণপ্রদ অধরকে তোমার উপজীবিকার বিষয় জানেন, তখন ব্যগ্রতার কি প্রয়োজন ?

হাফেজ, তুমি নিবৃত্ত হও, গুণ স্বতঃ প্রকাশিত হইবে, শক্রর সঙ্গে বিবাদ ও সম্মিলনে কি প্রয়োজন ? ৩৫ ।

—:০:—

যে সময় উপস্থিত, তাহাই ভাল, তাহাকে প্রচুর মনে কর, পরিণামে কি হইবে তাহা কাহারও বিদিত নহে ।

একটি কেশসূত্রের সঙ্গে জীবন সম্বন্ধ, নিজের জন্য ভাব, সংসারভাবনা ছাড়িয়া দাও ।

প্রমত্ত প্রেমিকদিগের নিকটে আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর, হে শক্রো, বাহ্যিক লোকের সঙ্গে তোমার কি বিবাদ ?

দাসের ভ্রম ত্রুটি যদি গ্রহণ করা হয়, তবে পরমেশ্বরের দয়া ও ক্ষমার অর্থ কি ?

ওহে দয়াসম্বন্ধে তুমি সমুদায় নগরের লক্ষ্যস্থল, দুঃখের বিষয় দীনহীনদিগের প্রতি তোমার আশ্চর্য্য শৈথিল্য ।

যদিচ কটাক্ষপাতে তাঁহার প্রত্যেক নেত্ররোম প্রাণ বধ করে, তথাপি এক্ষণও তাঁহার অধর হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হয় ।

উদ্যানে গমন কর, বোল্‌বোল্‌ পক্ষীর নিকটে প্রেমের প্রণালী শিক্ষা করিবে ; সভাতে আগমন কর ; হাফেজের নিকটে বচন-বিন্যাস শিখিবে । ৩৬ ।

বসন্তসমীরণযোগে অনুক্ষণ আমার প্রাণ প্রফুল্ল হইতেছে, হাঁ হাঁ প্রণয়ীর জীবন সুখকর।

পুষ্প আবরণমুক্ত না হইতেই প্রস্থানের উদ্যোগ করিল, কুসুমপ্রিয় বোল্ বোল্ বিহঙ্গ, তুমি আর্ত্তনাদ কর; আহতহৃদয়ের মধুর ধ্বনি সুখকর।

নিশায় নিনাদকারী বিহঙ্গদিগের সম্বন্ধে সুসংবাদ এই যে, প্রেমের পথে নিশাজাগরুকদিগের ধ্বনি সখার পক্ষে সুখকর।

পুষ্পের রসনাযোগে এই ধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইয়াছে যে, "এই পুরাতন পৃথিবীতে লঘুভার ব্যক্তির কার্য্য সুখকর।"

হাফেজ, সংসারত্যাগই চিত্তপ্রফুল্লতার পন্থা, তুমি মনে করিও না যে, সংসারিকদিগের অবস্থা সুখের অবস্থা। ৩৭।

—:০:—

যদি অনুগ্রহ করিয়া ডাক প্রচুর অনুগ্রহ হয়, যদি ক্রোধ করিয়া তাড়াইয়া দাও তাহাতেও আমার অন্তর অবিকৃত, তোমার গুণের বর্ণনা সাধ্যের অতীত, যেহেতু তোমার গুণ অনির্ব্বচনীয়।

প্রেমের চক্ষে সখার মুখ দর্শন করা যায়, সুরূপের মুখজ্যোতি দিগ্দিগন্তর বিস্তৃত।

যদি স্বর্গের সুরাও হয় বিসর্জ্জন কর, সখার অদর্শন অবস্থায় যে কোন সুমিষ্ট পানীয় আমাকে প্রদান করিবে তাহাই গুরুতর শাস্তি।

নেত্র, জাগরিত থাক, এই নিদ্রার ভূমিতে অবিশ্রান্ত স্রোত চলিতেছে, তাহাতে নির্ভয়ে থাকিতে পারা যায় না।

প্রেমাস্পদ তোমার নিকট দিয়া আবরণমুক্ত হইয়া যাইতেছেন, কিন্তু অপর লোক আবরণে আবৃত দর্শন করে।

সখে, হৃদয়সভাতে তোমার মুখমণ্ডলের প্রকাশ শত দীপ জলিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তোমার মুখের উপর শতবিধ আবরণ রহিয়াছে।

আমার মনপ্রান্তে উপদেশভূমি অন্বেষণ করিও না, যেহেতু এই কুটীর চঙ্গ ও রবাব বাদ্যের ধ্বনিতে পূর্ণ।

হে হৃদয়দীপ্তিকর, তোমার চিত্তরঞ্জন বদনের অদর্শনে কবাবের ন্যায় অগ্নির উপর মন নৃত্য করে।

তুমি বলিয়াছ যে, হাফেজ হইতে কপটতার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, স্বীয় নিঃশ্বাসে তুমি ভাল আঘ্রাণ করিয়াছ। ৩৮।

—(*)—

এক্ষণ যে, কুসুমতরুর করতলে নির্ম্মল সুরাপাত্র রহিয়াছে, বোলবোল পক্ষী রসনায় তাহার প্রশংসা করিতেছে।

কাব্য গ্রন্থ চাহিয়া লও এবং প্রান্তরাভিমুখে গমন কর, এ কি বিদ্যালয় ও বিচার এবং তর্ক মীমাংসার সময়?

সুরা মলিন বা নির্ম্মল তোমার এরূপ বিচারে অধিকার নাই, তুমি চুপ কর, আমার পানপাত্রদাতা যাহা বিতরণ করিয়াছেন তাহাতেই প্রচুর অনুগ্রহ।

হে বোল্ বোল্ যদি আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুতার আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে আর্ত্তনাদ কর, আমরা দুঃখী প্রেমিক, বিলাপ করাই আমাদের কার্য্য।

যে উদ্যানে সখার চূর্ণকুন্তলের সুগন্ধি গ্রহণ করিয়া সমীরণ প্রবাহিত হয় সে স্থানে তাতার দেশীয় কস্তুরিকাসঞ্চারের কি স্থল?

সুরা আনয়ন কর, তদ্দ্বারা আমি বাহ্য বৈরাগ্য বসনকে

রঞ্জিত করিব, আমি অজ্ঞান সুরামত্ত, এদিকে আমার নাম জ্ঞানবান্।

হাঁ তোমার দ্বারে কষ্টে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে, গৌরবের আকাশে উত্থান কষ্টে হয়।

বিধানপথের যাত্রিকগণ অর্দ্ধযবকণিকামূল্যেও গুণহীন লোকদিগের কৌশেয় গাত্রাবরণ ক্রয় করেন না।

এই উদ্যান হইতে কণ্টকশূন্য পুষ্প কেহ চয়ন করে নাই, সত্যই মনুষ্যাত্মা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিশূন্য নহে।

বসোরা হইতে হোসেন, আফ্রিকা হইতে বেলাল, রোম হইতে সহিব এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, মক্কাতে স্থিতি করিয়া আবুজহল বিরোধী হইল, আশ্চর্য্য!

অর্দ্ধ যবকণিকাদ্বারাও আমি সাধনকুটীর ও অতিথিশালা ক্রয় করি না, আমার প্রাসাদ সুরালয়।

ভদ্র, আমার সহস্র বুদ্ধি জ্ঞান ও নীতি ছিল, এক্ষণ আমি বিনাশপ্রাপ্ত প্রমত্ত হইয়াছি, নীতিহীন বলিয়া বিখ্যাত।

হাফেজ ধৈর্য্য ও দীনতাধূলি মুখমণ্ডল হইতে প্রক্ষালন করিও না, যেহেতু নিকৃষ্ট ধাতু লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করার প্রক্রিয়া অপেক্ষা এই ধূলীর কার্য্য শ্রেষ্ঠ। ৩৯।

—):-:(—

হে পুণ্যাত্মা বিরাগী পুরুষ, প্রমত্তদিগের দোষ কীর্ত্তন করিও না, যেহেতু অন্যের অপরাধ তোমার প্রতি অর্পিত হইবে না।

আমি সাধু হই বা অসাধু হই তুমি চলিয়া যাও, আপনাকে লইয়া থাক, যে ব্যক্তি বীজ বপন করিয়াছে সেই পরিণামে শস্য কর্ত্তন করিবে।

জ্ঞানী বা প্রমত্ত সকলেই সখার প্রার্থী, মস্‌জেদ বা দেবমন্দির সকল স্থানই প্রেমনিকেতন।

সুরালয়ের ধূলী আর আমার মস্তকার্পণ, শক্র যদি কথা বুঝিতে না পারে বল যে, তাহার মস্তক আর ইষ্টক।

আদিম কাল হইতে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে নিরাশ করিও না, যবনিকার অন্তরালে কি ভাল কি মন্দ তুমি কি জান?

আমিই কেবল ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়াছি এরূপ নহে, আমার পিতাও নিত্য স্বর্গকে হস্ত হইতে বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

ভদ্র, তুমি কার্য্যের প্রতি নির্ভর করিও না, তুমি কি জান আদিকালে বিধির লেখনী তোমার নামে কি লিপি করিয়াছে?

তোমার দ্বার ব্যতীত জগতে আমার কোন আশ্রয় নাই, এই দ্বার ভিন্ন আমার মস্তক স্থাপনের স্থান নাই।

শক্র যদি করবাল আকর্ষণ করে আমি ঢাল ফেলিয়া দিব, যেহেতু আক্ষেপ বিলাপ ভিন্ন আমার অন্য অস্ত্র নাই।

আমি কেন প্রতিমালয়ের পথ হইতে ফিরিয়া যাইব, ভূমণ্ডলে ইহা অপেক্ষা উত্তম আমার পক্ষে পথ ও পদ্ধতি নাই।

শমন যদি আমার জীবনরূপ শস্যপুঞ্জে অগ্নি প্রদান করে, বল দগ্ধ করুক, আমার নিকটে তাহা তৃণপত্রতুল্য বৈ নহে।

হে সৌন্দর্য্যরাজ্যের রাজা, তুমি সবেগে চলিয়া যাও, এমন পথ নাই যে পথে বিচারার্থী নাই।

অত্যাচাররূপ শেন পক্ষীসকল সমুদায় নগরে পক্ষ বিস্তার করিয়াছে, নির্জ্জনবাসরূপ ধনু, এবং হায় হায় ধ্বনি ব্যতীত তাহা নিবারণের বাণ নাই।

হৃদয়ের অবস্থা তোমার নিকটে বলিতে ও হৃদয়ের তত্ত্ব তোমার নিকটে শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা।

হায়, এমন সুন্দর মুক্তাবিন্দু অন্ধকার রাত্রিতে গ্রথিত করিতে আমার ইচ্ছা।

সমীরণ, অদ্য রজনীতে আমাকে সাহায্য দান কর, যেহেতু প্রভাতে বিকশিত হইবার আমার ইচ্ছা।

গৌরবলাভের নিমিত্ত নেত্ররোমযোগে তোমার পথের ধূলী ঝাঁট দিতে আমার ইচ্ছা।

হাফেজ, যে ব্যক্তি প্রেম করে নাই এবং মিলন চাহিয়াছে, সে মনোরূপ কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করার ব্রত অজুরূপ অঙ্গশুদ্ধি না করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ৪০।

•—:○:—•

সুরা আমার মন হইতে দুঃখ দূর না করিলে বিপদের আঘাত আমার মূল উৎপাটন করিত।

যদি মত্ততাযোগে বুদ্ধি লঙ্গর উত্তোলন না করে তবে তরণী কি প্রকারে বিপদের আবর্ত্ত হইতে রক্ষা পাইবে?

সর্ব্বত্রই তোমার মুখের ভাব আমার সঙ্গে আছে, তোমার কুন্তলের সৌরভ আমার প্রাণের বন্ধন হইয়াছে।

যদি তোমার দীর্ঘ কুন্তলগুচ্ছে আমার হস্ত সংলগ্ন না হয় তাহাতে আমার খর্ব্ব হস্তেরই অপরাধ।

স্বীয় নিভৃত নিকেতনের দ্বারবান্‌কে বল যে, অমুক নির্জ্জন-বাসী আমার মন্দিরের দ্বারের ধূলি।

বাহ্যে যদিচ তিনি আমার দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা আমার অন্তদৃষ্টিতে বিদ্যমান।

যদি হাফেজের ন্যায় কোন প্রার্থী দ্বারে আঘাত করে দ্বার উন্মোচন করিও, যেহেতু সে তোমার মুখচন্দ্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল। ৪১।

নিঃসঙ্গ হইয়া চল, শান্তির পথ সঙ্কীর্ণ, পানপাত্র গ্রহণ কর, প্রিয় জীবন আর ফিরিয়া আসিবে না।

আমিই যে কেবল ক্রিয়াহীন হইয়া সংসারে বিষণ্ণ তাহা নহে, অনুষ্ঠানবিহীন জ্ঞানীদিগেরও তাহাতে বিসন্নতা।

কোলাহলপূর্ণ সংসারের দিকে জ্ঞানদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর, সংসার ও সংসারের ক্রিয়া অর্থশূন্য ও অস্থির।

তোমার আননদর্শনে আমার হৃদয়ের প্রচুর আশা ছিল, কিন্তু শমন জীবনের পথে আশাসম্বন্ধে দস্যুস্বরূপ হইয়াছে।

অদৃষ্টক্রমে মলিনভাগ্য লোকদিগের মলিন মুখ ধৌত প্রক্ষালনে শুভ্র হয় না।

যে সকল ভিত্তি দেখিতেছ সমুদায়ই ভঙ্গপ্রবণ, কিন্তু প্রেমের ভিত্তি ভঙ্গপ্রবণতাশূন্য।

হাফেজ, আদিম সুরাতে মত্ত, তাহাকে কোনকালে সচেতন পাইবে না। ৪২।

—:(০):—

হৃদয় বিদীর্ণ হইল, হৃদয়হারী ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে বসিও না, তোমা হইতে সুখ অন্তর্হিত হইল।"

তুমি কি শুনিয়াছ, এই সংসাররূপ সভাতে যে ব্যক্তি কিয়ৎকাল সুখে স্থিতি করিয়াছে সভার অবসানে সে অনুতপ্ত হইয়া উঠে নাই?

উদ্যানে কুসুম ও সরল তরুর পার্শ্ব হইতে সেই সুবদন ও সুতনুর অভিলাষে বসন্তসমীরণ প্রবাহিত হইয়াছে।

যদি আমি তোমার গম্যপথে আসিয়াছি আশ্চর্য্য নহে, আমার ন্যায় এ স্থানে সহস্র দীন দুঃখী আছে।

যদিচ তোমা হইতে দূরে পড়িয়াছি, (তোমা হইতে কেহ দূর না হউক) কিন্তু অচিরে তোমার সঙ্গে সম্মিলনের আশা আছে।

এমন প্রেমিক কে আছে যে, সখা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, ভদ্র, দুঃখ নাই, যেহেতু চিকিৎসক আছেন।

প্রেমেতে প্রতিমালয় ও তপস্যাকুটীরের নিয়ম নাই, যে স্থান হউক না কেন সেই স্থানেই সখার মুখজ্যোতি বিদ্যমান।

হাফেজ, এই বৈরাগ্যবস্ত্র ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে, যেহেতু কপটতা ও অভিমানপুঞ্জে অগ্নি লাগিয়াছে। ৪৩।

—:(*):—

বসন্তসমীরণ, যদি সখার রাজ্যে তুমি গমন কর তবে সখার সুগন্ধীকৃত কুন্তল হইতে কিঞ্চিৎ সৌরভ আনয়ন করিও।

তুমি সখার কোন সংবাদ আমার নিকটে আনয়ন করিলে তাঁহার প্রাণের শপথ যে, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাণ উৎসর্গ করিব।

যদি তুমি সেই সভায় উপস্থিত হইতে না পার তবে আমার নয়নাঞ্জনের জন্য সখার দ্বারের কিঞ্চিৎ ধূলি আনয়ন করিও।

আমি দীন হীন, এদিকে তাঁহার সঙ্গে সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা, হায়! হায়! তবে স্বপ্নযোগে সখার রূপ লাবণ্য দেখিব।

যদিচ সখা কোন বস্তুর বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করেন না,

তথাপি আমি সখার মস্তকের একটি কেশ পৃথিবী পাইলেও বিক্রয় করি না।

দীন হাফেজ যখন সখার দাসানুদাস, তখন, সে যদি মনের ক্লেশ হইতে মুক্ত হয় তাহাতে দোষ কি? ৪৪।

—ঃ)•(ঃ—

যদবধি তাঁহার বিচ্ছেদের শোক আমার মনে স্থান গ্রহণ করিয়াছে তদবধি তাঁহার চূর্ণকুন্তলের ন্যায় আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে।

যখন আমি তাঁহার করুণার ছায়া আশ্রয় করিয়াছি তখন তিনি কেন আমা হইতে ছায়া প্রত্যাহার করিবেন?

আজ প্রাতঃসমীরণ সুগন্ধিযুক্ত, হয়তো আমার সখা প্রান্তরের পথ আশ্রয় করিয়াছেন।

আমার দুই নেত্রনদীর অশ্রুরূপমুক্তাফল সংসারকে যেন উজ্জ্বল মুক্তাতে পূর্ণ করিল।

উষাকালে পুষ্পোদ্যানের পক্ষী নব বিকশিত পুষ্পকে বলিল, গর্ব্ব খর্ব্ব কর, তোমার ন্যায় বহু কুসুম এই উপবনে বিকশিত হইয়াছে।

কুসুম হাস্য করিয়া বলিল, সত্য কথায় দুঃখিত নহি, কিন্তু কোন প্রেমিক প্রেমাস্পদকে কটু কথা কহে না।

যদি সেই মণিময় পাত্রে লোহিত সুরা পাইবার তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে নেত্ররোমে মণিমুক্তা বিদ্ধ করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি সুরালয়ের দ্বারের ভূমি মুখমণ্ডল দ্বারা ঝাঁট দেয় নাই প্রেমের সৌরভ তাঁহার মস্তিষ্কে কখনও সমাগত হইবে না।

প্রেমের কথা সেরূপ নয় যে, বলা যাইতে পারে, পানপাত্র-দাতা, সুরাদান কর, এই কথোপকথন খর্ব্ব কর।

হাফেজের অশ্রুবৃষ্টি ধৈর্য্যকে নদীতে বিসর্জ্জন করিয়াছে, কি করে, প্রেমের শোক সন্তাপ গোপন করিতে পারিল না। ৪৫।

—:±[*]±:—

যে পথিক সুরালয়ের পথের অনুসন্ধান পাইয়াছে সে অন্য দ্বারে আঘাত করার চিন্তাকে অনুচিত মনে করিয়াছে।

যে জন সুরালয়ের দ্বারের পথ প্রাপ্ত, সুরাপাত্রের অনুগ্রহে সে সাধনকুটীরের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে।

প্রমত্ত প্রেমিকদিগের সেবা ব্যতীত আমার নিকটে অন্য কিছু চাহিও না, আমার ধর্ম্মগুরু বুদ্ধিমান্ হওয়াকে অপরাধ জানিয়াছেন।

যদিচ সখা আমার সঙ্গে উপবিষ্ট হন নাই তাহাতে বিরক্তির বিষয় নহে, তিনি পূর্ণকাম রাজা, ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে বসিতে তাঁহার লজ্জা হয়।

যে ঋষি অনস্তিত্বের ভূমিতে বিচরণ করেন, তিনি মত্ত আছেন, যেহেতু তিনি আধ্যাত্মিক জগতের মত্ততা রাখেন।

আমার দীনতা ও কাতরতা সেই রূপবান্ সখাতে সংক্রামিত হয় না, তিনিই সুখী যিনি বিলাসানুরক্ত সখা হইতে সৌভাগ্য-শালী হইয়াছেন।

উত্থান কর, যিনি এই বিচিত্র চিত্র সকল চতুর্দ্দিকে রাখিয়াছেন সেই চিত্রকরের তুলিকার উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করিব।

যখন তুমি প্রেম করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলে তখন আমি

বলিয়াছিলাম যে, হে বোলবোল, তাহা করিও না, এই কুসুম নিজের জন্যই ব্যস্ত।

রূপবান্ কুসুম চিনদেশীয় কস্তূরিকার আকাঙ্ক্ষা করে না, যেহেতু বহু সুগন্ধ কস্তূরী তাঁহার নিজের গাত্রাবরণের ভিতরে আছে।

হে হাফেজ, যদি তোমার সমুন্নত ভাগ্যের আনুকূল্য হয়, তবে তুমি সেই বাঞ্ছনীয় পবিত্র সখার শিকার হইবে। ৪৬।

—ঃ(০)ঃ—

পুণ্যাত্মা ঋষি সুরার জ্যোতিতে নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়াছেন, তুমি প্রতিজনের গূঢ় প্রকৃতি এই লোহিত মণিযোগে জানিতে পারিবে।

প্রাভাতিক বিহঙ্গই পুষ্পের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে জানে, সকলে পুস্তক পড়িয়া অর্থ জানে এরূপ নহে।

আমার মন কাজের বাহির হইয়াছে, ইহপরলোক তাহার নিকটে উপস্থিত করিলাম সে তোমার প্রতি প্রেম ভিন্ন অন্য সমুদায়কে অসার জানিল।

সাধারণের জন্য যে আমি চিন্তা করিব এক্ষণ সে কাল চলিয়া গিয়াছে, দোষগুণের বিচারকও আমার এই নিগূঢ় আনন্দের তত্ত্ব রাখেন।

চিত্তহারী সখা আমি সুখে থাকি ইহা বিহিত মনে করেন নাই, নচেৎ আমার প্রতি তাঁহার অন্তরের টান আছে।

ওহে তুমি যে বুদ্ধির পুস্তকে প্রেমের বচন শিখিতে যাইতেছ, ভয় হইতেছে যে, এই তত্ত্ব বস্তুতঃ জানিতে পারিবে না।

সুরা আনয়ন কর, যেহেতু যে ব্যক্তি হৈমন্তিক বায়ুর অত্যাচার জ্ঞাত আছে সে পৃথিবীর উদ্যানের পুষ্প লইয়া আমোদ করে না।

হাফেজ, সখার সম্মিলন উদ্দেশ্যে হৃদয় স্থাপন কি করিতেছ? মৃগতৃষ্ণার জ্যোতিতে তৃষিত ব্যক্তি কবে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে? ৪৭।

—:*:—

প্রেমসমুদ্র এরূপ এক সমুদ্র যে, তাহার কূল নাই, সে স্থানে প্রাণসমর্পণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

যখন প্রেমে হৃদয় সমর্পণ কর তখন শুভক্ষণ, শুভকার্য্যে কোনরূপ তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন নাই।

আমাকে বুদ্ধির নিষেধযোগে ভয় প্রদর্শন করিও না, সুরা আনয়ন কর, যেহেতু আমার রাজ্যে বুদ্ধিরূপ শান্তিরক্ষক কোন কার্য্যকর নহে।

নবীন চন্দ্রমাদর্শনের ন্যায় বিশুদ্ধনেত্রে তাঁহার দর্শন করিতে পার যায়, সেই নবচন্দ্রের প্রকাশভূমি সকল চক্ষু নহে।

যদি তুমি মত্ততার পথ প্রাপ্ত হইয়া থাক কৃতার্থ মনে কর, যেহেতু এই পথ গুপ্ত ভাণ্ডারের পথের ন্যায় সকলের নিকটে প্রকাশিত নহে।

হাফেজের ক্রন্দন তোমাতে কোনরূপে সংক্রামিত হইতেছে না, আমি বিস্মিত যে, তোমার মন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। ৪৮।

—:*:—

ক্রন্দন করিতে করিতে আমার নয়নতারা অশ্রুজলে নিমগ্ন আছে, দেখ তোমার অন্বেষণে লোকের প্রাণের কিরূপ অবস্থা?

তোমার নিবাসরূপ পূর্ব্বদিক্ হইতে যদি তোমার রূপসূর্য্য সমুদিত হয় তাহা হইলে আমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়।

পানপাত্রদাতা, সুরা পরিবেশন করিয়া প্রাণে শান্তি প্রেরণ কর, কালচক্রের অত্যাচারে আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা হইয়াছে।

আমার শোকার্ত্ত মন কেমন করিয়া আপনা হইতে প্রফুল্ল হইবে? সে যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ধনহীন যেমন ধনভাণ্ডারের অন্বেষণ করে তদ্রূপ হাফেজ আত্মহারা হইয়া সখাকে অন্বেষণ করিতেছে। ৪৯।

—ঃ০ঃ—

সেই চিত্তবিনোদন সখাসম্বন্ধে আমার অনুযোগসহ কৃতজ্ঞতা আছে, যদি তুমি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞ হও আনন্দে এই কথা শ্রবণ কর।

আমি যত সেবা করিয়াছি সমুদায়ই পারিশ্রমিক ও উপকার-প্রাপ্তিশূন্য, হে ঈশ্বর, কাহারও যেন নির্দ্দয় প্রভু না হয়।

পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ প্রমত্তকে কেহ এক বিন্দু বারিদান করে না, যেন দেশ হইতে মর্ম্মজ্ঞ লোক চলিয়া গিয়াছে।

তাঁহার জালস্বরূপ চূর্ণকুন্তলে হে মন, তুমি জড়িত হইও না, যেহেতু তথায় অনেক নিরপরাধীর ছিন্ন মস্তক দেখিতে পাইবে।

এই পথের সীমা কোথাও বদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু তাহার আরম্ভেই লক্ষ দিনের অধিক পথ।

হে রূপবান্ মণ্ডলীর সূর্য্য, তুমি আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছ, ক্ষণকাল করুণাচ্ছায়াতে আমাকে স্থান দান কর।

এই তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে আমি গম্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, হে পথপ্রদর্শক দীপ্যমান নক্ষত্র, তুমি প্রকাশিত হও।

সখে তোমার নেত্র কটাক্ষপাতে আমার রক্ত পান করিতেছে, যে শোণিতপাত করে তাহার সহায় হওয়া তোমার উচিত নহে।

যদিচ তুমি আমার গৌরব হরণ করিয়াছ, তথাপি আমি

তোমার দ্বার হইতে মুখ ফিরাইব না, শত্রুর সাহায্য অপেক্ষা বন্ধুর অত্যাচার সুখকর।

আমি যে দিকে গিয়াছি তথায়ই আমার ভয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা ব্যতীত নহে, এই প্রান্তর ও এই অন্তশূন্য পথের বিষয়ে তোমরা সাবধান হও।

আমার পানপাত্রদাতা গুরু খেজর, এবং আমার সুরা অমৃত বারি, আমি কেমন করিয়া সুরা ত্যাগ করিব, তাহা আনয়ন কর।

সুমধুর অধরের তিক্ত সুরা মিষ্টতার বিশুদ্ধ সর্করার গৌরব হরণ করে।

যিশুর নিশ্বাস যেমন শত বর্ষের মৃতকে জীবনদান করে, তদ্রূপ করুণাগুণে তাঁহার সৌরভ জীবন দান করে।

অগ্নিবারির অর্থাৎ সুরার সাহায্য ব্যতীত আমার এই সমস্ত সঙ্কটের উন্মোচন হয় না।

যে অগ্নি উপাসকদিগের গন্তব্যপথে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেই প্রমত্তের প্রাণ ধন্য।

হাফেজ, নির্ম্মল সুরা জগতে তোমার জীবনের সার, অবশিষ্ট সমুদায় অনর্থকর। ৫০।

—):-:(—

তোমার বাসনায় আমার নিদ্রার অবকাশ নাই, তোমার মনোমোহন বদনমণ্ডল ব্যতীত বাঁচিয়া ফল নাই।

যাহার প্রতি লক্ষ্য করিবে তাহাকেই দেখিবে তোমার বিরহ-শোকে বিপন্ন, একটি হৃদয়কেও দেখিলাম না যে, তোমার প্রেমেতে নষ্ট হয় নাই।

যে ব্যক্তি তোমার দ্বারে তোমার প্রেমের হস্তে হত হইয়াছে, সেই বিচারালয়ে তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নোত্তর নাই।

তুমি দেখিয়াছ যে, সখা উৎপীড়ন ও অত্যাচার ব্যতীত অন্য ভাব রাখেন না, তিনি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহাতে কোন দুঃখ করেন না।

যে পথিক তাঁহার নিকেতনের দ্বারের পথ প্রাপ্ত হয় নাই, সেই দীনহীন প্রান্তর অতিক্রম করিল, অথচ কাবানিকেতনের পথ পাইল না।

প্রমত্ত প্রেমিক সুখী, যিনি ইহ পরলোক বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি ক্ষতিবৃদ্ধির কোন চিন্তা করেন না।

পানপাত্রদাতা, সুরা আনয়ন কর, এবং শত্রুকে বল যে আমাকে তুচ্ছ করিও না, এইরূপ পানপাত্র সম্রাট্‌জমও রাখিতেন না।

হে সংসারবিরাগিন্, তুমি চলিয়া যাও, আমাকে স্বর্গাভিমুখে আহ্বান করিও না, আদৌ ঈশ্বর আমাকে স্বর্গের জন্য সৃজন করেন নাই।

যে ব্যক্তি আত্মবিনাশের পথে ও সত্যের পথে বীজ বিকীর্ণ করে নাই সে অমরত্বের শস্যভাণ্ডার হইতে এক যবকণিকাও গ্রহণ করিতে পারে না।

হে সোফি, আমায় সম্বন্ধে সুরা নিষেধ করিও না, যেহেতু জ্ঞানবান্ পুরুষ নির্ম্মল সুরারসে আমার আদিপ্রকৃতিকে সৃজন করিয়াছেন।

পুণ্যাত্মা শোফি, স্বর্গলাভ করেন, যেহেতু তিনি আমার ন্যায় সুরালয়ে নির্ম্মল সুরার নিমিত্ত বৈরাগ্য বস্ত্র গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

যে ব্যক্তি আপন প্রেমাস্পদ সখার অঞ্চল হস্তচ্যুত করিয়াছে স্বরঙ্গনা সহবাস ও স্বর্গের সরোবরতটের সুখাস্বাদ তাহার হয় না।

হে হাফেজ, ঈশ্বরের দয়া যদি তোমার সঙ্গে থাকে তবে তুমি নরকের দুঃখ ও স্বর্গের সুখ হইতে নির্লিপ্ত থাক। ৫১।

—:০:—

হে প্রাতঃসমীরণ, সখার সুখধাম কোথায়? সেই প্রণয়িহন্তা চতুর চন্দ্রমার বাসস্থান কোথায়?

তিমিরাচ্ছন্ন রজনী এবং সম্মুখে এয়মনের প্রান্তর, সায়না গিরির অগ্নি কোথা ও দর্শনের অঙ্গীকার কোথা * ?

যে ব্যক্তি সংসারে আসিয়াছে তাহাতেই সংহার অঙ্কিত আছে, (সংসাররূপ) মদিরালয়ে জিজ্ঞাসা করিও না যে, সচেতন লোক কোথা।

যে জন সুসমাচার প্রাপ্ত সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, গূঢ়তত্ত্ব অনেক আছে, তত্ত্ব কোথা।

তোমার সঙ্গে আমার শরীরের প্রত্যেক রোমের সহস্র সহস্র কার্য্য রহিয়াছে, আমি কোথায় আছি, আর অকর্ম্মণ্য উপদেষ্টা কোথা?

দুঃখী প্রণয়ী তোমার বিচ্ছেদের শোকানলে দগ্ধ হইয়াছে, তুমি স্বয়ং তত্ত্ব লইতেছ না যে, সেই প্রাণের প্রণয়ী কোথা?

সুরা, গায়ক ও পুষ্প সমুদায় প্রস্তুত, কিন্তু সখা ব্যতীত আমাদের জমাট হয় না, সখা কোথা?

---

* মুসাদেব এয়মনদেশের প্রান্তে সায়নানামক পর্ব্বতে ঈশ্বরের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধি পাগল হইয়াছে, সেই সুগন্ধি (কুন্তলরূপ) শৃঙ্খল কোথা ?
মন আমা হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে, মনোহারী কোথা ?

আমার মন গুরুর সহবাসে ও সাধন কুটীরের প্রতি বিরক্ত,
সখা অগ্নিউপাসকনন্দন কোথা এবং মদিরালয় কোথা ?

হাফেজ, সংসাররূপ উদ্যানে হৈমন্তিক বায়ুর জন্য দুঃখিত
হইও না। উত্তম চিন্তা করিয়া দেখ কণ্টকবিহীন কুসুম কোথা ?

যে শুভদর্শী ব্যক্তি সৌভাগ্যের অনুসরণ করিয়াছে সেই
সুরালয়ের প্রান্তভাগে ও গুরুর গৃহে গমন করিয়াছে।

প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব যাহা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সাধক
পানপাত্রযোগে প্রকাশ করিয়াছেন।

এস, এবং আমার উক্তিতে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ কর, পবিত্রাত্মার
প্রসাদে সৌভাগ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব আসিয়াছে।

আমার প্রসূত ভাগ্যের নিকট মত্ততা ভিন্ন অন্য কিছু অন্বেষণ
করিও না, যেহেতু আমার জন্মনক্ষত্রের সঙ্গে এই ব্যাপারের
যোগ রহিয়াছে।

যিসুশ্বসিত চিকিৎসক হয়তো অলৌকিক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত
হইবেন, যেহেতু মাদৃশ রুগ্নব্যক্তি শুশ্রূষা কার্য্যের বহির্ভূত
হইয়াছে।

সহস্র ধন্যবাদ গত রজনীতে হাফেজ সুরালয়ের পথ ছাড়িয়া
সাধন ও তপস্যা কুটীরের প্রান্তে গিয়াছে। ৫২।

—:::—

এক্ষণও আরক্তিম সুরারসে সন্ন্যাসবস্ত্র খের্কা প্রক্ষালন করি-
তেছি, যাহা প্রকৃতিলব্ধ তাহা আপনা হইতে বিসর্জ্জন করিতে
পারিতেছি না।

যখন স্বর্গ মর্ত্তের চিহ্ন ছিল না তখন প্রেমের ছবি ছিল, কাল এক্ষণ প্রেমের ভিত্তি স্থাপন করেন নাই।

আমি বৈরাগ্য ছাড়িয়া কখনও সুরা ও গায়কের সাক্ষাৎ লাভ করিতাম না, অগ্নিউপাসক বালকদিগের প্রতি অনুরাগই ইহাতে ও উহাতে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছে।

এক্ষণ জগৎ মনোরথসাধন নিযুক্ত হইব, যেহেতু কালচক্র জগৎপতির দাসত্বে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে।

হয়তো এই উচ্ছৃঙ্খলায় হাফেজের বন্ধনোন্মোচন হইবে, যেহেতু আদি ভাগ্য তাহাকে অগ্নিউপাসকের সুরারসে বিসর্জ্জন করিয়াছে।

তোমার মুখজ্যোতিতে কোন দৃষ্টি উজ্জ্বল হয় নাই এমন নহে, তোমার দ্বারের মৃত্তিকা কোন নয়নে কজ্জল হয় নাই এমন নহে।

তোমার বদনাবলোকনকারীই তত্ত্বদর্শী হন, কিন্তু তোমার কুন্তলের ভাব কোন মস্তিষ্কে নাই এমন নহে।

যদি আমার রহস্যভেদী লোহিত বর্ণ অশ্রু নির্গত হয় আশ্চর্য্য কি? যে আপন কার্য্যে লজ্জিত সে রহস্যভেদী হয় নাই এমন নহে।

মাদৃশ দুর্ব্বলের প্রতি তুমি কি শত্রুতার পরিকর বাঁধিতেছ? আমার প্রাণমনে প্রেমের পরিকর নাই এমন নহে।

তোমার বস্ত্রাঞ্চলে বায়ুযোগে কোন ধূলী সংলগ্ন না হয় এ জন্য আমার চক্ষু হইতে অশ্রুস্রোত কোন গম্যপথে প্রবাহিত নহে এমন নহে।

আমি এই মন্দ ভাগ্যের জন্য ব্যথিত আছি, নতুবা তোমার পল্লীতে অন্য কেহ লাভমান হয় নাই এমন নহে।

হে মধুরতার প্রস্রবণ, তোমার মধুর অধরের ভাগে এমন কোন মিষ্ট রস লজ্জাবারিতে নিমগ্ন নাই এমন নহে।

আমার নেত্রবারি তোমার দ্বারের মৃত্তিকা দ্বারা উপকৃত, তাহার শত উপকারে উপকৃত কোন দ্বার নাই এমন নহে।

তোমার প্রেমারণ্যে শশক সিংহ হয়, হায়, এই পথে যে, কোন সঙ্কট নাই এমন নহে।

আমি যে কেবল তোমার হস্তে চিত্ত হারাইয়া আহতহৃদয় হইয়াছি তাহা নহে, তোমার প্রেমের আঘাতে কোন হৃদয় শোণিতাক্ত নহে এমন নহে।

আমি এক পদও তোমার পল্লী হইতে যাইতে পারি না, অথবা দুঃস্থমনের স্থানান্তর গমনের কোন স্পৃহা নাই এমন নহে।

হে জ্বলন্ত বহ্নে, বাস্তবিক তুমি মনে কি ভাবিয়াছ? যেহেতু তোমার সঞ্চরণে কে[illegible]কোষ দগ্ধ হয় নাই এমন নহে।

ফিরে [illegible], হে [illegible]দীপ্তিকর দীপ, তোমার দর্শনের অভাবে সহকারী বন্ধুদিগের সভায় দীপ্তির ও জ্যোতির চিহ্ন নাই।

দীন হীন লোকদিগের দুঃখ দূর করা সুখ্যাতির নিদান, সখে, তোমার নগরে বুঝি এই রীতি নাই।

যখন তোমার নয়ন নির্জ্জনবাসীদের হৃদয় হরণ করে, তখন তোমার পশ্চাদ্গামী হওয়া আমার পক্ষে দোষ নহে।

জ্ঞানি লোকেরা জানেন, ক্ষীণজ্যোতি ক্ষুদ্র তারকার পক্ষে উচিত নহে যে, সে সূর্য্যের নিকটে বলে আমিও জ্যোতির প্রস্রবণ।

যদি প্রণয়ী অনুযোগবাণে আহত হয় তবে কি করিবে?

বিধাতার বিধিরূপ বাণ নিবারণের ঢাল কোন বীরপুরুষের সঙ্গে নাই।

ওহে তুমি হাফেজের হৃদয়শোণিতে হাত ডুবাইয়াছ, তোমার বুঝি ঐশ্বরিক কোরাণের সম্মানের প্রতি চিন্তা নাই। এই হৃদয়ে সে কোরাণ বিদ্যমান। ৫৩।

—ঃ)*(ঃ—

সুন্দর তিলাঙ্ক ও শ্মশ্রুরেখাযোগে তুমি ঋষিদিগের মন হরণ করিয়াছ, তুমি জাল ও শস্যকণার নিম্নে আশ্চর্য্য রহস্য রাখিয়াছ *।

হে উদ্যানস্থ বোল্‌বোল্‌ বিহঙ্গ, কুসুমসম্মিলনে তোমার হৃদয় প্রফুল্ল থাকুক, যেহেতু পুষ্পোদ্যানে তোমারই প্রেমের মধুর ধ্বনি হয়।

আমার রুগ্ন মনের ঔষধ তুমি আপন অধরে স্থাপন কর, † সেই আরোগ্যজনক ভৈষজ্যবিশেষ তোমার ভাণ্ডারে আছে।

আমি শরীরযোগে তোমার সম্মিলনসম্পদ্‌ লাভে অক্ষম, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রাণ তোমার দ্বারের ধূলি হয়।

আমি আর কে, তোমার ভাণ্ডে যে চক্রান্ত আছে সেই চক্রান্তে আকাশ কাঁপিয়া উঠে।

আমি সেরূপ নহি যে, হৃদয়মুদ্রা যে সে অভাজনকে দান করিব, ভাণ্ডারে তোমার মুদ্রাঙ্ক (শিলমোহর) স্থাপিত আছে।

---

* সুন্দর মুখের তিলাঙ্ক শস্যকণিকস্বরূপ, শ্মশ্রু রেখা জালস্বরূপ, এস্থলে গূঢ় অর্থ, ঐশ্বরিক মনোহর সৃষ্টিযোগে ঋষির মন হরণ হয়।

† ইহার অর্থ প্রত্যাদেশ।

পানপাত্রদাতা এস, সখা মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন, নির্জ্জনবাসীদিগের আলোকের ক্রিয়া পুনর্ব্বার চলিয়াছে।

সেই উন্নতশীর্ষ দীপ পুনরায় রূপ সমুজ্জ্বল করিয়াছে, এবং সেই বর্ষীয়ান্ পুরুষ নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রেম সেই ইঙ্গিত করিয়াছে যে, বিধিবাদী পথ হইতে চলিয়া গিয়াছে, এবং সখা সেই অনুগ্রহ করিয়াছে যে, শত্রু সঙ্কুচিত হইয়াছে।

দুঃখের ভার আমার হৃদয়কে অবসন্ন করিয়াছিল, ঈশ্বর এক যিশুপ্রকৃতিকে পাঠাইয়াছেন ও তিনি (সেই ভার দূর) করিয়াছেন।

যে রূপবান্ লোক চন্দ্র সূর্য্যের প্রতি স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতেছিল, যখন তুমি আগমন করিলে সে অন্য কার্য্যের অনুসরণ করিল।

এক সুন্দর কথা শুনিয়াছি, কেনানদেশীয় গুরু বলিয়াছেন যে, সখার বিচ্ছেদ এরূপ করে না যে বলিয়া উঠা যাইতে পারে।

নগরের উপদেষ্টা প্রলয় দিবসের ভয়ের বিবরণ যে বলিয়াছেন, উহা বিরহকালের একটী নিগূঢ় কথা বলিয়াছেন।

দেশান্তর গত সখার তত্ত্ব পুনরায় কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? প্রাতঃসমীরণ যাহা বলিয়াছে এলোমেলো বলিয়াছে।

আক্ষেপ যে নির্দ্দয়চন্দ্রমা সখাশত্রু বন্ধুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়া কেমন সহজে বলিলেন যে, "তোমরা পুরাতন শোককে পুরাতন সুরাযোগে নিবারণ কর, যেহেতু এক গ্রাম্য বৃদ্ধ বলিয়াছে ইহাই চিত্তপ্রফুল্লতাসাধনের বীজ।"

অতঃপর আমি, আর সন্তোষভূমি এবং প্রতিদ্বন্দীর প্রতি

কৃতজ্ঞতা, যেহেতু তোমার বিরহযন্ত্রণা ভোগ মন অভ্যাস করিয়াছে, এবং সে ঔষধ ছাড়িয়াছে।

বাসনানুরূপ প্রবাহিত হইলেও বায়ুতে গ্রন্থিযোগ করিও না। এই কথা দৃষ্টান্তরূপ বায়ু সোলয়মানকে বলিয়াছে *।

ইহা উহার প্রতি মনোযোগ করিও না, সখা যে কথা বলেন, আজ্ঞাকারী দাস সেই কথাই গ্রহণ করে।

কালচক্র তোমার প্রতি যাহা ইঙ্গিত করে তাহাতে তুমি পথ ছাড়িয়া চলিও না, কে তোমাকে বলিয়াছে যে, এই বৃদ্ধ প্রবঞ্চনা পরিত্যাগ করিয়াছে।

সুরা আনয়ন কর পান কর, যেহেতু গত রজনীতে সুরালয়ের গুরু ক্ষমাশীল দয়াময় কৃপাময়ের অনেক বৃত্তান্ত বলিয়াছেন।

কে বলিয়াছে যে, তোমার চিন্তা হইতে হাফেজ নিবৃত্ত হইয়াছে? আমি ইহা বলি নাই, যে ব্যক্তি বলিয়াছে মিথ্যা বলিয়াছে। ৫৪।

—(*)—

যদি তুমি নিরন্তর জগৎকে সম্পূর্ণ শোভিত রাখিতে ইচ্ছা কর তবে বসন্তানিলকে বল যেন কিয়ৎক্ষণ তোমার মুখমণ্ডল হইতে আবরণ উন্মোচন করে।

আমি ও বসন্তানিল দুই দীন হীন ঘূর্ণমান ও অসিদ্ধকাম, আমি তোমার নয়নের ছলনায় মত্ত এবং সে তোমার কুন্তলসৌরভে ব্যস্ত। •

---

* অর্থাৎ সংসার অনুকূল হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করিও না। সোলয়মানের অতুল সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য কোথায় গেল ভাবিয়া দেখ।

সখে, আমি বসন্তানিলের প্রসাদে তোমার মুখসৌরভের বর্ণনাকারী হইয়াছি, অন্যথা কবে উষাকালে তোমার অভিমুখে গতি হইবে?

বিচিত্র সাহস যে, হাফেজ ইহ পরকালের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টিতে তোমার পল্লীর ধূলি ব্যতীত অন্য কিছুই স্থান পায় না।

আমার নয়নতারা তোমার মুখমণ্ডল ব্যতীত দর্শন করে না, আমার বিক্ষিপ্ত মন তোমার প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ করে না।

যদি স্বর্গের পক্ষী (জেব্রিল) তোমার অন্বেষণে ভ্রাম্যমাণ না হয় তবে সে বন্য বিহঙ্গের ন্যায় পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকুক।

যদি দীন হীন প্রেমিক আপন চিত্তরূপ কৃত্রিম মুদ্রা উৎসর্গ করিয়াছে তাহাতে তাহাকে দোষী করিও না, যেহেতু প্রচলিত মুদ্রার উপর তাহার অধিকার নাই।

তোমার অন্বেষণে যাহার সাহস খর্ব্ব হয় নাই, পরিণামে তোমার সমুচ্চ সরল তরুরূপ তনুতে তাহার হস্ত সংলগ্ন হইবে।

জীবনদান বিষয়ে ঈশাসঙ্গে তোমার নিকটে স্পর্দ্ধা করিব না, যেহেতু প্রাণবৃদ্ধিবিষয়ে তিনি তোমার নিশ্বাসের ন্যায় সুক্ষম নহেন।

আমি যে তোমার জন্য ক্ষিপ্ততার অনলে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি না, কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে মনে আঘাত পাইয়া আমি সহিষ্ণু নহি।

তোমার সঙ্গে সম্মিলন কামনা কেবল হাফেজের মনে আছে তাহা নহে, এমন কে আছে যে, তাহার অন্তরে তোমার সঙ্গে যোগের অভিলাষ নাই। ৫৫।

তোমার মুখচন্দ্রমার অভাবে আমার সম্বন্ধে দিবাভাগে জ্যোতি নাই, এবং আমার জীবনে তামসী নিশা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই।

তোমার প্রস্থানকালে আমি অতিশয় রোদন করিয়াছিলাম, তোমার দর্শন হইতে দূরে পড়িয়া আমার নয়নে জ্যোতি নাই।

অতঃপর যদি সখা পদপীড়ন করেন তাহাতে কি লাভ? যেহেতু আর্ত্তজনের দেহে অণুমাত্র জীবন নাই।

সেই সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে যে তোমার দৌবারিকগণ বলিবে যে, সেই দুঃখী ভগ্নচিত্ত দ্বার হইতে দূর হইয়াছে. সে নাই।

তোমার সম্মিলন শমনকে আমার নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছিল, এক্ষণ তোমার বিরহপ্রসাদে দূরে নয়।

তোমার বিচ্ছেদে ধৈর্য্যধারণই আমার উপায়, কিন্তু কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারি, যেহেতু ক্ষমতা নাই।

তোমার বিরহে যদিচ আমার নয়নাশ্রু নিঃশেষ হইয়াছে, বল শোণিতকোষের শোণিত বর্ষণ কর, ক্ষমা নাই।

কিছুকালযাবৎ তৎসম্বন্ধীয় ক্ষিপ্ততার অগ্নি আমার প্রাণে বিদ্যমান, এবং দেখ এই বাসনা নিরন্তর হৃদয়কাননে রহিয়াছে।

আমার নয়নতারা শোণিতকোষের প্রশুদ্ধ শোণিতে নিমগ্ন, যেহেতু তাঁহার বদনানুরাগের প্রস্রবণ আমার বিলপ্যমান হৃদয়ে রহিয়াছে।

অমৃতবারি তাঁহার মধুর অধরের এক বিন্দু, সূর্য্যমণ্ডল আমার সেই দেদীপ্যমান চন্দ্রমার একটু প্রতিবিম্ব।

"আমি তাহার মধ্যে স্বীয় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছি" * যদবধি

---

* এটি কোরাণের বচনাংশ।

এই বাণী শ্রবণ করিয়াছি, তদবধি আমার নিকটে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে, আমি তাঁহার হই এবং তিনি আমার হন।

আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্ব সকল অন্তর অবগত নহে, আমার সমুন্নত প্রাণ এই অর্থবান্ তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ।

হে বক্তা, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কত করিবে চুপ কর, ইহপরলোকে আমার সখার সহবাসই আমার ধর্ম্ম।

হাফেজ, অন্তিম দিবস পর্য্যন্ত এই সম্পদের কৃতজ্ঞতা দান কর যে, সেই সখা আমার ঔষধ রাখেন। ৫৬।

—:(-):—

আজ চিত্তহারিমণ্ডলীর রাজা এক জন, যদিচ চিত্তহারী সহস্র আছেন, কিন্তু (প্রকৃত) চিত্তহারী এক জন।

আমি সেই একের জন্য মন ও ধর্ম্ম হারাইয়াছি আমাকে দোষী করিও না, যেহেতু ইহপরলোকে সেই একই আমার লক্ষ্য।

অহঙ্কার রাজ্যের নির্ব্বোধ লোকদিগকে বল, যে অন্য সর্ব্বস্ব বিনাশ কর, যেহেতু এক জনেই লাভ ও ক্ষতি।

এক দল লোক তাঁহার প্রতি আসক্তির গর্ব্বে রসনা প্রসারণ করিয়াছে, যাঁহার রসনার সঙ্গে হৃদয় ঐক্য আছে আমি তাঁহার দাস।

হাফেজ্ সম্পদের দ্বারে মস্তক স্থাপন করিয়াছে, সে সত্যের সঙ্গে এক হইয়াছে, সম্পদ তাহার মস্তকে আছে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে শুণ্ডিকালয়ের দ্বার উন্মুক্ত আছে, তজ্জন্য তাহার দ্বার আমার বাঞ্ছনীয়।

সমুদায় সুরাকুম্ভ মত্ততাতে ধ্বনি ও আস্ফালন করিতেছে, সে স্থানে যে সুরা তাহা আধ্যাত্মিক, বাহিক নহে *।

* সুরাকুম্ভ প্রেমসুরা প্রত্যাশী সাধক, সেই স্থান গুরুগৃহ।

তাঁহা হইতেই সমুদায় মত্ততা, গর্ব্ব ও অভিমান, এবং আমাদিগ হইতে দীনতা কাতরতা ও ব্যাকুলতা।

যদবধি আমার নয়ন তোমার রমণীয় মুখমণ্ডলের প্রতি উন্মুক্ত হইয়াছে তদবধি আমি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সমগ্র সংসারসম্বন্ধে নয়ন বদ্ধ রাখিয়াছি।

যে নিগূঢ় কথা লোকের নিকটে গোপন করিয়াছি, বলি নাই; তাহা সথাকে বলব, যেহেতু তিনি রহস্যের মর্ম্মজ্ঞ।

তোমার বাসস্থলরূপ কাবাতে যে ব্যক্তি আগমন করে সে তোমার ভ্রূর অভিমুখে নমাজে নিযুক্ত হয়।

সভাসদগণ, তোমরা দুঃখী হাফেজের অন্তর্দাহের তত্ত্ব দীপকে জিজ্ঞাসা কর, যেহেতু সেও দগ্ধ হইতেছে। ৫৭।

—:-§-:—

তুমি বলিয়াছিলে যে, আমার সাক্ষাতে তুমি কবে প্রাণদান করিবে? এত ব্যস্ততা কেন? ভাল ব্যগ্রতা করিতেছ, তোমার ব্যগ্রতার সম্মুখে প্রাণ দিব।

বিরহাতুর প্রমত্ত প্রেমিক আমি, রূপবান্ পানপাত্রদাতা কোথায়? বল চলিয়া এস, যেহেতু আমি তাঁহার সুন্দর তনুর নিকটে প্রাণ দিব।

ওহে জীবনের বহুকাল গত হইল যে আমি তোমার কটাক্ষে রুগ্ন, তুমি একবার দৃষ্টিপাত কর, আমি তোমার অপরূপ নয়নের সম্মুখে প্রাণ দিব।

তুমি বলিয়াছ যে আমার অধর পীড়াও দেয়, এবং আরোগ্যও দান করে; আমি কখন তোমার প্রপীড়নের নিকটে কখন তোমার ঔষধ প্রয়োগের নিকটে প্রাণ দিব।

তুমি সুমন্দ গতিতে চলিতেছ, তোমা হইতে কুদৃষ্টি দূর হউক, আমি মনে এই ভাব পোষণ করিয়াছি যে তোমার চরণে প্রাণ দিব।

যদিচ নিভৃত স্থানে তোমার সঙ্গে হাফেজের মিলন নাই, তোমার সমুদয় স্থানই সুখদ, সকল স্থানে তোমার সাক্ষাতে প্রাণ দিব। ৫৮।

—:():—

এক্ষণ যে উদ্যান হইতে স্বর্গীয় সুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, (এক্ষণ) আমি আর আনন্দপ্রদ সুরা এবং দেবপ্রকৃতি সখা।

পুষ্পবন স্বর্গের সমাচার বলিতেছে, সে বুদ্ধিমান নয় যে নগদ পরিত্যাগ করিয়া ধারে ক্রয় করে *।

এই জগৎ অসার, সুরারসে আমার হৃদয়কে অভিষিক্ত কর, আমার দেহমৃত্তিকাযোগে ইষ্টক প্রস্তুত কর, এই কামনা।

পাপের জন্য মাদৃশ প্রমত্তকে ভৎ‍র্সনা করিও না, কে জানে তাহার ভাগ্যে বিধি কি লিখিয়াছেন।

অদ্য ভিক্ষুক কেন রাজত্বের স্পর্দ্ধা করিবে না? যেহেতু তাহার পটমণ্ডপ বারিদছায়া, ক্ষেত্রের প্রান্ত সভাস্থল।

হাফেজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গমনে চরণকে সঙ্কুচিত করিও না, যদিচ সে পাপে নিমগ্ন ছিল, কিন্তু স্বর্গলোকে যাইতেছে। ৫৯।

—:○:—

উচিত যে তুমি সমুদায় চিত্তহারী হইতে শুল্ক গ্রহণ কর, যেহেতু তুমি সমস্ত রূপবান্‌দিগের মস্তকোপরি মুকুটস্বরূপ।

---

* পারলৌকিক স্বর্গের আশয় উপস্থিত বাসন্তি আমোদ বিসর্জ্জন করে।

তোমার দুই চতুর চক্ষু খতা ও খোতন দেশকে ধ্বংস করিয়াছে, হিন্দুস্থান ও মাচিন দেশ তোমার কুঞ্চিত কুন্তলকে করদান করিয়াছে।

তোমার শুভ্র মুখমণ্ডল প্রভাকরের মুখমণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল, তোমার কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ ঘোরতর অন্ধকার অপেক্ষা কৃষ্ণ।

এই পীড়া হইতে প্রকৃতপক্ষে আমি কোথায় আরোগ্য লাভ করিব? যেহেতু তোমা হইতে আমার মনঃপীড়ার ঔষধ আসিতেছে না।

তোমার বদন অমৃতবারিকে জীবন দিয়াছে, শর্করাখণ্ড তুল্য তোমার অধর মেসরের মিশরি হইতে করগ্রহণ করিয়াছে।

পাষাণ হৃদয় হইয়া কেন আমার প্রাণকে দলন করিতেছ? যে মন দুর্ব্বল হয় ভঙ্গপ্রবণতায় সে কাচের সদৃশ।

চাফেজের মনে তোমার ন্যায় রাজার প্রতি অভিলাষ জন্মিয়াছে, সে তোমার দ্বারভূমির নীচ ভৃত্য হইলে ভাল ছিল।

যদি তোমার ধর্ম্মে প্রেমিককে বধ করা বিধি হয় তবে যাহা তোমার কর্ত্তব্য আমারও সম্পূর্ণ সেই কর্ত্তব্য।

তোমার অধর অমৃতবারিসদৃশ প্রাণের অন্ন তাহাতে আমার পার্থিব শরীরের জীবন নাশ।

কোন ব্যক্তি তোমার কুন্তলরূপ জাল হইতে মুক্ত হয় নাই, তোমার ভ্রূরূপকার্ম্মুক হইতে ও কটাক্ষ বাণ হইতেও উদ্ধার পায় নাই।

এস, যদি তোমার ধর্ম্মে প্রেমিককে বধ করা বিধি হয়, (বধ কর) স্বীয় হৃদয়ের হত্যাকে আমি ক্ষমা করিলাম।

হে বিরাগী পুরুষ, তুমি আমার নিকটে ভদ্রতা, অনুতাপ ও

ধর্ম্মভীরুতা অন্বেষণ করিও না, প্রমত্ত প্রেমিক ও ক্ষিপ্তের নিকটে কেহ ভদ্রতা অনুসন্ধান করে না।

তোমার স্মরণে ক্ষুদ্র পানপাত্র কি আকর্ষণ করিব? এই প্রকার বৃহৎ পাত্র সকল পান করিব।

মিলন কালের প্রতি প্রীতি স্থাপন কর, যেহেতু, সেই সময় শবেকদর * ও বিজয় দিবসের তুল্য।

নীচ সংসারসম্পর্কে কেহ বিরোধ করে না, হে (ভ্রাতঃ) নয়নের আলোক, প্রীতিযোগে বিজয়ের বর্ত্তুল চালন কর।

হে মন, তুমি স্বীয় কার্য্যে উদাসীন, ভয় করিতেছি যে যখন কুঞ্জিকা হারাইবে তখন কেহ তোমার দ্বার উন্মোচন করিবে না।

মদিরা আনয়ন কর, উষাপ্রদীপে যে জন প্রাভাতিক পান-পাত্র স্থাপন করে তাহার দিন সুখে গত হয় †।

মাদৃশ প্রমত্ত হইতে কোন্ উপযুক্ত সাধন হইবে? যেহেতু প্রভাতের প্রকাশক ঈশ্বর হইতে প্রভাতের ভাব জ্ঞাত নহি ‡।

উষার আশায় হাফেজের ন্যায় রজনী প্রভাত কর, দীপালোকে তোমার আনন্দকুসুম বিকশিত হইবে। ৬০।

—:০:—

যদি সেই পবিত্র পক্ষী আমার দ্বারদেশ দিয়া ফিরিয়া আইসে আমার যে জীবন বার্দ্ধক্যে পরিণত তাহা ফিরিয়া আসিবে।

---

* শবেকদর রমজান মাসের সপ্তবিংশতি রাত্রি এই রাত্রিতে যে সাধন ভজন হয় তাহা সহস্র মাসের সাধন ভজন তুল্য।

† উষাপ্রদীপ প্রাতঃকালীন সূর্য্য, উষাপ্রদীপে প্রাভাতিক পানপাত্র স্থাপন অর্থে প্রাতঃকালে সুরা পান।

‡ অর্থাৎ পরিণাম অবগত নহি।

সেই বৃষ্টিস্বরূপ অশ্রুতে আশা করিতেছি যে, হয় তো সম্পদের সেই সৌদামিনী যে আমার দৃষ্টির অগোচর হইয়াছে তাহা ফিরিয়া আসিবে।

যদি সখার চরণে উৎসর্গীকৃত না হইল, তবে প্রাণরত্ন আমার অন্য কোন্ কার্য্যে পুনর্ব্বার আসিবে।

ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, যদি তিনি আমার মস্তকে পুনঃপদার্পণ করেন তবে তাঁহার পদতলের ধূলি আমার মস্তকের মুকুট হইবে।

যদি আমি দেখি যে আমার নব পরিব্রাজকচন্দ্রমা ফিরিয়া আসিতেছেন তবে আমি সৌভাগ্যের ছাদের উপর নব সম্পদের নহবত বাজাইব।

প্রিয় বন্ধুদিগের ন্যায় আমি তাঁহার পশ্চাতে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আমার দেহ যদি ফিরিয়া না আইসে আমার সংবাদ ফিরিয়া আসিবে।

বাদ্যের কলকল ধ্বনি ও প্রাভাতিক মধুর নিদ্রা তাঁহার অন্তরায় হইয়াছে, অন্যথা যদি তিনি আমার প্রত্যুষের আক্ষেপ ধ্বনি শ্রবণ করেন তবে ফিরিয়া আইসেন।

আমি অন্তর মধ্যে এক কামনা গুপ্ত রাখিয়াছি, যদি আমার মস্তক চূর্ণও হয় সেই কামনায় হইবে।

সখার পথের ধূলির উপর আমি স্বীয় মুখমণ্ডল স্থাপন করিয়া আছি, যদি সখা গমন করেন আমার মুখের উপর দিয়া গমন করা বিহিত।

নেত্রবারি এমন এক জলপ্রবাহ যে, যাহার দিকে উহা সঞ্চারিত হয় তাহার মন পাষাণে গঠিত হইলেও তাহাতে স্থানভ্রষ্ট হয়।

দিবা রজনী নয়নবারির সঙ্গে আমার বাক্‌বিতণ্ডা সে তাঁহার পল্লীর সঙ্গে সংযুক্ত পথ ছাড়িয়া অন্যত্র কেন যায়?

সোফিগণ যেমন পবিত্রভাবে পুণ্যালয়ে (ধর্ম্মমন্দিরে) গমন করে, হাফেজ সেইরূপ সর্ব্বদা বিশুদ্ধান্তরে মদিরালয়ের পল্লীতে গমন করিয়া থাকে।

তোমার পল্লী হইতে যে ব্যক্তি বিষন্নভাবে চলিয়া যায়, তাহার কার্য্য সিদ্ধি হয় না, অবশেষে সে লজ্জা প্রাপ্ত হয়।

যাত্রিক সদ্‌গুরুর জ্ঞানের আলোকে সখার অভিমুখে পথ অন্বেষণ করে, যদি সে পথ ভ্রান্ত হইয়া চলে স্বস্থানে পঁহুছে না।

(ভ্রাতঃ), তুমি যে জীবন শেষ করিলে, সুরা ও সখা গ্রহণ কর; আক্ষেপ যে, সময় একেবারে বৃথা গত হইতেছে।

হে পথপ্রদর্শক, মন হারাইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের দোহাই, কিঞ্চিৎ সহায়তা কর; দুঃখীজন যদি পথ না চলিতে পারে পথ প্রদর্শনে চলিয়া থাকে।

পরিণামে ঈশ্বরের করুণা যে বণিকের সহায় হয় সে গাম্ভীর্য্য-সহকারে উপবিষ্ট হয়, গৌরবের সহিত চলিয়া যায়।

হাফেজ, প্রজ্ঞার প্রস্রবণ হইতে এক পাত্র হস্তগত কর, সম্ভবতঃ তোমার হৃদয়ফলক হইতে অজ্ঞানতার চিত্র নিষ্কাশিত হইবে।৬১।

—:§:—

যে ব্যক্তি করতলে পানপাত্র ধারণ করেন তিনি সম্রাটের নিত্যরাজত্ব ধারণ করেন। *

---

* অর্থাৎ যে ধর্ম্মযাত্রিক বা ধর্ম্মনেতা স্বীয় হস্তে তত্ত্বজ্ঞানরূপ পাত্র ধারণ করেন, অথবা যিনি স্বীয় মনকে বশীভূত করিয়াছেন রাজত্ব তাঁহার হস্তে।

যদ্দ্বারা ধর্ম্মগুরু খেজর অমর হইয়াছেন সেই বারি সুরালয়ে অন্বেষণ কর, উহা পানপাত্রে আছে * ।

অগ্নি ও সুরা এবং বিরাগী পুরুষগণ ও ধর্ম্মভীরুতা এই দুই-য়ের পরস্পর যোগ, এই অবস্থায় সখা কাহার প্রতি অনুরাগ রাখেন।

আর্ত্তজনের ক্ষত হৃদয়ে তোমার অধর লবণপুঞ্জ স্থাপন করিয়াছে।

তিনি আপন ছিন্নশিরা প্রেমিকের নিকট হইতে বায়ুর ন্যায় দ্রুত চলিয়া যান, কি করা যায়? যেহেতু তিনি জীবন, তাঁহার দ্রুতগতিত্ব আছে।

সখার অধর যাহা ধারণ করে ইহা যদি অমৃতবারি হয় তবে স্পষ্ট যে গুরু খেজর মৃগ তৃষ্ণার অংশী হইয়াছেন।

আমার নেত্র সরল তরুরূপ তোমার তনুকে জলদ্বারা সতেজ করিবার জন্য ইতস্ততঃ অশ্রুস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে।

তোমার নিকটে আমার রুগ্ন মনের প্রার্থনা করার সুযোগ নাই, সেই ভগ্নব্যক্তি সুখী, যিনি বন্ধু হইতে উত্তর লাভ করেন।

তোমার প্রমত্ত নয়ন যে ইতস্ততঃ প্রলয় উপস্থিত করিয়াছে, উহা ভগ্নহৃদয় হাফেজের প্রতি কবে কটাক্ষপাত করিবে। ৬২।

—:০:—

এমন কে আছে যে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি সদ্ভাব করে, মাদৃশ ব্যক্তির অসদাচরণ স্থলে সদাচরণ করে।

প্রথমতঃ বংশীধ্বনিযোগে আমাকে তিনি তাঁহার সংবাদ জ্ঞাপন

---

* কথিত আছে খেজর নামক ধর্ম্মনেতা অমৃত বারি পান করিয়া অমর হইয়াছেন।

করেন, এবং তখন একটি পানপাত্রযোগে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

সেই চিত্তহারী হইতে আমার প্রাণ নিপীড়িত হইয়াছে ও মনোরথ সফল হয় নাই, তাহা হইতে নিরাশ হওয়া যায় না, সম্ভবতঃ তিনি চিত্তরঞ্জন করিবেন।

যে রুক্ষপ্রকৃতি কম্বলাচ্ছাদিত কপট বৈরাগী প্রেমের সৌরভ আঘ্রাণ করে নাই. তাহাকে মত্ততার বিবরণ কিছু বল, তাহা হইলে সে চেতনা পরিত্যাগ করিবে।

মাদৃশ অপরিচিত দীন হীন ব্যক্তির সঙ্গে সখার সম্মিলন হওয়া সুকঠিন, বাজারের প্রেমিকের সঙ্গে রাজা কবে আমোদ করিয়া থাকেন।

সেই কুঞ্চিত কুন্তলযোগে যদি আমি উৎপীড়িত হই তাহা আমার পক্ষে সহজ, যে ব্যক্তি প্রেম শৃঙ্খলে বদ্ধ তাহার কিসে দুঃখ ?

যদি সমীরণ তোমার পল্লী হইতে সৌরভ আমার নিকটে উপস্থিত করে তাহা হইলে প্রতি প্রাণের সুসংবাদ লাভে সংসারকে উড়াইয়া দিব।

যদিচ তুমি আমার অস্তিত্বকে বিনাশ করিয়াছ তথাপি মাদৃশ মৃত্তিকাখণ্ড হইতে কোন ধূলি যেন তোমার বস্ত্রাঞ্চলে সংলগ্ন না হয়।

যদবধি তুমি হে নয়নালোক, আমার দিকে দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছ তদবধি সংসার আমার প্রতি আর আনন্দের দ্বার উম্মুক্ত করে নাই।

তোমার মুখমণ্ডলের ভাব আমার নয়নকে অশ্রুপূর্ণ করে,

তোমার কুঞ্চিত কুন্তলের কামনা আমার জীবনকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে।

তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখে নও, আমার দৃষ্টির অগোচরেও নও, তুমি আমাকে স্মরণ কর না, স্মৃতির বহির্ভূত হইতেছ না।

যদি শত্রু ভর্ৎসনাস্থলে করবালের আঘাত করে, তথাপি আমি সখা হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিব না, যাহা হয় হউক।

যেমন ফরহাদ শিরিণের প্রেম সঙ্কট হইতে প্রাণ প্রত্যাহার করে নাই। তোমার প্রেমের হস্ত হইতে হাফেজ প্রাণকে প্রত্যাহার করিবে না *।

উজ্জ্বল সুরারসে যে সাধক অজু করিয়াছেন, তিনি প্রত্যুষে যাইয়া শুণ্ডিকালয় দর্শন করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি দুঃখের অশ্রুজল ও হৃদয়শোণিতযোগে অঙ্গশুদ্ধি (অজু) করিয়াছে তাহার নমাজ ও প্রার্থনা সন্তোষজনক।

লোহিত মণিতুল্য সুরার মূল্য কি বৃদ্ধি হয়? এস, এই বাণিজ্য কর, যে ইহার বাণিজ্য করিয়াছে সে লাভবান হইয়াছে।

সুরালয়ে এস, আমার দেবসান্নিধ্য পদের ভাব দর্শন কর, যদিচ উপদেষ্টা তুচ্ছভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে।

প্রণয় ও প্রেমের লক্ষণ প্রেমিকের প্রাণে অনুসন্ধান কর, যদিচ তোমার শ্রান্ত হৃদয়াগার সে লুণ্ঠন করিয়াছে।

---

* প্রাচীনকালে ফরহাদ নামক এক যুবক শিরিণ নামক এক যুবতীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিল। শিরিণফরহাদ-নামক পারস্য কাব্য গ্রন্থে তাহাদের প্রণয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

যদি হাফেজকে মণ্ডলীর আচার্য্য আহ্বান করে তোমরা বলিও যে, সে সুরাতে অঙ্গশুদ্ধি (অজু) করিয়াছে। ৬৩।

—ঃ(-)ঃ—

যখন সুরালয়ের ধূলিকে তুমি নয়নের কজ্জল করিতে পারিবে তখন সুরাপাত্রের নিগূঢ় তত্ত্বে দৃষ্টিস্থাপনে সুক্ষম হইবে *।

সুরালয়ের দ্বারে ভিক্ষা করায় বিচিত্র স্পর্শমণির ক্রিয়া হয়, যদি তুমি এ কার্য্য কর, ধূলিকে সুবর্ণ করিতে সুক্ষম হইবে।

নীল আকাশের নিম্নে সুরা ও গায়ক ভিন্ন স্থিতি করিও না, এই ব্যপদেশে মন হইতে দুঃখ দূর করিতে সুক্ষম হইবে।

প্রেমনিকেতনের উদ্দেশ্যে অগ্রে পদ স্থাপন কর, যেহেতু এই যাত্রায় বহু লাভ করিতে সুক্ষম হইবে।

তখন তোমার কাম্য কুসুম প্রস্ফুটিত হইবে, যখন প্রাতঃসমীরণের ন্যায় তুমি তাঁহার সেবা করিতে সুক্ষম হইবে।

তুমি যে শারীরিক প্রকৃতির আলয় হইতে বহির্গত হইতেছ না, তত্ত্বের পথে কোথায় গমন করিতে সুক্ষম হইবে ?

সখার রূপ কোন আচ্ছাদন রাখে না, কিন্তু পথের ধূলি নিবারণ কর, তাহা হইলে দর্শন করিতে সুক্ষম হইবে।

হে মন, তুমি সাধনার জ্যোতিবিষয়ে তত্ত্ব লাভ করিলে দীপের ন্যায় হাসিতে হাসিতে মস্তক দান করিতে সুক্ষম হইবে।

কিন্তু যাবৎ তুমি প্রেমাস্পদের অধর ও সুরাপাত্র অভিলাষ কর, তাবৎকাল আশা করিও না যে তুমি অন্য কার্য্য করিতে সুক্ষম হইবে।

---

* সুরাপাত্র মনুষ্যের হৃদয় বা প্রাণ, শুণ্ডিকালয় প্রেমনিকেতন। নিগূঢ় তত্ত্বে দৃষ্টি স্থাপন, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভ।

হাফেজ, তুমি এই মহা উপদেশ গ্রহণ করিলে প্রশস্ত ধর্ম্মপথে গমন করিতে সক্ষম হইবে। ৬৪।

—ঃ-§-ঃ—

এস; কালচক্র রোজার পাত্র হরণ করিয়াছে, ইদের নবচন্দ্রমা পানপাত্র পরিবেশনে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি প্রেমসুরালয়েব ভূমিরূপ তীর্থে উপনীত হইয়াছে সেই মক্কাতীর্থব্রতের ও রোজাব্রতের পুণ্য লাভ করিয়াছে।

আমার প্রকৃত আলয় সুরালয়ের প্রান্ত, যে ব্যক্তি উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ঈশ্বর তাঁহার কল্যাণ করুন।

নগরের ধর্ম্মাচার্য্য যে পূজার আসন স্কন্ধে বহন করিতেছেন, তিনিও দ্রাক্ষা কন্যার (সুরার) শোণিতে বস্ত্রকে রঞ্জিত করিয়াছেন।

আক্ষেপের বিষয় আজ নগরের সাধু পুরুষ সুরাপায়ীর প্রতি অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্টি করিয়াছেন।

সে বচন বিন্যাসে অনেক বর্ণনা করিয়াছে যদিচ প্রেমের কথা হাফেজের নিকটে শ্রবণ কর, উপদেষ্টার নিকটে শুনিও না। ৬৫।

—ঃ)*(ঃ—

এক বোল্ বোল্ বিহঙ্গ হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া (বহুকষ্টে) একটি কুসুম প্রাপ্ত হইয়াছিল, আকস্মিক ঝঞ্জাবাত তাহার মনকে শতধা বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল।

শুক পক্ষীর মন সুখচিন্তায় সুখী ছিল, অকস্মাৎ মৃত্যুর ঝড় আসিয়া তাহার আশার ছবিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিল।

সেই প্রাণের মিষ্ট ফল আমার চক্ষের মণি, তাহার স্মরণ

থাকুক যে, সে স্বয়ং সহজে প্রস্থান করিয়াছে, কিন্তু আমার অবস্থা কঠিন হইয়াছে।

উষ্ট্রচালক, আমার বন্ধু চলিয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের দোহাই, সাহায্য কর, যেহেতু কৃপার আশা আমাকে এই উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছে।

আমার নয়নজল ও বদনমৃত্তিকাকে অনাদর করিও না, প্রকৃতি কর্দ্দম ও কাষ্ঠযোগে সুখনিবাস নির্ম্মাণ করিয়াছে।

হায়! হায়! চন্দ্র সূর্য্যের দৃষ্টি হইতে ভ্রূরূপ কার্ম্মুকধারী আমার চন্দ্রমা সমাধি গর্ভে স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

কেহ কপোলে করাঘাত করিতেছে না, অথচ হাফেজের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, কি করিব কালের খেলা আমাকে বিহ্বল করিয়াছে *। ৬৬।

—:*:—

ভাগ্য আমাকে সথার মুখের নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে না, গুপ্ত তত্ত্বের সংবাদরূপ সম্পদ আমাকে প্রদান করিতেছে না।

তাঁহার অধরের একটি চুম্বনলাভের জন্য প্রাণদান করিতেছি, আমার ইহা (প্রাণ) তিনি গ্রহণ করিতেছেন না, এবং উহাও দিতেছেন না।

প্রতীক্ষায় প্রাণ হারাইলাম, এই যবনিকার ভিতরে প্রবেশ হইল না, হয়তো যবনিকাধারী আছেন, কিন্তু আমাকে নিদর্শন দিতেছেন না।

---

* খাজা হাফেজ স্বীয় পুত্রের মৃত্যু হইলে পর এই গজল লিখিয়াছিলেন।

ধৈর্য্যযোগে পরিণামে মিষ্টরস লাভ হইবে, কিন্তু কালের অস্থির-প্রতিজ্ঞা আমাকে স্থির হইতে দেয় না।

সম্ভবতঃ সুরালয়ের দ্বার উন্মোচিত হইবে, আমার বদ্ধ ক্রিয়ার গ্রন্থি উন্মুক্ত হইবে।

যদি আত্মপ্রিয় বিরাগী পুরুষদিগের মনোরক্ষার জন্য দ্বার বন্ধ করিয়াছে, মন সরল রাখ যে উহা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে উন্মোচন করিবে।

মদিরালয়ের দ্বার বন্ধ করিয়াছে, হে ঈশ্বর, তুমি ইহা ভাল বলিও না, যেহেতু কপটতা ও প্রতারণালয়ের দ্বার উন্মোচন করিবে।

প্রাতঃসুরাপায়ী প্রমত্তদিগের নির্ম্মল অন্তরের অনুরোধে বন্ধ অবরুদ্ধ দ্বার প্রার্থনারূপ কুঞ্চিকা যোগে উন্মুক্ত হয়।

সুরাজন্য শোকপত্র (বন্ধুগণ,) তোমরা লিপি কর, তাহা হইলে সমুদায় প্রতিযোগী অশ্রুবর্ষণ করিবে।

হাফেজ, কল্য তুমি এই লোমশ খের্কাকে দেখিবে যে, বলপূর্ব্বক তাহার ভিতর হইতে কেমন উপবীত বাহির করিতেছে। ৬৭।

—(*)—

গাথক ও সুরার প্রয়োজন নাই, তুমি মুখাবরণ উন্মোচন কর, যেহেতু তোমার মুখাগ্নি আমাকে সর্ষপকণার ন্যায় নাচাইয়া তুলিবে।

কোন মুখমণ্ডলই সৌভাগ্যের রূপ দর্শনের দর্পণ হয় না, কেবল যে মুখ সখার অশ্বখুরে মর্দ্দিত, তাহাই হইয়া থাকে।

নিষাদ, আমার সেই সুগন্ধিযুক্ত মৃগকে বধ করিও না, সেই নীলনয়ন হইতে লজ্জিত হও, তাহাকে বাগুরায় আবদ্ধ করিও না।

আমি যে কর্দ্দম, এই দ্বার হইতে উঠিতে পারিতেছি না, কেমন করিয়া আমি সেই উচ্চ প্রাসাদের চূড়া চুম্বন করিব।

প্রেমিকের মন কুঞ্চিত কুন্তলব্যতীত অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা করে না। এই মনের প্রতি আক্ষেপ যে, সে শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়াও উপদেশ গ্রহণ করে না।

দিবারাত্রি শূন্যহৃদয়ে প্রেমিক প্রার্থনাযোগে তোমাকে বলেন যে, তোমার সরল তনু কালের আঘাত হইতে নিরাপদ থাকুক!

হাফেজ, সেই সুগন্ধ কুঞ্চিতকুন্তল হইতে মনকে ফিরাইয়া লইও না, যেহেতু ক্ষিপ্ত বন্ধনে থাকে, ইহাই শ্রেয়ঃ। ৬৮।

—:*:—

যখন প্রেমিক হইয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম যে অভীপ্সিত মুক্তাফললাভ করিলাম, তখন জানিতাম না যে, এই সমুদ্র কেমন তরঙ্গে তরঙ্গায়িত।

বোলবোল্, তোমার সমক্ষে কুসুম হাস্য করিলে তুমি তাহার মায়ায় বদ্ধ হইও না, নব সৌন্দর্য্যসত্বেও পুষ্পেতে বিশ্বাস নাই।

দোহাই ঈশ্বরের, হে সভাধ্যক্ষ, বিচার কর, যেহেতু তিনি অপরের সঙ্গে সুরাপান করিয়াছেন, এবং আমার সঙ্গে অভিমান করেন।

এই পথে কি ঘটিয়াছে যে প্রত্যেক অধ্যাত্মরাজ্যের রাজাকে দেখিতেছি এই দ্বারে মস্তক স্থাপন করিয়াছেন।

(হে গুরো,) রজ্জুযোগে যদি বন্ধন কর তবে ঈশ্বরের দোহাই আমাকে শীঘ্র বিনাশ করিও, যেহেতু বিলম্বে বিপদ্‌রাশি আছে, তাহাতে প্রার্থীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তোমার তনুরূপ মনোহর সরলতরু হইতে আমার নেত্রকে

বঞ্চিত করিও না, এই নেত্ররূপ উৎসের উপর তাহা স্থাপন কর, যেহেতু তাহাতে উত্তম জলস্রোত আছে।

তোমার নয়ন হইতে প্রাণরক্ষা করা যায় না, যেহেতু সকল দিক্ হইতে দেখিতেছি ভ্রূরূপ কার্ম্মুক শরযোজনা করিয়াছে।

স্বীয় ভাগ্যের কথা কি বলিব? সেই নগরবিপ্লবকারী চতুর তিক্তরসে হাফেজকে বধ করিয়াছে, অথচ মুখে মিষ্টরস ধারণ করে। ৬৯।

—):-:(—

চরিত্রের সৌন্দর্য্যে ও পূর্ণতায় কেহ আমার সখার সমকক্ষ নহে, এই কথা তুমি অস্বীকার করিলে আমার ক্ষতি নাই।

যদিচ রূপবান্ লোকেরা প্রকাশ পাইয়াছেন, কিন্তু সৌন্দর্য্য ও কারুণ্যগুণে কেহ আমার সখার সমকক্ষ নহে।

পুরাতন সহবাসের স্বত্বপালনে কোন মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিই আমার এক হৃদয় সত্যসন্ধ সখার সমকক্ষ নহে।

সংসারের বাজারে শত সহস্র মুদ্রা আনীত হয়, একটিও আমার মুদ্রাপরীক্ষকের মুদ্রার সমকক্ষ নহে *।

হায়! জীবনের যাত্রিকদল এরূপে চলিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের পদধূলি আমাদের দেশের আকাশে সঞ্চারিত হয় নাই †।

সহস্র ছবি শিল্পলেখনীযোগে অঙ্কিত হয়, কিন্তু তাহা আমার প্রেমপুত্তলিকার রূপের মনোহারিত্বের সমকক্ষ নহে।

---

* এস্থলে মুদ্রা হৃদয় হইতে পারে।

† এই বচনের মর্ম্ম জীবনপ্রদ ঐশ্বরিক জ্যোতির আভাস, দূরত্বপ্রযুক্ত আমার নিকটে তাহা সঞ্চারিত হয় নাই।

মন, শক্রর কটূক্তিতে দুঃখিত হইও না, নিশ্চিন্ত থাক, যেহেতু আমার আশাপূর্ণ হৃদয়ে অকল্যাণ পঁহুছে না।

এরূপ জীবন ধারণ কর যে, যদি পথের ধূলি হও তোমার জন্য যেন কাহার অন্তরে মালিন্য না পঁহুছে।

হাফেজ দগ্ধ হইয়াছে, শঙ্কিত আছি যে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বা আমার সিদ্ধকাম রাজার কর্ণগোচর না হয়। ৭০।

—ঃ০ঃ—

এস, মহারাজের বিজয়বৈজয়ন্তী পঁহুছিয়াছে, জয়ধ্বনি ও সুসমাচার চন্দ্রসূর্য্যে পঁহুছিয়াছে।

ভাগ্যশ্রী বিজয়ের মুখ হইতে আবরণ উন্মোচন করিয়াছে, বিচারার্থীর আর্ত্তনাদে মহান্যায়বিচার পঁহুছিয়াছে।

এক্ষণ কালের গতি শুভ হইবে, যেহেতু চন্দ্রমা আসিয়াছেন, এক্ষণ জগতের মনোরথ সিদ্ধ হইবে, যেহেতু রাজা পঁহুছিয়াছেন।

হৃদয় ও প্রজ্ঞার অনুযাত্রিগণ এক্ষণ দস্যুসম্বন্ধে নির্ভয় হইবে, যেহেতু পথপ্রদর্শক পঁহুছিয়াছেন।

বসন্তসমীরণ, বল যে, এই প্রিয়বিরহশোকে জ্বলন্ত হৃদয়াগ্নিও হায়! হায়! ধ্বনিরূপ বিদ্যুৎ হইতে কি সকল অবস্থা আমার উপরে পঁহুছিয়াছে।

সখে, তোমার মুখাবলোকনের অনুরাগে এই বিরহবন্ধনে অগ্নি হইতে তৃণপত্রে যাহা পঁহুছিয়া থাকে উহা আমার প্রতি পঁহুছিয়াছে।

সচেতন থাক, যেহেতু হাফেজ অর্দ্ধনিশার সুচিন্তা এবং প্রাভাতিক অধ্যয়নের প্রভাবে মন্দিরে গৃহীত হইয়াছে।

আমার হৃদয় যে তত্ত্বের ভাণ্ডারে ছিল, বিধির হস্ত তাহার

দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছে, এবং তাহার কুঞ্চিকা এক চিত্তহারীকে প্রদান করিয়াছে।

ভগ্নাবস্থায় তোমার নিকেতনে আসিয়াছি, যেহেতু চিকিৎসক তোমার কৃপারূপ ক্ষতনাশক ঔষধের বিষয় আমাকে বলিয়াছেন।

হে উপদেষ্টা, চলিয়া যাও, নিজের চিকিৎসা যাইয়া কর, সুরা ও সখা এবং পানপাত্রদাতা কাহারও ক্ষতি করে নাই।

তাঁহার শরীর সুস্থ, চিত্তপ্রসন্ন ও মন আনন্দিত থাকুক, যেহেতু তাঁহার বদান্য হস্ত এক দুর্ব্বলকে চরিতার্থ করিয়াছে।

মাদৃশ দীনহীনের নিকটে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সহচরদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "হায়! আমার দুঃখী প্রেমিকের প্রাণ অল্প আছেন।"

তত্ত্বরূপ মণিমুক্তার ভাণ্ডার হাফেজের হৃদয় তোমার প্রেমের পসাদে উহা জগতের মূলধন রক্ষা করিতেছে। ৭১।

—:(*):—

আমার বার্দ্ধক্য, কিন্তু যৌবনের প্রেম আমার মস্তকে স্থাপিত হইয়াছে, এবং সেই গূঢ়তত্ত্ব যে অন্তরে গুপ্ত রাখিয়াছিলাম তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

দৃষ্টির পথ দিয়া আমার মনপাখী উড়িয়া গিয়াছে, নয়ন, তুমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখ কে জালে পড়িয়াছে?

হায়! সেই নীলনেত্র সুগন্ধি মৃগ হইতে হৃদয়ের বহু শোণিত আমার অন্তরে মৃগনাভির ন্যায় বদ্ধ হইয়াছে।

তাঁহার বিরহশোকভার যাহার যাহার নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহারা সকলে বহনে অক্ষম হইয়াছে, এই ভার সম্পূর্ণরূপে আমার নামে পড়িয়াছে।

প্রাতঃসমীরণে যে সুগন্ধি সঞ্চারিত, তাহা তোমার পল্লীর ধূলির সংস্পর্শবশতঃ হইয়াছে।

যদবধি তোমার নেত্ররোমাবলী ভুবনবিজয়ী করবাল উত্তোলন করিয়াছে, তদবধি বহু সজীবমনা লোক নিহত হইয়া এক অন্যের উপর পড়িয়াছে।

এই সুরা যে সুরালয়ের বণিক্ সংরক্ষণ করিয়াছে, তাহার স্বর্গীয় সৌরভে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

এই সংসারনিকেতনে বহু পরীক্ষা করিলাম সুরাপায়ীর সঙ্গে যে ব্যক্তি পড়িয়াছে সে পড়িয়াছে।

প্রাণ দিলেও কৃষ্ণপ্রস্তর লোহিত মণি হয় না, সে মূল প্রকৃতির সম্বন্ধে কি করিবে? সে নিকৃষ্ট ধাতু।

সখার মুখমণ্ডল, হাফেজের রোগের ঔষধ রক্ষা করে, দুঃখ যে পুরুষকারের সময়ে তাহার কেমন কাপুরুষতা হয়। ৭২।

—:(০):—

কল্য রজনীতে বসন্তসমীরণরূপ দূত সংবাদ আনয়ন করিয়াছে যে, শোক দুঃখের দিন খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে।

যাহা প্রাতঃসমীরণ আনয়ন করিয়াছে প্রাতঃকালীন গায়কদিগকে আমি সেই সুসংবাদবশতঃ উৎকৃষ্ট বহন দান করিব।

প্রেমবিষয়ে তোমার কুন্তলসৌরভ আমার পথে পথপ্রদর্শক গুরু খেজরস্বরূপ হইয়াছে, আমার ভাগ্য আশ্চর্য্য সহচরকে আমার সহযাত্রী করিয়া দিয়াছেন।

এস এস, (সখে,) স্বর্গাধ্যক্ষ পবিত্র স্বর্গকে এই ভূতলে আমার চিত্তরঞ্জনার্থ পাঠাইয়াছেন।

আমার মনের শান্তির জন্য যত্ন কর, যেহেতু আমার এই কম্বলের টুপি রাজমুকুটকে বহু লাঞ্ছিত করিয়াছে।

প্রেমের কথা অক্ষর ও কণ্ঠধ্বনিতেই যথেষ্ট, ঢোলের শব্দ ও বংশীধ্বনিতে কেবল কোলাহল হয়।

যখন হাফেজ মহারাজের দ্বারে আশ্রয় লইবে তখন সে বিজয়-পতাকা আকাশে উত্তোলন করিবে। ৭৩।

—:[*]:—

আমার সত্যসন্ধ মনের সম্বন্ধে ইহা সমুচিত নয় যে, স্বীয় দুঃখাপহারী সখা হইতে অনুচিত কথা শ্রবণ করে।

হে সৌন্দর্য্যের রাজা, দীনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যেহেতু এই কর্ণ রাজা ও ভিক্ষুকের বহু কাহিনী শ্রবণ করিয়াছে।

সুগন্ধ সুরাযোগে আমি প্রাণের মস্তিষ্ককে সুগন্ধ করিব, যেহেতু কুটীরবাসী খের্কাধারী লোকদিগ হইতে কপটতার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছি।

ধর্ম্মযাত্রিক তত্ত্বজ্ঞ যে ঈশ্বরতত্ত্ব কাহাকেও বলেন নাই, আমি বিস্মিত আছি যে সুরাবণিক্ তাহা কোথা হইতে শ্রবণ করিলেন।

আজ আমি খের্কার নিম্নে সুরা স্থাপন করিতেছি না, সুরালয়ের গুরু শত বার এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছেন।

হে ঈশ্বর, মর্ম্মজ্ঞ লোক কোথায়? মন যে কি দেখিয়াছে ও কি সকল শুনিয়াছে ক্ষণকাল বর্ণন করিবে।

আজ আমি বাদ্যধ্বনিসহ সুরা পান করিতেছি না, বহুকাল হইল যে গগনমণ্ডল এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছে।

পানপাত্রদাতা, এস, প্রেম উচ্চধ্বনি করিতেছে, যে ব্যক্তি

আমার প্রেমের বিবরণ বলিয়াছে সে আমা হইতেই শ্রবণ করিয়াছে।

জ্ঞানীর উপদেশ উত্তম এবং অতিশয় মঙ্গলজনক, যে মনোযোগের সহিত শুনিয়াছে তাহারই শুভাদৃষ্ট।

হাফেজ, (সখার জন্য) প্রার্থনা করাই তোমার নিত্যব্রত, তিনি তাহা শ্রবণ করিলেন বা না করিলেন সেই চিন্তায় তুমি থাকিও না। ৭৪।

—:○:—

আমি এ বিষয়ে আছি যে যদি সমর্থ হই এমন কাজে হস্তক্ষেপ করিব যেন দুঃখের অন্ত হয়।

হৃদয়াগার অপরের সহবাসের স্থান নয়, দৈত্য যখন চলিয়া যায়, দেবতা আগমন করেন।

সংসারের বিচারকদিগের সঙ্গ তামসী নিশার অন্ধকারস্বরূপ। জ্যোতি সূর্য্যের নিকটে প্রার্থনা কর, সম্ভবতঃ তাহা বিকীর্ণ হইবে।

কাপুরুষ সংসারীদিগের দ্বারে কতক্ষণ বসিয়া প্রভু কখন বাহির হইবেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিবে।

বিষ অপেক্ষা অধিক আস্বাদ এই সংসারকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে পুনর্ব্বার অমৃততুল্য সুমিষ্ট সংসার আসিবে।

কে গৃহীত হয়, এবং কি দৃষ্টিতে পড়ে এই উদ্দেশ্যে সাধু অসাধু উভয়ে আপন সম্পত্তি প্রদর্শন করিল।

হে প্রেমিক বোল্ বোল্, তুমি দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা কর, যেহেতু পরিণামে উদ্যান হরিৎকান্তি ধারণ করিবে, এবং লোহিত কুসুম প্রস্ফুটিত হইবে।

ধৈর্য্য ও বিজয় উভয়ে পুরাতন বন্ধু, ধৈর্য্যের পশ্চাতে বিজয় উপস্থিত হয়।

এই সংসারাগারে হাফেজের চৈতন্যশূন্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে, যে ব্যক্তি সুরালয়ে গিয়াছে সেই অজ্ঞান হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে প্রেমিকের দুঃখে ইতোধিক তোমার সহানুভূতি ছিল, আমার প্রতি তোমার ভালবাসা জগদ্বিখ্যাত ছিল।

সেই নিশা সকলে তোমার সঙ্গে সহবাস এবং প্রেমের নিগূঢ় কথা ও প্রেমিকমণ্ডলীর প্রসঙ্গ যাহা হইয়াছিল স্মরণ হউক।

সভাস্থ চন্দ্রাননদিগের সৌন্দর্য্য যদিচ ধর্ম্ম নষ্ট ও হৃদয় হরণ করে, কিন্তু চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতির কমনীয়তার প্রতি আমার অনুরাগ।

আদিকালের ঊষা হইতে অন্তকালের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার প্রণয় ও বন্ধুতা এক সঙ্কল্পে ও এক অবস্থায় স্থিত।

প্রেমাস্পদের ছায়া যদি প্রেমিকের উপর পতিত হইয়াছে ক্ষতি কি আছে? আমি তাঁহার প্রার্থী ছিলাম, এবং তিনিও আমার প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

জপমালার সূত্র যদি ছিন্ন হইয়া থাকে আমাকে ক্ষমা করিবে, আমার হস্ত শুভ্র কান্তি পানপাত্রদাতার স্কন্ধে স্থাপিত ছিল।

রাজদ্বারে এক ভিক্ষুক একটি কথা আমাকে বলিয়াছিল, সে বলিয়াছিল, "যে অন্নপাত্রেই ভোজনে বসিয়াছি, দেখিয়াছি ঈশ্বর সেই জীবিকার প্রদাতা।"

আদমের সময়েও স্বর্গোদ্যানে হাফেজের কবিতা কুসুমের সম্পদ্ ও শোভা ছিল। ৭৫।

—):(—

যে পর্য্যন্ত সুরা ও সুরালয়ের নাম গন্ধ থাকিবে অগ্নি উপাসক গুরুর পথের ধূলিতে আমার মস্তক স্থাপিত থাকিবে।

অগ্নিপূজক গুরুর দাসত্বকুণ্ডল আমার কর্ণেতে আছে, আমি যাহা ছিলাম সেই আছি, সেইরূপ থাকিব।

আমার সমাধির উপরে যদি তুমি গমন কর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিও, যেহেতু ইহা জগতের প্রেমিকদিগের তীর্থ স্থান হইবে।

যে ভূমিতে তোমার পদচিহ্ন থাকে সে স্থান বহুকাল পর্য্যন্ত প্রেমিকদিগের নমস্যভূমি হয়।

হে আত্মপ্রিয় বিরাগী পুরুষ, তুমি চলিয়া যাও, সেই আবরণের অভ্যন্তরের তত্ত্ব তোমার ও আমার চক্ষুর অগোচর আছে, এবং থাকিবে।

আমার প্রেমিকহন্তা সখা আজ প্রমত্তভাবে বহির্গত হইয়াছেন না জানি আজ কাহার হৃদয়ের শোণিত প্রবাহিত হইবে।

ভদ্র, প্রমত্তদিগের দোষ কীর্ত্তন করিও না, কেহ জানে না যে, এই প্রাচীন পান্থশালা হইতে সে কি ভাবে প্রস্থান করিবে।

যে সময় তোমার অনুরাগে মস্তক সমাধিগহ্বরে স্থাপিত হইবে, তখন হইতে প্রলয়ের উষাকাল পর্য্যন্ত আমার নয়ন তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে।

হাফেজের ভাগ্য যদি এইরূপে আনুকূল্য করিতে থাকে, তবে সখার কুন্তল অন্য জনের হস্তে থাকিবে। ৭৬।

—:): :—

ভয় পাইতেছি যে বিরহশোকে আমার অশ্রু রহস্যভেদী হইবে, এবং এই গুপ্ত রহস্য জগতে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে।

লোকে বলে ধৈর্য্যগুণে প্রস্তর মণি হয়, হাঁ হয়, কিন্তু হৃদয়ের শোণিতে হইয়া থাকে।

আমি শুণ্ডিকালয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বিচারার্থী হইয়া যাইতে চাহি, যেহেতু সম্ভবতঃ মন দুঃখের হস্ত হইতে তথায় মুক্ত হইবে।

এই রাজপ্রাসাদে তুমি যাহার চন্দ্রস্বরূপ, তাহার দ্বারের মৃত্তিকায় মস্তক সকল স্থাপিত।

সকল দিক্ হইতে প্রার্থনারূপ শর প্রেরণ করিয়াছি, সম্ভবতঃ তাহার কোন একটি লক্ষ্য ভেদ করিবে।

তোমার প্রেমস্পর্শমণিযোগে আমার মুখমণ্ডল স্বর্ণ হইয়াছে, হাঁ তোমার উচ্চভাবের প্রসাদে ধূলি স্বর্ণ হইয়া থাকে।

হে প্রাণ, আমার কথা মনোহারীর নিকটে নিবেদন কর, কিন্তু এরূপ করিও না যে প্রাতঃসমীরণও সংবাদ প্রাপ্ত হয়।

কোন দিন যদি তুমি দুঃখ পাও ক্ষুণ্ণমনা হইও না, মুখমণ্ডল সরস রাখ, যেন মন্দ হইতে মন্দতর না হয়।

হে মন, সহিষ্ণু হও, এবং দুঃখ করিও না, পরিণামে এই সন্ধ্যা উষা হইবে, এবং এই রজনী প্রভাত হইবে।

আমি প্রতিদ্বন্দ্বীর অহঙ্কারে বিস্ময়সঙ্কুচিত আছি, পরমেশ্বর, হীন উচ্চ হয় এরূপ যেন না হয়।

তোমার প্রেম আমার অন্তরে, তোমার অনুরাগ আমার ছাবেস্তে রহিয়াছে, তাহা স্তন্যের সঙ্গে অন্তরস্থ হইয়াছে, প্রাণের সঙ্গে বাহির হইবে।

হাফেজ পদচুম্বন করিবার জন্য সমাধিগহ্বর হইতে মস্তক বাহির করিবে যদি তোমার চরণ তাহার মৃত্তিকা স্পর্শ করে। ৭৭।

তোমার তনু সমুৎসুক চিকিৎসকদিগের ক্রিয়াধীন না হউক তোমার কোমল দেহ দুঃখে আক্রান্ত না হউক।

তোমার স্বাস্থ্যে জগতের স্বাস্থ্য, কোন পীড়ায় তোমার দেহ নিপীড়িত না হউক।

যখন এই কুঞ্জবনে হৈমন্তিক বায়ু লুণ্ঠন করিতে আইসে উন্নত তনুরূপ সরল তরুতে তাহার গতি না হউক।

যে সভায় তোমার রূপ প্রকাশ পায়, তথায় কুপ্রিয় ও কুদৃষ্টি লোকদিগের সাহঙ্কার বাক্যের অধিকার না হউক।

(গুরো,) তোমার উচ্চভাবের প্রসাদেই বাহ্য ও আন্তরিক সৌন্দর্য্য হয়, তোমার বহির্ভাগ মলিন ও তোমার অন্তর ক্ষুণ্ণ না হউক।

যাহারা তোমার চন্দ্রমাতুল্য বদন কুদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে, দুঃখের অনলে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত মুখ শুভ্র না হউক।

হাফেজের অমৃতবর্ষী বচনে আরোগ্য অন্বেষণ কর, গোলাপ ও শর্করা মিশ্রিত ঔষধে তোমার প্রয়োজন না হউক। ৭৮।

—:০:—

সখার রূপ ব্যতীত প্রাণ পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা করে না, যে ব্যক্তির এই সখা নাই, বস্তুতঃ তাহার পৃথিবীর কিছুই নাই।

সেই মনোহারীর চিহ্ন কাহারও মধ্যে দেখি নাই, হয় আমি জ্ঞাত নহি, কিম্বা সে চিহ্ন রাখে না।

এই পথে প্রত্যেক শিশিরবিন্দুতে শত অগ্নিময় তরঙ্গ আছে দুঃখ যে, এই প্রহেলিকার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা হয় না।

ধৈর্য্যের ভূমিকে হস্তচ্যুত করিতে পারা যায় না, হে উষ্ট্রচালক, রশ্মি সংযত কর, কারণ এই পথের শেষ নাই।

কুব্জপৃষ্ঠ সারেন্দা বাদ্য তোমাকে আনন্দে ডাকিতেছে, শ্রবণ কর, যেহেতু বৃদ্ধ পুরুষদিগের উপদেশে কোন ক্ষতি হয় না।

সখা ব্যতীত জীবনে যেরূপ কিছুই সুখ নাই, সেরূপ জীবনে কিছুই সুখ নাই সখা ব্যতীত।

যেহেতু মহাধনী কেরুণের ধনপুঞ্জ কাল ধ্বংস করিয়াছে, তুমি পুষ্পের কর্ণে এই কথা বল যেন সে সম্পত্তি গুপ্ত না রাখে।

যাহাকে তুমি গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ গূঢ় রূপে যদি তাহাকে দেখ দেখিবে, সে একজন কাল্পনিক, তাহার চরিত্র স্বাভাবিক নহে।

ধরাতলে হাফেজের ন্যায় একটি দাস কাহারও নাই, পৃথিবীতে তোমার ন্যায় রাজা কাহারও নাই। ৭৯।

—ঃ০ঃ—

নবীনচন্দ্রমার পৃষ্ঠের ন্যায় আমার তনু কুব্জ হইয়া পড়িয়াছে, যেহেতু আমার সখা ভ্রূরূপ কার্ম্মুকে পুনর্ব্বার কজ্জল ধারণ করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ তোমার অঙ্গের সুগন্ধ সমীরণ প্রাতঃকালে কুঞ্জবনে প্রবাহিত হইয়াছে, তোমার সুগন্ধে কুসুম, উষার ন্যায় আবরণ বিদীর্ণ করিয়াছে।

এস তোমার সঙ্গে মনোদুঃখের কথা বলিব, যেহেতু তোমা ব্যতীত অন্যের সঙ্গে কথোপকথনের ক্ষমতা রাখি না।

চঙ্গ ও রবাব বাদ্য, পুষ্প ও সুরা ছিল না; কিন্তু আমার কুসুমতনু সুরাতে লিপ্ত ছিল।

যদি তোমার দর্শনের মূল্য প্রাণ হয় তবে আমি ক্রেতা হই, দর্শক উৎকৃষ্ট বস্তু যথা দেখে ক্রয় করে।

আমার অশ্রুপাতকে অসম্মান করিও না, উহা বায়ুর ন্যায় দ্রুত প্রবাহিত হইতেছে, এবং ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে।

যখন আমি তোমার মুখচন্দ্র কুঞ্চিত কুন্তলের নিম্নে দর্শন করিতেছিলাম, তখন তোমার মুখমণ্ডলের প্রভাবে আমার রজনী দিবসে পরিণত হইতেছিল।

আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, এবং মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই ; আমার আশা শেষ হইয়াছে, এবং অন্বেষণ শেষ প্রাপ্ত হয় নাই।

ওহে কালের পরিবর্ত্তনে আশা করিও না যে, শুভগ্রহ উষার ন্যায় পৃথিবীর অভিমুখে এইরূপ হাস্য করিবে।

তোমার অধরের অনুরাগে হাফেজ কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছে, তাহার কবিতা তুমি পাঠ কর, এবং মুক্তার ন্যায় কর্ণে ধারণ কর। ৮০।

—ঃ)*(ঃ—

তোমার রূপ সকল নয়নের পক্ষে সূর্য্য হউক, তোমার সুন্দর মুখ সৌন্দর্য্যে সুন্দরতর হউক।

যে মন তোমার কুঞ্চিত কুন্তলে সম্বদ্ধ নয়, তাহা হৃদয়ের শোণিতে নিয়ত নিমগ্ন হউক।

যখন তোমার মধুর আরক্তিম অধর চুম্বন দান করিবে তখন আমার প্রাণের রসনেন্দ্রিয় মধুময় হউক।

অনুক্ষণ তোমাতে আমার নূতন প্রেমের উদয়, অনুক্ষণ তোমার নূতনরূপ হউক।

হে সুন্দর প্রতিমা, যখন তোমার কটাক্ষ শর বিকীর্ণ করে, তখন আমার আহত হৃদয় তাহার সম্মুখে ঢালস্বরূপ হউক।

হাফেজ প্রাণের সহিত তোমার বদনের অনুরাগী, অনুরাগীর অবস্থার প্রতি তোমার দৃষ্টিপাত হউক। ৮১।

—ঃ+++ঃ—

তোমার মুখমণ্ডলের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্য উজ্জ্বল নহে, তোমার তনুর ন্যায় কোন সরল তরু উদ্যানে নাই।

তোমার দশন ও অধরের ন্যায় মনের প্রফুল্লতা সাধনে সাগরে কোন মুক্তা, আকরে কোন লোহিত মণি নাই।

তোমার কৃষ্ণ শ্মশ্রুরেখার মধ্যে মধুর অধরোষ্ঠের ন্যায় অমৃত প্রস্রবণও নয়, আশ্চর্য্য!

তোমার তনুর সঙ্গে কোন্ তনুর তুলনা হয়? ঈশ্বরের শপথ, শুদ্ধ শরীরে নয়, তোমার সাদৃশ্য কোন প্রাণেও হয় না।

বিরহরজনীর কাহিনী এরূপ গ্লানির ভাবে পূর্ণ যে, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনায় শত পুস্তিকা রচিত হয়।

অধম কালের ভোজ্যপাত্রে আশা করিও না, শত ক্রোধ ও বিরক্তি ব্যতীত এক গ্রাসও তাহা হইতে বাহির হয় না।

মহা প্লাবনের কষ্টে প্রেরিত পুরুষ নুহের ন্যায় যদি তোমার ধৈর্য্য হয়, তবে বিপদ্ বিদূরিত হইবে, সহস্র বৎসরের কামনা পূর্ণ হইবে।

বাস্তবিক চেষ্টা যত্নে লক্ষ্যরূপ মুক্তাফলের নিকটে উপনীত হইতে পারা যায় না, মনে হয় যে, এই কার্য্য বিধির নির্বন্ধ ব্যতীত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তোমার দর্শনের সুমন্দ বায়ু যদি হাফেজের সমাধির উপরে প্রবাহিত হয় তবে তাহার মৃৎপূর্ণ দেহ হইতে সহস্র সহস্র নিনাদ নির্গত হইবে। ৮২।

বায়ুর ন্যায় সখার পল্লীর দিকে দৌড়িয়া যাইতে সমুদ্যত হইবে, তাঁহার সৌরভে নিশ্বাসকে সৌরভান্বিত করিবে।

জ্ঞান ও ধর্ম্মেতে যে গৌরব লাভ করিয়াছি, সেই সুন্দর সখার পথের ধূলিতে তাহা উৎসর্গ করিব।

সুরা ও সখা ব্যতীত বৃথা জীবন গত হইতেছে, নিশ্চেষ্টতা আজ পর্য্যন্তই যথেষ্ট, এখন কাজ করিব।

বসন্ত সমীরণ কোথা ? আমি এই শোণিতাক্ত প্রাণ সখার চূর্ণ কুন্তলের সৌরভে পুষ্পের ন্যায় উৎসর্গ করিব।

সখার অনুগ্রহে প্রকাশ হইয়াছে যে প্রাভাতিক দীপের ন্যায় এই ব্যাপারের মূলে জীবনকে নির্ব্বাণ করিব।

হাফেজের মনের নির্ম্মলতায় জীবিকা দান করিবে, আমি মত্ততা ও প্রেমের পথ আশ্রয় করিব। ৮৩।

—:*:—

না জানি কি মত্ততা আমাকে দেখা দিয়াছে, পানপাত্র দাতা কে ছিলেন, এবং এই সুরা কোথা হইতে আনিয়াছে ?

হে মন, কুসুম কলিকার ন্যায় সম্বন্ধ ভাগ্যের জন্য খেদ করিও না, প্রাতঃকাল গ্রন্থি উন্মোচক সুমন্দ বায়ু আনয়ন করিয়াছে।

আমার নিস্তেজ মনের ঔষধ পানপাত্র দাতার নয়নেঙ্গিত হয়, মস্তক উত্তোলন কর, যেহেতু চিকিৎসক আসিয়াছেন, এবং ঔষধ আনয়ন করিয়াছেন।

সুসংবাদ দানে বসন্ত সমীরণ সোলয়মানের হোদহোদ পক্ষী স্বরূপ হয়, সে সবার পুষ্পোদ্যান হইতে আনন্দের সংবাদ আনয়ন করিয়াছে *।

---

* কথিত আছে, সম্রাট্ সোলয়মানের হোদহোদ নামক

এই রাগিণীতত্ত্বজ্ঞ পথিক কি গানই করিল! গজলের মধ্যে বন্ধুর কথা বলিল।

তুমিও সুরা হস্তে গ্রহণ কর, এবং প্রান্তরের পথ আশ্রয় কর। যেহেতু সুগাথক বিহঙ্গ সুস্বর যন্ত্র আনয়ন করিয়াছে।

অগ্নিপূজক গুরুর আমি শিষ্য, হে সুপণ্ডিত আমার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইও না, যেহেতু তুমি অঙ্গীকার করিয়াছিলে, এবং তিনি তাহা পালন করিলেন।

সেনাদল ভুক্ত সেই সখার ক্ষুদ্র দৃষ্টি দেখিয়া আমি আমোদ করিতেছি। মাদৃশ এক বস্ত্রধারী দরিদ্রকে তিনি আক্রমণ করিলেন।

কাল অনুরাগের সহিত এক্ষণ হাফেজের দাসত্ব করিবে, যেহেতু সে তোমার সম্পদের দ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ৮৪।

—(*)—

মন, প্রেমের পথ বিপদ ও সঙ্কটাকীর্ণ, যে ব্যক্তি এই পথে দ্রুত গমন করে তাহার পতন হয়।

সখার দ্বারের ভিক্ষুকতা রাজত্বের সঙ্গে বিনিময় করিও না, কে এই দ্বারের ছায়া ছাড়িয়া সূর্য্যালোকে যায়?

জলবুদ্বুদের মস্তকে যখন অহঙ্কারবায়ু প্রবেশ করে তখন তাহার মুকুট ধারণ মরীচিকাস্বরূপ নিষ্ফল হয়।

• তুমি আমাকে অঙ্গীকারভঙ্গকারী বলিয়াছ, ভয় পাইতেছি যে, পুনরুত্থানের দিনে তোমার সম্বন্ধে এই কথা হইবে।

এক পোষা পক্ষী ছিল, উহা তাঁহার দৌত্যকার্য্য করিত। হোদ্‌হোদই সবারাজ্যেশ্বরী তাঁহার পরম গুণবতী ও রূপবতী পত্নীর সংবাদ আনয়ন করিয়াছিল।

হে মন, যখন তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ তখন আর বিলাস সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিও না, যেহেতু এই ব্যাপার যৌবনকালেই হইয়া থাকে।

যখন কৃষ্ণকেশপুঞ্জ শুভ্র হইয়া যায় তখন শুভ্র কেশ একটি একটি করিয়া উৎপাটনে শুভ্রতা ন্যূন হয় না।

হাফেজ, তুমি নিজেই নিজের আবরণ, তুমি মধ্য হইতে প্রস্থান কর; ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই পথে আবরণ শূন্য হইয়া যাত্রা করে। ৮২।

—):-:(—

আমি অবস্থা লিপি করি নাই, এবং অনেক দিন গত হইল, যাহার যোগে তোমার নিকটে কিছু সংবাদ প্রেরণ করিব সেই দূত কোথা?

আমি সেই উচ্চ লক্ষ্যে পঁহুছিতে পারি না, হাঁ তবে পারি, যদি তোমার করুণা কয়েক পদ অগ্রসর হয়।

পুষ্পমিশ্রিত শর্করা আমার রুগ্ন মনের ঔষধ নহে, কয়েকটি গালির সহিত কয়েকটি চুম্বন মিশ্রিত করিয়া দাও *।

হে মদিরালয়ের ভিক্ষুকগণ, ঈশ্বর তোমাদের সহায় আছেন। কতকগুলি পশুর নিকটে তোমরা পুরস্কারের প্রত্যাশা করিও না।

হে বিরাগী পুরুষ, প্রমত্তগণের পল্লী হইতে কুশলে চলিয়া যাও, তাহা হইলে কতিপয় দুর্নামগ্রস্ত লোকের সঙ্গ তোমাকে নষ্ট করিবে না।

---

* গোলকন্দনামক ঔষধবিশেষ পুষ্প ও শর্করা যোগে প্রস্তুত হয়।

(ভ্রাতঃ,) তুমি সুরার সম্পূর্ণ দোষ কীর্ত্তন করিলে, কয়েক জন সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনার্থ ঈশ্বরের বিধিকে বিদূরিত করিও না।

মদিরালয়ের গুরু মদিরাপায়ীর প্রতি কি সুন্দর কথা বলিয়াছেন, কতকগুলি অপরিপক্ব লোকের নিকটে দগ্ধ মনের অবস্থা বলিও না।

হাফেজ, তোমার চন্দ্রোজ্জ্বল মুখের জ্যোতিতে সন্তপ্ত হইয়াছে। সখে, তুমি পূর্ণ মনোরথ, আমার মনোরথ অপূর্ণ রহিয়াছে, আমার প্রতি কিছু দৃষ্টিপাত কর। ৮৬।

—ঃ(-)ঃ—

সুখের সময়কে সমাদর কর, যেহেতু মুক্তাফল শুক্তির গর্ভে সর্ব্বদা স্থিতি করে না।

পুষ্পবনে সুরাপান করাকে সার্থক মনে করিও, যেহেতু পুষ্প অপর সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থিতি করে না।

ঈশ্বরের নামে বলিতেছি যে, আমার এমন এক রজতনির্ম্মিত প্রতিমা আছে যে, কোন পৌত্তলিকের দেবালয়ে সেরূপ নাই।

আমি প্রাণের সহিত সেই রাজার দাস, যদিচ দাসকে তাঁহার স্মরণে থাকে না।

ভগ্নহৃদয় হাফেজ অনুরাগের সহিত তোমার স্তুতিবাদ করিতেছে, তোমার সাধারণ কৃপা তোমার গুণানুবাদকের আরোগ্যদায়ক হউক। ৮৭।

—ঃ*ঃ—

যাহার হৃদয়দর্পণ বাসনামলিনতা হইতে মুক্ত হয় নাই তাহার চক্ষু তত্ত্বজ্ঞানের মুখাবলোকনে উপযুক্ত নয়।

প্রেমের ক্রন্দন যে চক্ষুর শোভা নষ্ট না করিয়াছে তাহা অকর্ম্মণ্য, যে অন্তরে প্রেমের জ্যোতি নাই তাহা তিমিরাচ্ছন্ন।

যদি শুদ্ধতা না থাকে তবে কাবামন্দির ও প্রতিমার মন্দির তুল্য, যে নিকেতনে পবিত্রতা নাই তাহাতে কল্যাণ নাই।

শুভবিহঙ্গের নিকটে সম্পদ্ ও তাহার ছায়া অন্বেষণ কর, যেহেতু কাক চিলের পক্ষছায়ায় সম্পদ নাই *।

আমি অগ্নিপূজক গুরুর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি বলিয়া দোষ দিও না, আমার গুরু বলিয়াছেন যে, ঋষির আশ্রমে উচ্চ ভাব নাই।

হোমা পক্ষীকে বল যে, যে স্থানে চিল অপেক্ষা শুকের মর্য্যাদা ক্ষীণ সে স্থানে কখন যেন শুভ ছায়া বিস্তার না করে।

অনুরাগের ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? বাক্যের উত্তাপেই হৃদয়স্থ হুতাশনের অবস্থার পরিচয় পাইতে পারিব।

তোমার পল্লীর প্রতি অনুরাগ আমার অন্তর হইতে দূর হইতেছে না, স্বস্থানে দুঃখীর মন নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

হাফেজ, তুমি জ্ঞান ও বিনয় শিক্ষা কর, যাহার বিনয় নাই রাজসভায় সে বসিবার উপযুক্ত নহে। ৮৮।

—:[•]:—

চিত্তহারী চলিয়া গিয়াছেন, এবং যাহারা চিত্ত হারাইয়াছে তাহাদিগের সংবাদ লন নাই, প্রবাসের সঙ্গী ও নগরের সহযোগীকে সংবাদ করেন নাই।

---

* প্রবাদ যে হোমা নামক এক জাতীয় পক্ষী আছে তাহার পক্ষচ্ছায়া যাহার উপর পতিত হয় সে রাজা হইয়া থাকে। এস্থলে শুভবিহঙ্গ সেই হোমা পক্ষী।

হয় আত্মার ভাগ্য প্রেমের পথ পরিহার করিয়াছে, নয় তিনি প্রকৃত পথে গমন করেন নাই।

তাঁহার জন্য দীপের ন্যায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে আমি দণ্ডায়মান আছি, তিনি বাস্তবিক আমার দিকে প্রাতঃসমীরণের ন্যায় গমন করিলেন না।

ভাবিয়াছিলাম যে, হয়তো ক্রন্দনে তাঁহার মনকে দয়ার্দ্র করিব, কিন্তু কঠিন প্রস্তরে বারিবিন্দু সংক্রামিত হয় নাই।

যে ব্যক্তি তোমার মুখ দেখিয়াছে সেই আমার নয়ন চুম্বন করিয়াছে, আমার চক্ষু যে কাজ করিয়াছে তাহা অকারণ নহে *।

কপর্দ্দককে যখন কোন ব্যক্তি মুক্তার সঙ্গে মিলিত করে না, আমি আশ্চর্য্যান্বিত যে কেমন করিয়া সহযোগী তোমার সঙ্গী হইল ?

সেই রূপ কার্ম্মুকধারী দৃষ্টিবলে যাহা করিয়াছে, কোন শত্রুই হাফেজের প্রাণের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করে নাই।

তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন ও আমা হইতে মুখ লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, ঈশ্বর, কাহাকে এই লীলার কথা বলা যাইতে পারে ?

বিরহরজনী আমার প্রাণহরণে উদ্যত ছিল, কিন্তু তাঁহার ভাব অশেষ অনুগ্রহ করিয়াছে।

বসন্তসমীরণ, যদি তুমি উপায় রাখ এই সময়ই সময়, অনুরাগের যাতনা আমার প্রাণহরণে উদ্যত হইয়াছে।

দীপের ন্যায় তিনি আমাকে এরূপ দগ্ধ করিয়াছেন যে, আমার

---

* কাজ করার অর্থ এস্থলে রোদন করা।

জন্য সোরাহি রোদন করিয়াছে, এবং বরবত নামক বাদ্যযন্ত্র আর্ত্তনাদ করিয়াছে।

বন্ধুদিগের মধ্যে কেমন করিয়া বলা যায় যে, আমার সখা এরূপ বলিয়াছিল এ প্রকার করিয়াছে।

মন তুমি দগ্ধ হইতে থাক যেহেতু তোমার প্রদাহে কাজ হইবে, অর্দ্ধ নিশার প্রার্থনা শত বিপদ্ বিদূরিত করিবে।

দিব্যকান্তি সখার তিরস্কার প্রেমভাবে বহন করিতে থাক, তাঁহার এক কটাক্ষ শত অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবে।

যে ব্যক্তি ভুবনদর্শনপানপাত্রের সেবা করিয়াছে, ইহলোক হইতে পরলোক পর্য্যন্ত তাহার আবরণ উঠিয়াছে।

প্রেমের চিকিৎসক বিশুনিশ্বসিত দয়ালু লোক, কিন্তু যদি তোমার রোগ না থাকে তবে তিনি কাহার চিকিৎসা করিবেন?

তুমি ঈশ্বরের প্রতি আপন কাজের ভার অর্পণ কর ও মনকে সন্তুষ্ট রাখ, বিপক্ষ দয়া না করিলেও ঈশ্বর দয়া করিবেন।

নিদ্রিত অদৃষ্টের জন্য আমি বিষণ্ণ আছি, হয় তো কোন জাগ্রত পুরুষ উষার অভ্যুদয়কালে আমার জন্য একটী প্রার্থনা করিবে।

প্রেমবিদ্যুৎ হাফেজের মনে দুঃখানল জ্বালিয়াছে ও তাহা দগ্ধ করিয়াছে, পুরাতন বন্ধো, দেখ সে বন্ধুর সম্বন্ধে কি করিল। ৮৯।

—(*)—

সখার নিষ্ঠুরাচরণে আমার অশ্রু রক্তবর্ণ হইয়াছে, আমার নির্দ্দয় ভাগ্য এই ব্যাপারে কি করিল?

মন, দেখিলে তো, সখার বিরহশোক পুনর্ব্বার কি ঘটাইল? যখন চিত্তহারী চলিয়া গেলেন, তখন মাদৃশ সত্যসন্ধ সখার সঙ্গে কি করিল?

পানপাত্রদাতা, আমাকে পানপাত্র দান কর, জানি না যে, অদৃশ্য লিপিকর অন্তরালে কি লিপি করিল ?

হাফেজ, তুমি সখার সম্মিলন উদ্দেশ্যে কি মন প্রাণ উৎসর্গ করিতেছ, মৃগতৃষ্ণার আভাসে কবে তৃষ্ণার্ত্ত পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে।

সেই কুঞ্চিত কুন্তলচক্রে হস্তার্পণ করা যাইতে পারে না, প্রিয়, তোমার ও বসন্তানিলের অঙ্গীকারে নির্ভর করা যাইতে পারে না।

আমি তোমার অন্বেষণে যে কিছু চেষ্টা যত্ন করিয়াছি এই পরিমাণই হয়, যেহেতু বিধাতার বিধিকে খণ্ডন করা যাইতে পারে না।

তোমার অন্বেষণে যতদূর যত্ন আমি করিয়াছি তাহাই সমুচিত হইয়াছে, কিন্তু ঐশ্বরিক বিধির অন্যথা করা যাইতে পারে না।

হৃদয়ের বহু শোণিতপাতে সখার বস্ত্রাঞ্চল হস্তগত হইয়াছে, শত্রুর ষড়যন্ত্রে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

আকাশের চন্দ্রমার সঙ্গে তাঁহার মুখমণ্ডলের উপমা দেওয়া যাইতে পারে না, সেই হস্তপদশূন্য বস্তুর সঙ্গে সখার সম্পর্ক রাখা যাইতে পারে না।

আমার সরলতনুসখা যখন সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হন, তখন এমন কি কথা যে প্রমত্তভাবে প্রাণের তনুচ্ছদ ছিন্ন করিতে পারা যাইতে পারে না ?

প্রেমবিপাক আমার জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে, এই দুর্ব্বল চিন্তাতে এই তত্ত্বের মীমাংসা করা যাইতে পারে না।

আমার দুঃখ যে, তুমি জগতের প্রেমাস্পদ হইয়াছ, অহর্নিশি কিন্তু ঈশ্বরের জীবের সঙ্গে বিরোধ করা যাইতে পারে না।

পবিত্র নয়নই সখার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইতে পারে, চক্ষু নির্ম্মল না হইলে দর্পণে দৃষ্টি করা যাইতে পারে না।

তোমার ভ্রূ ব্যতীত হাফেজের মনের মেহরাবে নাই, তোমাকে ছাড়িয়া অপরের সাধনা আমার ধর্ম্মে করা যাইতে পারে না *।

জান, চঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র কি বলিতেছে? "সুরা গোপনে পান কর, যেহেতু (লোকে) দোষারোপ করিতেছে।

প্রেমের সম্মান ও প্রেমিকদিগের গৌরব হরণ করিতেছে, যুবকদিগের দোষ কীর্ত্তন ও বৃদ্ধকে তিরস্কার করিতেছে।

মলিন অন্তর ভিন্ন আমার কিছুই লাভ হয় নাই, এবং এক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিফল চিন্তাতে রত যে, তাহাতে রাসায়নিক কার্য্য কষ্টে হইতেছে †।

লোকে বলে যে, প্রেমের তত্ত্ব বলিও না ও শ্রবণ করিও না, তাহারা দুরূহ উক্তি করিতেছে।

আবার গুরু অগ্নি পূজকদিকে উত্তেজিত করিতেছে, দেখ এই সকল যাত্রিকগণ গুরুর সঙ্গে কি করিতেছে?

রূপবান্ লোকে ঈষৎ কটাক্ষপাতে শত শত রাজ্য ক্রয় করিতে পারে, তাহারা এই ব্যাপারে ত্রুটি করিতেছে।

আমরা দ্বারের বাহিরে থাকিয়া বহু কুহকজালে আক্রান্ত, যবনিকার অভ্যন্তরস্থ লোকে কি উক্তি করিতেছে?

---

* মসজেদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দিকের প্রাচীরে কার্ম্মুকাকৃতি তাক থাকে, তাহার অভিমুখে নমাজ পড়িতে এমাম দণ্ডায়মান হন, তাহাকে মেহেরাব বলে।

† রাসায়নিক কার্য্যে লৌহ তাম্রাদি নিকৃষ্ট ধাতু সুবর্ণে পরিণত হয়। আরব্য ভাষায় রসায়নকে আক্সির বলে।

কতকগুলি লোক যত্ন সাধনায় সখার সম্মিলন লাভ করিয়াছে, অপর কতকগুলি লোক ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

কালের স্থিরতার প্রতি একান্ত বিশ্বাস করিও না, যেহেতু ইহা এমন এক ব্যাপারের ভূমি যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে।

সুরা পান কর, যেহেতু ধর্ম্মগুরু ও বিচারক, ব্যবস্থাপক হে হাফেজ, যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টি কর দেখিবে, সকলেই প্রবঞ্চনা করিতেছে *। ৯০।

—):-:(—

আমাদিগের দৃষ্টিবিভ্রমে অস্থান লোকেরা বিস্ময়াপন্ন। যাহা প্রকাশ করিয়াছি, আমি সেইরূপই হই, অনন্তর তাঁহারা জানে না।

বুদ্ধিমান লোকেরা জীবপরিধির মধ্যবিন্দু স্বরূপ, কিন্তু প্রেম জানেন যে, তাঁহারা এই পরিধিতে ভ্রাম্যমাণ।

সূর্য্যমণ্ডলের গুণ চর্ম্মচটকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিও না, যেহেতু এই দর্পণবিষয়ে গূঢ়দর্শী লোকেরাও বিস্ময়াপন্ন।

যদি আমাদিগের ভাব অগ্নিপূজক বালকগণ জ্ঞাত হয়, তবে অতঃপর আর সুফির খের্কা বন্ধকরূপে গ্রহণ করিবে না।

প্রেমের স্পর্দ্ধা করা ও সখার নিন্দাবাদ করা ইহা বিচিত্র বিপরীত স্পর্দ্ধা ; এরূপ প্রেমিকেরা বিচ্ছেদ ভোগেরই উপযুক্ত।

তাঁহার মুখমণ্ডল যে কেবল আমার দৃষ্টির দীপ্তিস্থল তাহা নয়, চন্দ্র সূর্য্য ও এই দর্পণকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

---

* প্রবঞ্চনা করিতেছে, অর্থাৎ গোপনে মদিরা পান করিয়া প্রকাশ্যে অস্বীকার করিতেছে।

সম্ভবতঃ তোমার নীল নয়ন আমাকে কাব শিখাইবে, অন্যথা সকল লোকে গুপ্তভাব ও প্রেমতত্ত্বা রক্ষা করিতে পারে না।

আমি নির্দ্ধন, এদিকে সুরা ও গায়কের আকাজ্ক্ষা রাখি হায়! যদি রোমশঃ খের্কা বন্ধক না রাখে!

যদি আধ্যাত্মিক পুণ্যধামে সমীরণ তোমার সৌরভ লইয়া যায় অস্তিত্বের রত্নস্বরূপ প্রজ্ঞা ও প্রাণ উৎসর্গ করিব।

যদি বিরাগী পুরুষ হাফেজের প্রেম না বুঝেন, তাহাতে ভয় কি? যে সকল লোক কোরাণ পাঠ করে তাহাদের নিকট হইতেই দৈত্য পলায়ন করে। ৯১।

—ঃ+ঃ—

গত রজনীর অন্তভাগে তিনি আমাকে অভিমান হইতে মুক্তি দিয়াছেন, এবং সেই তিমিরাচ্ছন্ন নিশিতে আমাকে অমৃতবারি প্রদান করিয়াছেন।

স্বরূপের জ্যোতি বিস্তারে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, জ্যোতির্ম্ময় পানপাত্র হইতে সুরা ইহলোকে আমাকে দান করিয়াছেন।

হায়! কি শুভ উষা ও কি শুভ নিশা ছিল, উহা শবেকদর-স্বরূপ, যাহাতে তিনি এই নবীন স্বত্ব আমাকে দান করিয়াছেন। *

যখন আমি তাঁহার মুখমণ্ডলের অনুরাগে বিহ্বল ও অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন লাত ও মনাত প্রতিমার অবস্থার তত্ত্ব আমাকে দান করিয়াছেন †।

---

* রমজান মাসের সপ্তবিংশতি রজনী শবেকদর। এই নিশায় যে ধর্ম্মসাধনা হয় তাহা সহস্র মাসের ধর্ম্মসাধনার তুল্য।

† মনাত এক প্রতিমার নাম, তাহাকে শোয়েব সম্প্রদায়ের

আমি যদিচ আপ্তকাম ও আনন্দিত হইয়াছি, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? আমি উপযুক্ত ছিলাম, সুতরাং তিনি এ সকল আমাকে জকাত স্বরূপ দান করিয়াছেন * ।

অতঃপর আমার মুখমণ্ডল ও সখার রূপদর্পণ সার, যেহেতু তিনি সেখানে স্বরূপের দীপ্তির তত্ত্ব আমাকে দান করিয়াছেন ।

সে দিবস প্রত্যাদেশবাহক দেবতা আমাকে এই সম্পদের সুসংবাদ দিয়াছেন যে তোমার বিরহ শোকের ব্যাপারে আমাকে স্থিরতা ও সহিষ্ণুতা দান করিয়াছেন ।

এই সকল শর্করা ও মিষ্টরস যে, আমার বাক্য হইতে বর্ষিত হইতেছে, সেই শাখেনবাতের সম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণের পুরস্কার স্বরূপ আমাকে দান করিয়াছেন † ।

গুরু অগ্নিপূজকদিগের দাসত্ব স্পর্শমণিস্বরূপ হয়, তাঁহার (দ্বারের) যাই ধূলি হইয়াছি, তিনি কত উচ্চ পদ আমাকে দান করিয়াছেন ।

সেই দিবস নিত্য জীবনে আমি নীত হইলাম, যে দিবস তিনি উত্তম আত্মবিনাশে আমাকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন ।

লোকেরা পূজা করে। লাত প্রতিমা বিশেষ° আরবের হজিল ও খজায়া পরিবার তাহাকে পূজা করিয়া থাকে ।

* বার্ষিক আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যে, ধর্ম্মার্থ দান করা হয় তাহাকে জকাত বলে ।

† খাজাহাফেজের এক প্রেমিকার নাম শাখেনবাত, তিনি এক সময় তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। শাখেনবাতের অন্ত অর্থ মিছরির ডালি। ইহার ভাব সাংসারিক সুখও হইতে পারে। শাখে নবাতে বীতরাগ হওয়াতেই ঈশ্বরকৃপায় তিনি কবিত্ব লাভ করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার হৃদয়ে প্রত্যাদেশের দার উন্মুক্ত হয়।

যখন প্রেমিক তোমার কুঞ্চিত কুন্তলের জালে আবদ্ধ হইল, তখন শোক ক্রোধের বন্ধন হইতে তিনি আমাকে মুক্তিদান করিয়াছেন।

হাফেজের প্রার্থনা ও প্রাতরুত্থানকারী সাধকদিগের পবিত্র নিশ্বাসের শুভ ফল ছিল যে, আমাকে সাময়িক শোকের বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিয়াছে। ৯২।

—:)*(:—

গত রজনীতে দেখিয়াছি যে, দেবগণ সুরালয়ের দ্বারে আঘাত করিলেন, আদি পুরুষ আদমের মৃত্তিকা ধৌত করিলেন ও পানপাত্রযোগে তাহাকে আঘাত করিলেন *।

পুণ্যধামের নিভৃত নিকেতননিবাসিগণ মাদৃশ পথিকের সঙ্গে প্রমত্ততার সুরা পান করিলেন।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমার ও তাঁহার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে স্বর্গাঙ্গনাগণ নৃত্য করত কৃতজ্ঞতার পানপাত্র পান করিলেন।

বাহাত্তোর প্রকার ধর্মমত সম্বন্ধীয় বিরোধ সকলের আপত্তি রাখিয়া দাও, যখন তাঁহারা সত্য দর্শন করেন নাই তখন অসত্য কাহিনীর পথ আশ্রয় করিলেন †।

---

* গত রজনী অধ্যাত্ম জগৎ, অর্থাৎ অধ্যাত্ম জগতে দেখিয়াছি যে, দেবগণ প্রেমনিকেতনের দ্বারে আঘাত করিতেছেন, ও তাহা হইতে প্রেমের পানপাত্র সকল আহরণ করিতেছেন, এবং আদমের মৃত্তিকারূপ দেহকে নিক্ষেপ করিয়া প্রেমরসে জড়িত করিতেছেন।

† সুন্নিদলকে পৃথক করিলে মোসলমানগণ বাহাত্তোর সম্প্রদায়ে বিভক্ত। খাজা হাফেজ বলিতেছেন যে সেই বাহাত্তোর

প্রেমবিন্দু নির্জনবাসীদিগের হৃদয়কে নিহত করিয়াছে, যেমন সখার মুখমণ্ডলস্থিত সেই তিলবিন্দু করিল।

যখন আদি পুরুষ আদমকে একটি গোধূম কণিকাতে পথচ্যুত করিয়াছে তখন আমরা শতবিধ আত্মাভিমানসত্ত্বে কেন পথচ্যুত হইব না *।

যে অনল খণ্ডের প্রতি দীপ ব্যঙ্গ করে, তাহা অনল নয়, উহাই প্রকৃত অনল যে পতঙ্গের সুম্পত্তিপুঞ্জ ভস্মীভূত করিল।

হাফেজের ন্যায় কি কেহ ভাবস্বরূপ মুখমণ্ডল হইতে আবরণ উন্মোচন করিয়াছে যে বাণীরূপ নববধূর কুঞ্চিত কুন্তলে চিরুণী সঞ্চালন করিল † ?

আমার হৃদয় তোমার দর্শনের যুগে কুসুম কাননের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে, সে সরল তরুর ন্যায় বদ্ধমূল হয়, লালা কুসুমের ন্যায় অন্তরে কলঙ্ক ধারণ করে।

কাহারও কার্ম্মুকরূপ ভ্রূর নিকটে আমার মস্তক অবনত হয় না, যেহেতু প্রান্তৈকনিবাসীদিগের চিত্ত সংসারের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে।

অন্ধকার রজনীতে যখন গাত্রোত্থান করি, দেখি তোমার

সম্প্রদায়ই ভ্রান্তিপূর্ণ, পরস্পর অসত্য লইয়া বিবাদ করে। এক সুন্নিসম্প্রদায়ই সত্য।

* মোহম্মদীয় শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, আদম গোধূমের লোভে স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন, গোধূম ভক্ষণে ঈশ্বরের নিষেধ ছিল।

† অর্থাৎ প্রথম অবস্থাতে কেহ হাফেজের ন্যায় কবিতা রচনা করিয়া ভাব ও চিন্তার মুখ হইতে আবরণ উন্মুক্ত করে নাই। বাক্যের কুন্তলে চিরুণী সঞ্চালনের অর্থ বাক্যবিন্যাসে লেখনি চালনা।

কুঞ্চিত কুন্তলের ন্যায় সংসারের বক্র পথ, কিন্তু তখন তোমার বদনরূপ উজ্জ্বল আলোক দীপ ধারণ করে।

বনোফ্‌শার প্রতি আমি বিরক্ত, * যেহেতু সে তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, তুমি দেখ, সেই হীন মূল্য কৃষ্ণ বস্তু অন্তরে কিংপ্রারণ করে।

তোমার কুন্তল মুখজ্যোতির সাহায্যে সমুদায় রাত্রি মানস পথে চুরি করে, কি এক সাহসী চোর যে, হস্তে দীপ ধারণ করে।

যদি বর্ষার বারিদের ন্যায় এই উদ্যানে ক্রন্দন করি ঠিক হয়, দেখ কাক বোল্‌বোলের কুলায়ে আমোদ করে।

আমার ও নিশান্তদীপের পরস্পর রোদন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু আমরা উভয়ে দগ্ধ হইলাম, এবং আমাদিগের প্রতি আমাদের সখা বিরাগ প্রদর্শন করে।

হাফেজের বিষণ্ণ মন না প্রেম শিক্ষার বাসনা রাখে, না উদ্যানে যাইবার অভিলাষ রাখে, না তামাসা দেখিবার ইচ্ছা করে। ৯৩।

—:○:—

দীর্ঘকাল হইল চিত্তহারী সখা কোন লিপি প্রেরণ করেন নাই ও কোন কথা লিখেন নাই, এবং একটি সলাম প্রেরণ করেন নাই।

আমি শত লিপি প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু সেই সেনানায়ক একজন পদাতিক ও একখানা পত্র প্রেরণ করেন নাই।

মাদৃশ বুদ্ধিভ্রষ্ট বাল্য প্রকৃতি লোকের নিকটে একজন চকোরগতি মৃগ সদৃশ চতুর পুরুষ প্রেরণ করেন নাই।

* বনোফ্‌শা তৃণজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্। তাহার শাখা সকল নিতান্ত সূক্ষ্ম, পুষ্প নীল বর্ণ, ইহা ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বনোফ্‌শার সূক্ষ্ম শাখাশ্রেণী কেশগুচ্ছ তুল্য।

তিনি জ্ঞাত আছেন যে, আমার মনোবিহঙ্গ হস্তচ্যুত হইতে উদ্যত, তথাপি তিনি সেই চিকুরপুঞ্জ হইতে শৃঙ্খলের ন্যায় জাল প্রেরণ করেন নাই।

হাফেজ বিনম্র হও, যদি মহারাজ দাসের প্রতি কোন সংবাদ প্রেরণ না করেন, তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার কোন প্রশ্ন হইতে পারে না। ৯৪।

—):-:(—

গত কল্য সুরাবণিক্ গুরু (তাঁহার স্মরণ কল্যাণযুক্ত হউক) বলিলেন, "সুরা পান কর, মানসিক ক্লেশ বিস্মৃত হও"।

আমি বলিলাম, "মদিরা নাম যশঃ লাজ সম্ভ্রম বিনষ্ট করে।" তিনি বলিলেন, "কথা মান্য কর ও যাহা হয় হউক।

"সম্পদের লাভ ও ক্ষতি যখন থাকিবে না তখন এ বিষয়ের জন্য বিষণ্ণ হইও না, সন্তুষ্ট থাক।"

গোলাপ কুসুম কণ্টকশূন্য নয়, মক্ষিকার হুলাঘাতশূন্য মধুও নয়, উপায় কি? সংসারের গঠনই এই প্রকার হইয়াছে।

পানপাত্র সুরাতে পূর্ণ কর, এবং মুহুর্মুহুঃ তাহার নিকটে নরপাল জমশেদ ও কয়কবাদের কাহিনী শ্রবণ কর।

এই বাসনায় আছি যে, মন কোনরূপে শান্তি লাভ করিবে, প্রাণ বক্ষঃস্থলে তাঁহার প্রেমের বেদনা স্থাপন করিয়াছে।

যে স্থলে সম্রাট্ সোলয়মানের সিংহাসন বিলুপ্ত হয়, সে স্থানে যদি কোন বিষয়ে হৃদয় স্থাপন কর, তুমি শূন্যহস্ত হইবে।

হাফেজ, যদি জ্ঞানীদিগের উপদেশে তোমার বিরক্তি হয়, তবে কথা খর্ব্ব করিতেছি, তোমার দীর্ঘায়ুঃ হউক। ৯৫।

—:):(:—

বিগত রজনীতে আমাদের মণ্ডলীমধ্যে তোমার কুঞ্চিত কুন্তলের কাহিনী হইয়াছে, অর্দ্ধনিশা পর্য্যন্ত তোমার চিকুরশৃঙ্খলের কথা হইয়াছে।

হৃদয় যে তোমার নয়নবাণে শোণিতাক্ত হইতেছিল সে পুনর্ব্বার কার্ম্মুকশ্লাঘনীয় তোমার ভ্রূযুগলের প্রতি অনুরাগী হইয়াছে।

পরমেশ্বর বসন্ত সমীরণকে ক্ষমা করুন, যেহেতু সে তোমার কিছু সংবাদ আনয়ন করিয়াছে, অন্যথা আমি তাহাদের কাহারও নিকট পঁহুছিতে পারি নাই, যাহারা তোমার পল্লীনিবাসী হইয়াছে।

আমি বিভ্রান্ত হইয়াও নিরাপদ ছিলাম, তোমার কৃষ্ণ অলকা-পুঞ্জ আমার পথে জালস্বরূপ হইয়াছে।

প্রেমের গোলযোগের সংবাদ জগৎ কিছুই জানিত না, তোমার কুহকময় চক্ষু জগতের বিপ্লবকারী হইয়াছে।

তুমি তনুচ্ছদ উন্মোচন কর, তাহা হইলে আমার হৃদয় উন্মুক্ত হইবে, আমার যে উন্মুক্তভাব ছিল, তোমার পার্শ্বোপবেশনেই হইয়াছে।

তোমার হিতৈষিতার দোহাই, তুমি হাফেজের সমাধির উপর গমন করিও, তোমার প্রতি অনুরাগের অবস্থায় সে ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতেছে। ৯৬।

—:)*(:—

আদিমকালে তোমার সৌন্দর্য্য জ্যোতি প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়, প্রেমের উদয় হইল ও সমুদায় জগতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

তাঁহার মুখমণ্ডলের জ্যোতি দেবতারা দেখিলেন, প্রেমিক

হইতেন না, এই খেদে মহা বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, এবং আদমেতে সংলগ্ন হ ল।

শক্র চাহিয়াছিল যে, গূঢ়তত্ত্বের কৌতূহল দর্শনে উপস্থিত হয়, দৈবহস্ত প্রকাশিত হইল ও সেই অমর্ম্মজ্ঞ লোকের বক্ষে আঘাত করিল।

বুদ্ধি ইচ্ছা করিতেছিল যে, সেই প্রেমের অগ্নি হইতে দীপ প্রজ্বলিত করে, দুঃখবিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল ও পৃথিবীকে চমকিত করিয়া তুলিল।

দেবতারা তোমার মুখমণ্ডলের অভিলাষ করিয়াছেন, সেই কুঞ্চিতকুন্তলে হস্তার্পণ করিয়াছেন।

অন্য লোকে সম্পূর্ণরূপে আমোদ আহ্লাদের উপর ভাগ্যের পাশা খেলিয়াছে, আমার মন শোকার্ত্ত ছিল, শোকের উপর খেলিয়াছে।

যে দিবস ধন সম্পত্তি ও মনের আমোদ বিসর্জ্জন করিয়াছে সেই দিবসই হাফেজ তোমার প্রেমের আনন্দলিপি লিখিয়াছে। ৯৭।

—ঃ-§-ঃ—

বিগত নিশাতে তিনি আগমন করিতেছিলেন, এবং মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত ছিল, তখন আর আমার শোকার্ত্ত দগ্ধ মন কোথায়?

তাঁহার পাপরূপী কৃষ্ণ অলক ধর্ম্মপথে চুরি করিতেছিল, সেই পাষাণহৃদয় আপন পথে বদনমণ্ডলযোগে দীপ ধারণ করিয়াছিল।

হৃদয় বহু শোণিত সঞ্চয় করিয়াছিল, কিন্তু নয়ন তাহা বিসর্জ্জন করিয়াছে। হে ঈশ্বর, হায়! কে সঞ্চয় করিল, এবং কে বিনাশ করিল *।

* বিরহশোকার্ত্ত প্রেমিকগণ শোণিতাশ্রু বর্ষণ করেন,

সখাকে সংসারের বিনিময়ে বিক্রয় করিও না, যেহেতু যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট মুদ্রায় ইয়ুসোফকে বিক্রয় করিয়াছিল সে অধিক লাভমান হয় নাই। *

তিনি প্রেমিকদিগের প্রাণকে স্বীয় মুখাগ্নির সর্ষপস্বরূপ জানিতেছেন, মুখানল এই সর্ষপদগ্ধ কার্য্যেই প্রজ্বলিত হইয়াছে।

যদিচ তিনি বলিয়াছিলেন যে, হীনরূপে তোমাকে বধ করিব, কিন্তু দেখিতে ছিলাম যে মাদৃশ দগ্ধ হৃদয়ের প্রতি গোপনে তাঁহার দৃষ্টি আছে।

তিনি বলিলেন, এবং উত্তম বলিলেন, হাফেজ, যাও, খের্কা দগ্ধ করিয়া ফেল; হে ঈশ্বর, তিনি কাহার নিকটে এই মনের ভাব জানিতে শিক্ষা করিয়াছেন। ৯৮।

—:*:—

গত রজনীতে সমীরণ দেশান্তরগত সখার সংবাদ দান করিয়াছে, আমিও প্রাণ উৎসর্গ করিব, যাহা হয় হউক।

আমার অসহায় মন তোমার কুঞ্চিত কুন্তলে আবদ্ধ হইয়া কখনও বলে নাই যে, প্রিয় বাসস্থান স্মরণ হউক।

পারস্য কবিগণ সচরাচর এরূপ বর্ণন করিয়াছেন। ক্রন্দন করিতে করিতে লোকের নয়নদ্বয় লোহিত বর্ণ হয়, তাহাতে বোধ হয় অশ্রুকেও শোণিত কল্পনা করা হইয়াছে।

* ইয়কুব নামক কেনানদেশীয় পরম ধার্ম্মিক পুরুষের রূপগুণশালী কনিষ্ঠ পুত্র ইয়ুসোফ ছিলেন। ইয়ুসোফের প্রতি পিতার সমধিক স্নেহ অনুরাগ দেখিয়া ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ছলে কৌশলে তাঁহাকে অরণ্যে লইয়া গিয়া এক পুরাতন অন্ধকূপে বিসর্জ্জন করে। পরে এক সওদাগর তাঁহাকে কূপ হইতে উঠাইয়া লয়, এবং মিসর দেশে লইয়া গিয়া সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে।

যখন নিকুঞ্জে সমীরণ কুসুমকোরকের গুচ্ছের বন্ধন উন্মোচন করিতেছিল তখন তোমার স্মরণে আমার মন প্রফুল্ল হইয়াছিল।

যে স্থানে সমীরণ নরগস কুসুমের মস্তকে শিরস্ত্রাণ স্থাপন করিল, সে স্থানে তোমার মুকুট আমার মনে পড়িল।

আমার অবস্থা এতদূর হইয়াছে যে, রজনীমুখে ও প্রভাতে প্রদীপ্ত বিদ্যুৎ বায়ুকে সহচর করিয়া থাকে *।

আমার দুর্ব্বল প্রাণ হস্তচ্যুত হইয়াছিল, প্রাতঃকালে সমীরণ তোমার দর্শনের সৌরভ দামে আমাকে পুনর্ব্বার প্রাণ দান করিয়াছে।

অদ্য আমি প্রেমাস্পদদিগের উপদেশের মূল্য বুঝিয়াছি, হে ঈশ্বর, আমার উপদেষ্টাদিগের প্রাণ তোমাতে সুখী হউক।

সখাব দর্শনের রজনীই আমার আনন্দের কাল; যৌবনকাল ও বন্ধুদিগের সহবাস স্মরণ হউক।

হাফেজ, তোমার সুস্বভাব তোমার অভীষ্ট সাধন করিয়াছে, সুস্বভাবশালী লোকদিগের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গীকৃত হউক।৯৯।

—:○:—

যে অনুরাগে কেবল বিদ্যুৎই প্রার্থনার বিষয় হয়, তাহাতে যদি সম্পত্তিপুঞ্জ দগ্ধ হয় তত আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

অন্তর্ব্বেদনার সঙ্গে যে পক্ষীর বন্ধুতা আছে, তাহার জীবনের শাখীতে সুখপল্লব উদগত হয় না।

* অর্থাৎ আমার এই ঘটিয়াছে যে প্রতি প্রাতঃসন্ধ্যা শোক-পূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ও বিলাপধ্বনি করিতেছি। বিদ্যুৎ ও বায়ু অর্থে দীর্ঘ নিশ্বাস ও বিলাপধ্বনি।

প্রেমের কার্য্যালয়ে ধর্ম্মদ্রোহিতা অনিবার্য্য, আবুলহব না থাকিলে অনল কাহাকে দগ্ধ করিবে * ?

প্রাণ সমর্পণকারীদিগের ধর্ম্মে গুণ জ্ঞান স্থান পায় না, এস্থলে বংশগৌরব ও ধন মর্য্যাদা নাই।

যে সভাতে সূর্য্য এক রেণুরূপে পরিগণিত, সেখানে আপনাকে শ্রেষ্ঠরূপে দর্শন করা নীতি বহির্ভূত।

মদিরা পান কর, যদি জগতে নিত্য জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্বর্গীয় সুরা ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহা পাইবার উপায় নাই।

হাফেজ, তোমার ন্যায় দীনহীনের সঙ্গে সখার সম্মিলন সেই দিনে হইবে যে দিনের সঙ্গে রজনীর যোগ নাই।

আমার চিত্ত চন্দ্রানন বন্ধুদিগের প্রেম ভিন্ন অন্য পথ গ্রহণ করে না, নানা প্রকার উপদেশ দিতেছি, কিন্তু গ্রহণ করে না।

দোহাই ঈশ্বরের হে উপদেষ্টা, তুমি সুরা ও গায়কের কাহিনী বল, যেহেতু ইহা অপেক্ষা কোন চিত্র আমার ভাবপটে সুন্দররূপে অঙ্কিত হইতেছে না।

লুকাইয়া সুরাভাণ্ড বহন করিতেছি, লোকে কাগজের পুলিন্দা মনে করিতেছে, এই প্রবঞ্চনার অগ্নি যদি কার্য্যলিপিকে দগ্ধ না করে আশ্চর্য্যের বিষয়।

হে উপদেষ্টা, উপদেশ খর্ব্ব কর, ঢোলক এবং বংশি ধ্বনিতে আমাকে যোগ দিতে দাও, যেহেতু এই ধাতুতে (ঢোলক ও বংশীতে) সরলতা ভিন্ন অন্য কোন ভাব প্রতিফলিত হইতেছে না।

---

* আবুলহব কোরেশ বংশীয় একজন প্রধান পুরুষ ছিল, সেই ব্যক্তি হজরত মোহম্মদের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেই পাপে তাহাকে নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়।

মধূর্থবর্ত্তিকার দীপের ন্যায় এই সভাতে আমি রোদনের মধ্যে হাসিতেছি, আমার জিহ্বা অগ্নিময়, কিন্তু সংক্রামিত হইতেছে না *।

তাঁহার নয়ন ও আনন ঈদৃশ লাবণ্যযুক্ত, তুমি তাঁহা হইতে নয়ন ফিরাইতে বলিতেছ, তুমি চলিয়া যাও, যেহেতু এই অর্থশূন্য উপদেশ আমার অন্তরে সঞ্চারিত হইতেছে না।

প্রমত্ত প্রেমিকদিগকে উপদেশ দান করা, না ঈশ্বরাদেশের সঙ্গে বিবাদ করা, তাহার মন বড় সঙ্কুচিত দেখিতেছি, সে পানপাত্র কেন গ্রহণ করিতেছে না।

তুমি আমার হৃদয়কে কেমন সুন্দর শিকার করিয়াছ, তোমার প্রমত্ত নয়নকে আদর করি। যেহেতু কেহ বন্য মৃগকে ইহা অপেক্ষা উত্তমরূপে শিকার করিতেছে না।

আমার প্রয়োজন বিষয়ে কথা বলা আর প্রেমাস্পদে বিরাগপ্রকাশ করা, হে মন, মন্ত্র প্রয়োগে কি লাভ? যেহেতু তাহা চিত্তহারীতে সংক্রামিত হইতেছে না।

দোহাই ঈশ্বরের, হে ধনশালিন্! কিঞ্চিৎ দয়া কর, যেহেতু তোমার দ্বারের ভিক্ষুক অন্য দ্বার জানে না, অন্য পথ গ্রহণ করিতেছে না।

আমি অগ্নিপূজকের অলৌকিক বীরত্ব দেখিয়াছি, যেহেতু

---

* অর্থাৎ আমি ক্রন্দন করিতে করিতে হাসিয়া ফেলিতেছি, যেহেতু এই সভাতে মধূর্থবর্ত্তিকার দীপের ন্যায় আমার অগ্নিময়ী জিহ্বা, কিন্তু প্রেমাস্পদে সংক্রামিত হইতেছে না। দীর্ঘ নিশ্বাস ও বিলাপকে অগ্নিময়ী জিহ্বা বলা হইয়াছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ও বিলাপ প্রেমাস্পদে সংক্রামিত হইতেছে না, এই আশ্চর্য্য ব্যাপারে আমি কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলি।

তিনি এই কলিকাতার থের্কাকে একটি পানপাত্রের বিনিময়ে গ্রহণ করিতেছেন না।

আমি সেই রাজাধিরাজসম্বন্ধে আশ্চর্য্যান্বিত যে, এই সরস ও সুমিষ্ট কবিতার জন্য হাফেজের সর্ব্বাঙ্গ কেন সুবর্ণ মণ্ডিত করিতেছেন না। ১০০।

—:(০):—

সুখস্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমার হস্তে পানপাত্র ছিল, সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই হইল যে, জীবনের ক্রিয়া সম্পদে সমর্পিত।

চল্লিশ বৎসর দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, পরিণামে আমার দুঃখের প্রতীকার দ্বৈবার্ষিকী মদিরার হস্তে সমর্পিত হইল।

অধ্যাত্ম রাজ্যে সেই অভিসন্ধিরূপ কস্তুরিকা অন্বেষণ করিতেছিলাম, সুগন্ধ কুঞ্চিত কুন্তলশালিনী প্রতিমার কুন্তলে তাহা ছিল।

প্রেমের মত্ততা আমার অস্তিত্বকে হরণ করিয়াছিল, সম্পদ্ অনুকূল ছিল, এবং পানপাত্রে সুরারস ছিল *।

বিচার প্রার্থনা ও বিলাপ করিতে করিতে মদিরালয়ে যাইতেছি, যেহেতু সেই স্থানে দীর্ঘনিশ্বাস ও বিলাপে আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়।

দুঃখরূপ শোণিত পান করিতেছি, কিন্তু নিন্দার অবকাশ নাই, দানভাণ্ডারে এই দানই আমার ভাগে ছিল।

উষাকালে যখন নিকুঞ্জস্থ বিহঙ্গের কার্য্য দীর্ঘ নিশ্বাস ও বিলাপ ছিল, তখন পুষ্পোদ্যানের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

যে ব্যক্তি প্রেমের বীজ বহন করে নাই সে সৌন্দর্য্যের কোন

---

* পানপাত্রে সুরারস ছিল, অর্থাৎ জীবন অবশিষ্ট ছিল যে, প্রেমাস্পদের দর্শনরূপ সুরা জীবনপ্রদায়িনী হইয়াছে।

পুষ্প চয়ন করে নাই, সে বিপদ্-ঝটিকার সঞ্চরণ ভূমি হইতে হৃদয় কুসুমের সংরক্ষক হইয়াছে।

উদ্যানসমীরণ বিহঙ্গকুলের অন্তরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে, তজ্জন্য লালাকুসুমের অন্তরে কালিমা পড়িয়াছে *।

যাহার নিকটে সংগ্রামকালে সিংহবিজয়ী প্রভাকর মৃগশিশু অপেক্ষা হীনবল, তিনি সেই মহাপরাক্রম মহারাজ।

মহারাজের প্রশংসাসূচক হাফেজের মনোহারিণী কবিতা দেখিলাম, সেই কবিতাবলীর এক একটি কবিতা শত পুস্তিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ১০১।

—:§:—

প্রেমবেদনা সহ ক্ষণকাল যাপন করার সঙ্গে পৃথিবীর রাজত্ব একেবারেই উপযুক্ত হয় না, আমার বৈরাগ্য বস্ত্র খের্কা সুরার বিনিময়ে বিক্রয় কর, যেহেতু ইহা অপেক্ষা উত্তম উপযুক্ততা নাই।

সুরাবণিকের পল্লীতে তাহারা একটি পানপাত্র পাইলে গ্রহণ করে না; আশ্চর্য্য, সেই বিরাগীগণ একটি পানপাত্রের উপযুক্ত হইতেছে না।

সহযোগী প্রেমিক আমাকে ভৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তুমি এই দ্বার হইতে চলিয়া যাও, একি ঘটিল যে, আমার এই মস্তক এই দ্বারের মৃত্তিকার উপযুক্ত হইতেছে না।

তোমার পক্ষে সেই শ্রেয়ঃ যে, অনুরাগী জন হইতে নিজের মুখ লুক্কায়িত কর, যেহেতু তোমার রাজ্যলাভের ব্যাকুলতা আছে, সৈন্যনাশের শোক উপযুক্ত হইতেছে না।

সংসারের জন্য এই মানসিক ক্ষুণ্ণতার কালিমা ধৌত করিয়া

---

* লালা নামক পুষ্পের অভ্যন্তরভাগ কৃষ্ণবর্ণ।

ফেল, একভার বাজারে নানা সম্পদসহ লোহিত সুরার সঙ্গে (সংসার) উপযুক্ত হইতেছে না।

স্বদেশ ও সখা লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু পারস্য-দেশের কথা কি, সমগ্র পৃথিবী পাইলেও এই ক্লেশের প্রতিশোধ হইতেছে না।

লাভের আশায় অর্ণবযাত্রার ক্লেশ প্রথমতঃ অত্যন্ত সহজ বোধ হইতেছিল, ভুল বলিয়াছি, যেহেতু শত মুক্তাফলেও তাহার এক একটি তরঙ্গের ক্লেশের পরিশোধ হইতেছে না।

যাও বৈরাগ্যধনপুঞ্জ অন্বেষণ কর, সুখপ্রান্তে উপবিষ্ট হও, যেহেতু মুহূর্ত্তকাল ক্ষুণ্ণমনা হওয়ায় জলস্থল লাভেও প্রতিশোধ হইতেছে না।

হাফেজের ন্যায় বৈরাগ্যের দ্বার অন্বেষণ কর, নীচ সংসারকে ছাড়িয়া দাও, যেহেতু নীচ জন কর্ত্তৃক উপকার একটী যবকণিকার তুল্য ; শতমন সুবর্ণের বিনিময়েও উহার কোন মূল্য হইতেছে না। ১০২।

—:(*):—

বন্ধুতারূপ তরু স্থাপন কর, তাহাতে মনোরথফল ফলিবে, শত্রুতারূপ বৃক্ষ উন্মূলন কর, কেন না তাহা অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করে।

যদি সখার অবাধাতাচরণজনিত ক্লেশ তোমাকে মুহ্যমান করিয়া থাকে, যখন তুমি সুরালয়ের অতিথি হইয়াছ তখন প্রমত্ত লোকদিগের সঙ্গে আমোদে রত থাক।

সহবাসের রজনীকে প্রচুর জ্ঞান কর ও চূড়ান্ত রূপে আমোদ আহ্লাদ কর, কাল বহু ঘুরিয়া বেড়ায়, বহু দিবারাত্রি আনয়ন করে।

হে মন, জীবনের বসন্ত প্রার্থনা কর, নতুবা এই উদ্যান (সংসার) প্রতিবৎসর শ্বেতী কুসুমের ন্যায় শত কুসুম বোল্ বোল্ পক্ষীর ন্যায় সহস্র পক্ষী আনয়ন করে।

দোহাই ঈশ্বরের, যখন তোমার কুঞ্চিত কুন্তলে আমার আহত মন সুস্থির হইয়াছে, তখন সুমিষ্ট অধরকে আদেশ কর যেন প্রাণকে সুস্থির করে।

হে মন, তুমি কার্য্যে বাহির হইয়াছ, যেহেতু শোকের শত মন ভার বহন করিতেছ, যাও এক গণ্ডূষ পান কর তাহাতে প্রকৃতিস্থ হইবে।

যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়, তবে এই উদ্যানে (সংসারে) এই বার্দ্ধক্যে হাফেজ স্রোতস্বতীর কূলে বাস করিবে ও এক সরল তরুকে (সখাকে) ক্রোড়ে ধারণ করিবে। ১০৩।

—:০:—
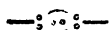
গত নিশায় আসফের নিকেতন হইতে সুসমাচারের পদাতিক আগমন করিয়াছে, মহাত্মা সোলয়মান হইতে আনন্দের ইঙ্গিত আসিয়াছে *।

আমার জীবন-মৃত্তিকাকে সুরারসে কর্দ্দম কর, পতিত হৃদয়ে বসতি হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

লোকে সখার সৌন্দর্য্যের অশেষ বর্ণনা করিয়াছে, যে সকল বচন বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহার বহু সহস্র একটী অক্ষরমাত্র।

---

* রাজাধিরাজ সোলয়মানের মন্ত্রীর নাম আসফ এস্থলে আসফ অর্থে স্বীয় গুরু, সোলয়মান অর্থে আধ্যাত্মিক সখা, অথবা হজরত মোহম্মদ।

সাবধান! এই সুরাসিক্ত খের্কা দ্বারা আমার দোষ ঢাকিয়া রাখ, যেহেতু সেই পূতচরিত্র এস্থলে দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন।

আজ প্রত্যেক সুশ্রী পুরুষের অবস্থা প্রকাশ পাইবে, যেহেতু সেই সভার শোভাবর্দ্ধন-চন্দ্রমা উচ্চাসনে সমাগত হইয়াছেন।

মন, তাঁহার চতুর চক্ষু হইতে আপন ধর্ম্মকে বাঁচাও, যেহেতু ধনুর্দ্ধরমুগ্ধকরী নয়ন লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে আসিয়াছে।

রাজসভা নদীস্বরূপ, তাহা প্রাপ্ত হও, সুসময় চিনিয়া লও, হাঁ হে ক্ষতিগ্রস্ত, বানিজ্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

হাফেজ, তুমি কলুষিত, কিঞ্চিৎ করুণা মহারাজের নিকটে ভিক্ষা কর, যেহেতু সেই বীরত্বের নিদান পাপীদিগের শুদ্ধতাবিধানের জন্য আগমন করিয়াছেন। ১০৪।

—:০:—

এক্ষণ আমার নিকটে জ্ঞান, ধৈর্য্য ও মনের প্রত্যাশা করিও না, সেই গাম্ভীর্য্য যাহা তুমি দেখিয়াছিলে সমুদায় বিনাশ পাইয়াছে।

সুরা নির্ম্মল হইয়াছে, উদ্যানবিহঙ্গগণ মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, প্রেমিকের উপযুক্ত কাল উপস্থিত, ক্রিয়া মূলেতে পঁহুছিয়াছে।

জগতের ভাবগতিতে কল্যাণের সৌরভ আঘ্রাণ করিতেছি, কুসুম আনন্দ আনয়ন করিল ও সহর্ষ বসন্ত সমীরণ উপস্থিত হইল।

অয়ি গুণের নববধূ, তুমি দুঃসময়ের নিন্দা আর করিও না, সৌন্দর্য্য পল্যঙ্ককে সজ্জিত কর যেহেতু বর আসিয়াছে।

হে মেসরের ইয়ুসোফ, জোলয়খার প্রতি উৎপীড়ন মনোনীত

করিও না যেহেতু প্রেমেতেই তাহার সম্বন্ধে ঈদৃশ অবিচার হইয়াছে * ।

মনোহারিণী উদ্ভিদ্‌কামিনীগণ অলঙ্কার পরিধান করিয়াছেন, কেবল আমার চিত্তহারীই ঈশ্বর প্রদত্ত সৌন্দর্য্য সহ উপস্থিত হইয়াছেন ।

যে সমস্ত তরুর ফলসম্পর্ক রহিয়াছে ; তাহারা ভারাক্রান্ত ; সুখী সরলতরু যে, শোকবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে ।

গায়ক হাফেজের কথানুসারে একটি মিষ্ট গজল পাঠ কর, তাহা হইলে বলিব আমার সুখ সময় স্মরণ হইয়াছে । ১০৫ ।

—:*:—

দীন ভিক্ষুদিগের বদনসৌন্দর্য্যে হৃদয়ভাণ্ডার সমর্পণ করিও না, তাহা একজন রাজতুল্য লোকের হস্তে অর্পণ কর যে, সম্মানিত করিবে † ।

হৈমবায়ুর অত্যাচার সকল তরু বহন করিতে পারে না, আমি সরল বৃক্ষের সৎসাহসের দাস যে, সে এই ক্ষমতা রাখে ।

সুরাক্রয়ে কুসুম বিসর্জ্জনের ন্যায় ধন বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইও না, তাহা হইলে বিবেক শত দোষে তোমাকে দোষী করিবে ।

---

* জোলয়খানাম্নী নারী ইয়োসোফনামক যুবার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, ইয়ুসোফ জোলয়খার প্রতি বীতরাগ ছিলেন ।

† এস্থলে দীনভিক্ষুক বাহ্যিক প্রেমাস্পদ । রাজতুল্যলোক আধ্যাত্মিক প্রেমিক । অর্থাৎ বাহ্যিক লোকের প্রতি প্রেমিক হইও না, আধ্যাত্মিক প্রেমিক হও ।

আধ্যাত্মিক গূঢ়তত্ত্ব কেহই অবগত নহে, তুমি স্পর্দ্ধা করিও না। কোন্ তত্ত্বজ্ঞ এই অন্তঃপুরে চিত্তকে রাখিয়াছে ?

আমার মন যে নিঃসঙ্গতার স্পর্দ্ধা করিতেছিল এক্ষণ সে তোমার চিকুরের সৌরভে ঊষাসমীরণের সঙ্গে শত কার্য্যব্যস্ততায় রহিয়াছে।

মনোরথ কাহার নিকটে খুঁজিব, যেহেতু এমন কোন মনের মানুষ নাই যে, নয়ন জ্যোতিঃ ও কৃপাপঙ্ক্তি রাখে।

হাফেজের কবিতা—সমুদায় গজলনামক পদ্য আধ্যাত্মিক হয়, তাহার মনোহর জীবন ও সুকোমল বাক্য ধন। ১০৬।

—:+:—

যে পর্য্যন্ত মনোরথসিদ্ধি না হয়, আমি অন্বেষণে নিবৃত্ত হইব না; হয় প্রাণ সখাকে পাইবে, কিংবা প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবে।

মৃত্যুর পর আমার সমাধিকে উন্মুক্ত করিয়া দেখিও, আমার মানসাগ্নির ধূম কফনের (শবাচ্ছাদিত বস্ত্রের) ভিতর হইতে নির্গত হইতেছে দেখিবে।

মুখমণ্ডল প্রদর্শন কর, লোক সকল অস্থির ও ব্যাকুল হইবে, অধর উন্মুক্ত কর, নর নারী হইতে কোলাহল সমুত্থিত হইবে।

প্রাণ ওষ্ঠাগত ও মনেতে খেদ, যেহেতু প্রাণ দেহ হইতে নির্গত হইতেছে, তাঁহার অধরোষ্ঠ হইতে কিছুই অভীষ্ট লাভ হয় নাই।

তোমার বদনমণ্ডলের জন্য খেদে আমার প্রাণ জড়ীভূত হইয়াছে, কবে দুঃখীদিগের মনোরথ সেই মুখমণ্ডলের দ্বারা পূর্ণ হইবে ?

আমি আপনাকে বলিলাম, তাঁহা হইতে মন ফিরাইয়া লও, মন আমাকে বলিল, ইহা সেই ব্যক্তির কার্য্য যাহার আপনার উপর অধিকার আছে।

তোমার প্রত্যেক চূর্ণকুন্তলের বাঁকে পঞ্চাশটি করিয়া ফাঁদ আছে, এই ভগ্নমন কেমন করিয়া সেই বাঁকের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে।

পুষ্পবনে তোমার মুখমণ্ডলের ন্যায় কোন পুষ্প পাইবার প্রত্যাশায় সমীরণ উপস্থিত হয়, এবং অনুক্ষণ নিকুঞ্জের পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

প্রতিক্ষণ চঞ্চল লোকদিগের ন্যায় এক এক সখা আশ্রয় করিতে পারি না, যে পর্য্যন্ত প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হয়, আমি আছি ও তাঁহার নিকেতনের দ্বার আছে।

যেস্থানে সভাতে হাফেজের নাম উচ্চারিত হয়, সেখানে প্রেমিকদিগের মণ্ডলীতে তাঁহার কুশল লোকে বলিয়া থাকে। ১০৭।

—):-:(—

কৃপাগুণে যাহার ভাগ্যে যাহা সমর্পিত হয়, সর্ব্বদা তাহার কামনাসিদ্ধিপাত্র প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

আমি যে মুহূর্ত্ত সুরাপরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তখনই বলিয়াছিলাম এই শাখা যদি ফল দান করে, উহা আত্মগ্লানি হইবে।

সুরাপাত্রের জ্যোতিতে আমার নির্জ্জনভূমি জ্যোতিষ্মান্ হউক, যেহেতু মনস্বীদিগের নিভৃত স্থান আলোকিত হওয়া আবশ্যক হয়।

পানপাত্ররূপ দীপ ব্যতীত আমি নির্জ্জনে বাস করি না, বসন্ত-কালে প্রেমভক্তগণের লুক্কায়িত থাকা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হয়।

প্রণয়পরিষদ ও বসন্ত ঋতু এবং প্রেমচর্চ্চা বিদ্যমান, এমন সময়ে সখা হইতে সুরাপাত্র গ্রহণ না করা দুঃখের কারণ হয়।

যদি তোমার রত্নখচিত পানপাত্র না থাকে, নাই থাকুক; সৎসাহসের প্রার্থী হও, প্রেমত্তের সম্বন্ধে দ্রাক্ষারসই লোহিত মাণিক্য হয়।

মন, তুমি সুখ্যাতি চাহিতেছ, তবে অসৎ লোকের সঙ্গ করিও না; হে আমার প্রাণ, আত্মগরিমা পরিত্যাগ কর, ইহাতে মূর্খতা হয়।

যদিচ নিঃসম্বল দেখায়, তথাপি তাহার ব্যাপার সহজ বলিয়া দেখিও না, যেহেতু এই দারিদ্র্য রাজ্যাধিপত্যের ঈর্ষ্যাজনক হয়।

সুফীর নির্জ্জন স্থান সুখের বিষয়, যদি তাহাতে সুরা ও সুরামত্ত পানপাত্রদাতা হয়।

গত কল্য এক প্রেমাস্পদ বলিলেন, হাফেজ গোপনে সুরা পান করে; হে আমার প্রিয়, সেই পাপই ভাল যে গুপ্ত হয়। ১০৮।

—(*)—

আমার মন তোমার রূপ ভিন্ন নির্মলতা ধারণ করে না, তুমি এরূপ পদ্মের ন্যায় হইয়াছ যে জল ভালবাসা রাখে না।

দীন প্রেমিকগণের নির্ম্মলচিত্তরূপ সম্পত্তি তাঁহার সৌন্দর্য্যের বাজারে কোন মূল্য রাখে না।

মন, পানপাত্র ও কুসুমাস্য পানপাত্রদাতা অন্বেষণ কর, যেহেতু কুসুমের ন্যায় কাল স্থায়িত্ব রাখে না।

যদিচ আমার মন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার দুঃখ নাই, সেই কুঞ্চিত কুন্তল ভিন্ন সে অন্য কোন স্থান রাখে না।

এই সঙ্কুচিত হৃদয়সম্বন্ধে আমি শঙ্কিত আছি যে, সে বা তাঁহার শরসন্ধানের লক্ষ্য হয়, তখন তাহার ঔষধ রাখে না।

আমার প্রাণারাম সকল বস্তুই রাখেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমার সঙ্গে সদ্ভাব রাখেন না।

হাফেজের মন প্রাণ যদিচ চন্দ্রমার ন্যায় উজ্জ্বল, তথাপি তাঁহার মুখমণ্ডল ব্যতীত নির্ম্মলতা রাখে না। ১০৯।

—:(-): —

মন তোমার অধরের প্রতি সর্ব্বদা অনুরাগ রাখে, হায়! তোমার অধরে সে কি উদ্দেশ্য রাখে?

প্রাণ প্রেমের শরবত ও অনুরাগের সুরা হৃদয়পাত্রে সর্ব্বদা রাখে।

সখার চূর্ণকুন্তলে যাহার নিত্য মত্ততা, সে বিপদের জালেতে স্থিতি করে।

পরিশেষে আবশ্যক হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করি যে, আমার সেই চিত্তহারী কি নাম রাখেন?

যে ব্যক্তি আপামর সাধারণের জন্য ভাবনা রাখে সখার সঙ্গে সে কোথায় স্থিতি করিবে?

যে সর্ব্বদা সখার সঙ্গে অবস্থিতি করে তাহার মন সুখী।

তিনি অকুতোভয়ে এক এক প্রাণ শিকার করেন, তিনি কুসুমোপরি বনোফশার জাল রাখেন।

যখন সখার সভায় ক্ষণকালও স্থিতি করা আনন্দের বিষয়, তখন হাফেজ আমোদের সমুদায় আয়োজন রাখে। ১১০।

আমি তাঁহার গম্যপথে মস্তক স্থাপন করিয়া আছি, তিনি আমার দিকে গমন করিলেন না, শত অনুগ্রহের আশা করিয়াছিলাম, একবার দৃষ্টিপাতও করেন নাই।

আমার অশ্রুস্রোতঃ তাঁহার মন হইতে বিদ্বেষ ভাব প্রক্ষালিত করে নাই, কঠিন প্রস্তরে বৃষ্টিবিন্দু সংক্রমণ করে নাই।

কল্য রাত্রিতে আমার আর্ত্তনাদে মৎস্য ও পক্ষী নিদ্রা যাইতে পারে নাই, এবং সেই চতুর নেত্রকে দেখ, সে নিদ্রা হইতে মস্তক উত্তোলন করে নাই।

আমি ইচ্ছা করিতেছিলাম যে, দীপের ন্যায় তাঁহার চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিব, কিন্তু তিনি প্রাতঃসমীরণের ন্যায় আমার দিকে গমন করেন নাই।

ঈশ্বর, তুমি সেই বীর্য্যবান্ যুবাকে রক্ষা কর, যেহেতু সে প্রান্তনিবাসীদিগের দীর্ঘ নিশ্বাসরূপ শরের সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করে নাই।

হে প্রাণ, কোন্ হতভাগ্য পাষাণহৃদয় আছে যে, সে তোমার বাণাঘাতের সম্মুখে প্রাণকে ঢালস্বরূপ করে নাই।

দুঃসাহস দেখ, যে মনপক্ষীর বাহু ও পক্ষ দগ্ধ, সে প্রেমিকের অভিলাষ অন্তর হইতে দূর করে নাই।

হাফেজ, তোমার প্রেমের কাহিনী অতিশয় মনোরম, তাহা এমন কেহ শুনে নাই যে ঔৎসুক্যের সহিত মস্তক উন্নমিত করে নাই। ১১১।

—:*:—

একটি তাল বাজাও, সেই বাদ্যযোগে আহা! ধ্বনি করা

যাইতে পারিবে, একটি কবিতা (সঙ্গীত) উচ্চারণ কর, তৎসহ বৃহৎ পানপাত্রে পান করা যাইতে পারে।

সখার দ্বারে মস্তক স্থাপন করিতে পারিলে, পদোন্নতির আনন্দধ্বনিতে গগন ভেদ করা যাইতে পারে।

ফকিরের কুটীরে প্রেম ও মত্ততার তত্ত্ব সমাবিষ্ট হয় না, অগ্নিপূজকদিগের সুরাপাত্র অগ্নিপূজকদিগের সঙ্গেই পান করা যাইতে পারে।

তোমার চূর্ণকুন্তলরূপ দস্যু নিষ্কণ্টক হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নয় যে, তুমি পথে দস্যু হইলে শত বণিক্‌কে সংহার করিতে পার।

যদি বা তোমার সম্মিলনসম্পদ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে চায়, এই মনে করিয়া তোমার দ্বারে মস্তক অর্পণ করা যাইতে পারে।

আমার দুঃখভারকুব্জ কলেবর তোমার নিকটে সামান্য বোধ হয়, কিন্তু ইহাকে কার্ম্মুক করিয়া তোমার শত্রুগণের চক্ষে শর নিক্ষেপ করা যাইতে পারে।

লজ্জায় আমি লুক্কায়িত আছি, পানপাত্রদাতা, অনুগ্রহ কর, হয়তো সেই মুখে কয়েকটি চুম্বন প্রদান করা যাইতে পারে।

যদি সখা আমার নয়নরূপ পয়ঃপ্রণালীর নিকটে চরণ ছায়া অর্পণ করেন, তাঁহার গম্যপথের ধূলিতে স্রোতোজল সিঞ্চন করা যাইতে পারে।

রাজপ্রাসাদ ফকিরের আবাস নয়, আমি আছি ও আমার সেই জীর্ণ খের্কা আছে যে তাহাতে অগ্নি প্রদান করা যাইতে পারে।

প্রকৃত দর্শক (সখার) এক কটাক্ষপাতে ইহলোক পরলোক বিসর্জ্জন করে, প্রেম এমন বস্তু যে প্রেমিক জীবনমুদ্রায় প্রথম পরীক্ষা প্রদান করিতে পারে।

বুদ্ধি জ্ঞান ও অনুভূতিযোগে কথায় চাতুর্য্য হয়, যখন ভাবের সমাবেশ হয় তখন বর্ণনারূপ বর্ত্তুল নিক্ষেপ করা যাইতে পারে।

প্রেম যৌবন ও মত্তা, সমস্ত বাঞ্ছনীয়; পানপাত্রদাতা, এস, এই সময়ে এক পাত্র পান করা যাইতে পারে।

হাফেজ, কোরাণের শপথ, চল প্রবঞ্চনা হইতে নিবৃত্ত হই, হয়তো ইহাতে আনন্দবর্ত্তুল নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। ১১২।

বন্ধুদিগের সম্মিলনের দিন স্মরণ থাকুক, সেই কাল স্মরণ থাকুক, উহা স্মরণ থাকুক।

এক্ষণ কোন ব্যক্তিতে অঙ্গীকারের পূর্ণতা নাই, সেই অঙ্গীকারপূর্ণকারিগণ ও বন্ধুগণ স্মরণ থাকুক।

বিষাদের কটুতায় আমার অন্তর বিষ হইয়াগিয়াছে, মদিরা-পায়ীদিগের মধুর ধ্বনি স্মরণ থাকুক।

আমি যে বিষাদের প্রতীকারে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছি, সেই শোকোপশমকারীদিগের উপায় স্মরণ থাকুক।

যদিচ বন্ধুগণ আমাকে স্মরণ করিতে বিরত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার সহস্র স্মরণ থাকুক।

আমি এই বিপদের জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি, সেই প্রণয়স্বত্বপরিশোধকারী বন্ধুদিগের চেষ্টা স্মরণ থাকুক।

অতঃপর হাফেজের রহস্য না বলাই ভাল হয়, হায়! রহস্য-রক্ষাকারীদিগের খেদ স্মরণ থাকুক। ১১৩।

সুসংবাদ পঁহুছিয়াছে যে, দুঃখের দিন থাকিবে না, ওরূপ থাকে নাই এরূপও থাকিবে না।

আমি যদিচ সখার দৃষ্টিতে ধূলীতুল্য হইয়াছি, আমার প্রতিযোগী ঈদৃশ সম্মানিত থাকিবে না।

যখন প্রহরী করবালযোগে সকলকে আঘাত করিতেছে তখন কাবা মন্দিরের প্রাচীরের অভ্যন্তরে কেহ নিবাসী হইয়া থাকিবে না।

হে ধনিন্, দান বিতরণে তুমি দীনের মন হস্তগত কর, যেহেতু ধনভাণ্ডার থাকিবে না।

দীপ, তুমি পতঙ্গসম্মিলনকে মহালাভ বলিয়া গণ্য করিও, যেহেতু এই ব্যাপার ঊষাকাল পর্য্যন্ত থাকিবে না।

অধ্যাত্ম জগতের সংবাদদাতা আমাকে অতি সুসংবাদ দান করিয়াছেন যে, তাঁহার দয়ার দ্বারে কেহ বিষণ্ন থাকিবে না।

এই গগনরূপ নীলবর্ণ ছাদে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে যে, সাধুর সাধুতা ভিন্ন অন্য কিছুই থাকিবে না।

কথিত আছে যে, সম্রাট্ জম্‌শেদের সভাতে এই সঙ্গীত হইয়াছিল, "সুরাপাত্র অন্বেষণ কর যে জম্‌শেদ থাকিবে না।"

ভাল মন্দ ছবির স্তুতি নিন্দার কি স্থল, যেহেতু কেহ সর্ব্বদা বিষাদবন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে না।

হাফেজ, সখার কৃপায় ভরসা স্থাপন করিও না, যেহেতু কৃপার ভাব ও অত্যাচারের চিহ্ন থাকিবে না। ১১৪।

—:)•(:—

চন্দ্রমা তোমার মুখজ্যোতি ধারণ করে না, তোমার নিকটে প্রফুল্ল কুসুম তৃণের শোভাও ধারণ করে না।

তুমি প্রেমিকদিগের মন রক্ষা করিও, রাজা সৈন্য না রাখিলে দেশ জয় করে না।

আমি দেখিয়াছি তুমি যে নীলহৃদয় নয়ন ধারণ কর, উহা কোন প্রেমিকের প্রতি দৃষ্টি করে না।

হে সৌন্দর্য্যশালীদিগের রাজা, প্রেমিকদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত কর, কোন রাজা তোমার ন্যায় এইরূপ সৈন্য ধারণ করে না।

তোমার চূর্ণকুন্তলের অত্যাচার আমি একাকী বহন করিতেছি না, এমন কে আছে যে, এই কৃষ্ণকায় হইতে অন্তরে ক্ষত ধারণ করে না।

নের্গস কুসুমের ধৃষ্টতা দেখ, সে তোমার সম্মুখে বিকশিত হইতেছে, সেই বিদারিত নেত্র কুসুম বিনয় রক্ষা করে না।

হে মদিরালয়ের শিষ্য, আমাকে বৃহৎ পানপত্রদান কর, যিনি তপস্যাকুটিরের গুরু তিনি আমোদ রাখেন না।

আমার আন্তরিক শোকপ্রধূম তোমার মুখদর্পণের সঙ্গে তবে কি করিবে? তুমি জান যে দর্পণ নিশ্বাস বায়ুধারণের ক্ষমতা রাখে না।

হে প্রেমিক, তুমি দুঃখে শোণিত পান কর ও নীরব হইয়া থাক, যেহেতু সেই কোমল হৃদয় বিচারার্থীর আর্ত্তনাদ শ্রবণের ক্ষমতা রাখে না।

তোমার ভ্রূপ্রান্ত আমার চক্ষুর বিলাস ক্ষেত্র, হায়! ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভ্রূপ্রান্ত রাজাও ধারণ করেন না।

হাফেজ তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকিলে, তুমি দোষ ধরিও না; হে সুন্দর পুত্তল, প্রেমসম্বন্ধীয় কাফের ইহাকে দোষ মনে করে না *। ১১৫।

---

* যাহারা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা না করিয়া পুত্তলদির

সুসংবাদ পঁহুছিয়াছে যে, বসন্ত সমাগত ও শষ্প সমুদ্‌গত। অর্থের সমাগম হইলে সুরা ও কুসুমের জন্য তাহার ব্যয় হওয়া চাই।

বিহঙ্গধ্বনি হইল, সুরাভাণ্ড কোথা! বোল্ বোল্ বিহঙ্গ এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল যে, কে পুষ্পের আবরণ ছিন্ন করিল?

আজ শশাঙ্কনিভ পানপাত্রদাতার মুখমণ্ডল হইতে কিছু পুষ্প চয়ন কর, তাঁহার বদনমণ্ডলরূপ উদ্যানের সমন্তাৎ শ্মশ্রুরূপ বেনফ্‌শা উদ্‌গত হইয়াছে।

পানপাত্রদাতার অপাঙ্গদৃষ্টি আমার হৃদয়কে এরূপ হরণ করিয়াছে যে, অন্য কাহারও সঙ্গে আমার কথোপকথনের ক্ষমতা নাই।

আমি কুসুমবৎ এই রঞ্জিত বৈরাগ্য বস্ত্র দগ্ধ করিয়া ফেলিব, যেহেতু সুরাবণিক্ তাহাকে এক গণ্ডূষ সুরা যোগেও ক্রয় করিলেন না।

তুমি পথপ্রদর্শক ব্যতীত প্রেমবর্ত্মে পদ স্থাপন করিও না, যেহেতু যে ব্যক্তি এই পথে নেতা ভিন্ন চলিয়াছে সে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে।

যে ব্যক্তি কোন প্রেমাস্পদের চিবুকরূপ এপোল ফলে মুখ সংযোগ করে নাই, সে স্বর্গীয় ফলের কি আস্বাদন পাইয়াছে।

তুমি ক্রোধ করিয়া দুঃখের নিন্দা করিও না, যেহেতু নীতির পথে যে ব্যক্তি কোন দুঃখ ভোগ করে নাই, সে কোন সুখ প্রাপ্ত হয় নাই।

পূজা করে, একেশ্বরবাদী মোসলমানগণ তাহাদিগকে কাফের বলেন। তাঁহাদের মতে প্রতিমাকে নমস্কার করা পাপ।

প্রিয়, প্রেমের বহু বিচিত্র পথ আছে, এই অরণ্যে মৃগের সম্মুখ হইতে ব্যাঘ্র পলায়ন করিয়াছে।

হে মক্কাতীর্থপথের নেতা, ঈশ্বরের দোহাই, কিঞ্চিৎ সাহায্য দান কর, যেহেতু প্রেমারণ্যের প্রান্ত ভাগ অপ্রকাশিত।

বাসনাউদ্যানের একটি কুসুমও আমার মন চয়ন করে নাই, এই নিকুঞ্জে পুরুষকারসমীরণ প্রবাহিত হয় নাই।

সুরা পান কর, এবং স্বর্ণময় পানপাত্র সোফীকে প্রদান কর, যেহেতু নরপাল করুণা করিয়া সোফীর অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

বসন্ত গত হইতেছে, হে করুণাকর, মনোযোগ বিধান কর, যেহেতু সময় চলিয়া গেল, এবং হাফেজ এখনও সুধা আস্বাদ করে নাই। ১১৬।

—:০:—

সখার বিচ্ছেদের দিন ও বিরহরজনী শেষ হইয়াছে, আমি এ বিষয়ে ভাগ্য গণনা করিয়াছিলাম, ভাগ্যতারা সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, কায শেষ হইয়াছে।

শিশির ঋতু যে সেই সকল বিলাস আমোদ করিতেছিল, পরিণামে তাহা বসন্ত সমীরণের চরণে শেষ হইয়াছে।

অতঃপর আমি অন্তরের জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিব, যেহেতু আমি সূর্য্যমণ্ডলে সমুপস্থিত হইয়াছি ও ধূলি শেষ হইয়াছে।

সেই দীর্ঘ রজনীর উদ্বিগ্নতা ও অন্তরের শোক সখার অলকজালের ছায়াতে শেষ হইয়াছে।

পানপাত্রদাতা, তুমি দীর্ঘায়ু হও, তোমার পানপাত্র সুরারসে

যেন পূর্ণ থাকে, যেহেতু তোমার যত্নেই আমার মত্ততাবিচ্যুতির শোক শেষ হইয়াছে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কুসুমকিরীটের প্রতাপে হৈমবায়ুর দর্প ও ও কণ্টকের গর্ব্ব শেষ হইয়াছে।

এক্ষণ পর্য্যন্ত কালের অঙ্গীকারের অযথাচরণে আমার বিশ্বাস নাই যে, সখার সম্পদের দ্বারে দুঃখের কাহিনী শেষ হইয়াছে।

আশার উষা যে অন্তররাজ্যের যবনিকায় ভিতরে গুপ্ত ছিল, তাহাকে বল, বাহির হও, যেহেতু তামসী নিশার কার্য্য শেষ হইয়াছে।

যদিচ তোমার চূর্ণকুন্তলের যোগে আমার কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ছিল, সখে, এই গ্রন্থি উন্মোচন কার্য্যও তোমার মুখদর্শনেই শেষ হইয়াছে।

যদিচ হাফেজকে কেহ গণ্য করে না, তথাপি ধন্যবাদ যে, তাহার সেই অশেষ ও অগণ্য দুঃখ শেষ হইয়াছে। ১১৭।

—ঃ)*(ঃ—

গত রজনীতে নির্জ্জননিবাসী তপস্বী সুরালয়ে গিয়াছিলেন। অঙ্গীকারপালনে বিমুখ পানপাত্রদাতার প্রতি উন্মুখ হইলেন।

যৌবন কালের সখা স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরে তিনি বার্দ্ধক্যে নবীন প্রেমিক ও প্রমত্ত হইলেন।

জ্ঞানধর্ম্মাপহারী অগ্নিপূজক কুমার সঞ্চরণ করিতেছেন, * এই সখার জন্য তিনি সমুদায়ের প্রতি বিরাগী হইলেন।

* অগ্নিপূজক কুমার অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ।

কুসুমের মুখমণ্ডলের অগ্নি বোল্‌বোল্‌ পক্ষীর সম্পত্তিপুঞ্জ দগ্ধ করিল, দীপের সহাস্যমুখ পতঙ্গের পক্ষে বিপদ্‌ হইল।

ধন্যবাদ যে প্রাতঃসন্ধ্যার ক্রন্দন বিনষ্ট হয় নাই, আমার বৃষ্টি-বিন্দু নিঃসঙ্গ মুক্তাফল হইল।

পানপাত্রদাতার নয়ন ঐন্দ্রজালিক প্রবচন পাঠ করে, আমার জপমালাসঞ্চালনস্থানে পানপাত্র পরিবেশিত হইল।

কল্য সভাস্থ হইয়া মোফী পানপাত্র ও সুরাভাণ্ড ভাঙ্গিতে-ছিলেন, গত রজনীতে গণ্ডূষপরিমাণ সুরাতে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত হইলেন।

এক্ষণ গৌরবের মন্দির হাফেজের বাসস্থান, মন মনোহারীর নিকটে গিয়াছে, প্রাণ প্রাণ সখার নিকটবর্ত্তী হইল। ১১৮।

—:০:—

প্রাণ বহির্গত হইল, এবং তোমা হইতে মনোরথ সিদ্ধ হই-তেছে না। আক্ষেপ যে, আমার ভাগ্য জাগরিত হইতেছে না।

আমার চিত্তরঞ্জন সখার বদনের প্রসাদে সম্ভবতঃ তাহা হইবে, অন্যথা অন্য কোন উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে না।

হায়! এই চিন্তাতেই প্রিয় জীবন শেষ হইল, তোমার কৃষ্ণকুন্তলজনিত বিপদ্‌ শেষ হইতেছে না।

তোমার দ্বারের ধূলিতে দুঃখে এরূপ প্রাণত্যাগ করিতেছি যে, আমার জীবনের দীপ্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না!

প্রাতঃসমীরণের সঙ্গে মনের অনেক কথা বলিবার আছে, আমার ভাগ্যক্রমে আজ রজনী প্রভাত হইতেছে না।

যে পর্য্যন্ত তোমার সমুন্নত কলেবর আলিঙ্গন পার্শ্বে গ্রহণ না করিতেছি, সে পর্য্যন্ত আমার মনোরথতরু ফলবান্‌ হইতেছে না।

মন তোমার চূর্ণকুন্তলনিবাসী হইয়াছে, সেই বিপদ্‌গ্রস্ত বিদেশীর সংবাদ উপস্থিত হইতেছে না।

হায়! ধন প্রাণ সখাকে উৎসর্গ করি নাই, আমাদ্বারা প্রেমের কার্য্য কিঞ্চিন্মাত্রও হইতেছে না।

সর্ব্বদা আমার প্রাভাতিক শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত না, এক্ষণ কি হইয়াছে যে, একটিও কৃতকার্য্য হইতেছে না।

হাফেজের মন নিরন্তর সকল লোক হইতে পলায়ন করিত, এক্ষণ তোমার কুন্তলচক্র হইতে বহির্গত হইতেছে না। ১১৯।

—:০:—

বহুবৎসর নিরন্তর হৃদয় আমার নিকটে জমশেদের পানপাত্র অন্বেষণ করিতেছে, নিজের যাহা আছে, তাহা অপরের নিকটে অন্বেষণ করিতেছিল †।

বহুবৎসর হইতে হৃদয় আমার নিকটে জম্‌শেদের পানপাত্র অন্বেষণ করিতেছে, নিজের যাহা আছে তাহা অপরের নিকটে অন্বেষণ করিতেছিল ‡।

যে মুক্তাফল সংসারশুক্তির বহির্ভূত, তাহা সাগরকূলে পথবিভ্রান্ত লোকদিগের নিকটে অন্বেষণ করিতেছিল।

কাল রজনীতে গুরু অগ্নিপূজকের নিকটে নিজের সঙ্কট জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, যেহেতু তিনি অনুকূল দৃষ্টিতে প্রহেলিকার মীমাংসা করিতেছিলেন।

---

† সম্রাট্ জম্‌শেদের এক অলৌকিক পানপাত্র ছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সমুদায় পৃথিবীর অবস্থা জানা যাইত।

‡ রাজা জম্‌শেদের অলৌকিক পানপাত্রে দৃষ্টি করিলে পৃথিবীর তত্ত্ব লাভ হইত। এস্থলে জম্‌শেদের পানপাত্র দিব্য জ্ঞানের আধার প্রাণ।

এমন এক শূন্য হৃদয়ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বর যাহার সঙ্গের সঙ্গী হইয়া আছেন, সে তাঁহাকে জানে না ও দূর হইতে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া চিৎকার করিতেছিল।

আমি তাঁহাকে (গুরু অগ্নিপূজককে) হস্তে পানপাত্র ও সহাস্য প্রফুল্ল দেখিয়াছিলাম, এবং তিনি সেই দর্পণেতে বহুবিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেছিলেন * ।

আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, হে জ্ঞানবান্ পুরুষ, এই ভুবনপ্রদর্শক পানপাত্র আপনার প্রতি কখন প্রদত্ত হইয়াছে? তিনি বলিয়াছিলেন যে দিবস তিনি এই নীল নভঃ সৃজন করিতেছিলেন।

সেই বন্ধু যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে তিনি শূলাগ্রে স্থাপিত হন, তাঁহার এই অপরাধ ছিল যে, তিনি নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছিলেন † ।

যদি পুনর্ব্বার পবিত্রাত্মার প্রসাদ সহায়তা করে, তবে অন্য লোকেও তাহা করিবে যিশু যাহা করিতেছিলেন ॥

আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, সুন্দর পুত্তল সকলের চিকুর-শৃঙ্খল কি জান?, তাহাতে তিনি বলিলেন, "হাফেজ তামসী নিশার কুৎসা করিতেছে।" ১২০।

—:*:—

বহুকাল আমার কাগজ পত্র সুরার জন্য বন্ধক ছিল, আমার পাঠ ও প্রার্থনাযোগে সুরালয়ের শোভা ছিল।

---

* এ স্থলে পানপাত্র হস্তে অর্থ স্বর্গীয় জীবন প্রাপ্ত।

† ইনি হোসেন মনসুর, ইনি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন যোগের অবস্থায় অহংব্রহ্ম বলিতেন। তাহাতে ঈশ্বরবিরোধী জানিয়া বিচারক শূলাস্ত্রে তাঁহার প্রাণ দণ্ড করেন।

গুরু অগ্নিপূজকের ভদ্রতা দেখ, মাদৃশ বিষম প্রমত্তগণ যাহা করিয়াছে তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে তাহা ভাল দেখাইয়াছে।

মন পরিধিশলাকার ন্যায় চতুর্দ্দিক ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, এবং সেই পরিধিতে মস্তক বিঘূর্ণিত, কিন্তু চরণ মধ্য বিন্দুতে সম্বদ্ধ ছিল।

জলস্রোতের পার্শ্বস্থ পুষ্পের ন্যায় আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি, যেহেতু আমার মস্তকের উপর সেই সরলতনু সরল তরুর ছায়া অর্পিত ছিল।

আমার কুসুমকান্তিগুরু কপট সন্ন্যাসবস্ত্রধারীদিগের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করিতে অনুমতি দান করেন নাই, নতুবা অনেক কথা বলিবার ছিল।

আমার সমুদায় জ্ঞানের কার্য্যালয় সুরারসে ধৌত কর, যেহেতু স্বর্গকে দেখিয়াছি যে, জ্ঞানীদিগের বিরুদ্ধে তাহার লক্ষ্য হয়।

গায়ক প্রেমের যন্ত্রণায় এমন এক গজল গাইতে ছিলেন যে, তৎশ্রবণে জগতের জ্ঞানী লোক অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়াছিলেন।

পানপাত্রদাতা, সরলতরু, পুষ্প ও লালা কুসুমের প্রসঙ্গ হইতেছে, এবং এই গবেষণা অবসাদবিনাশন প্রাভাতিক পানপাত্রত্রয়ের সম্বন্ধে চলিতেছে *।

মদিরা প্রদান কর, যেহেতু নিকুঞ্জস্থ নববধূ প্রভূত সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে, প্রকৃতির কারুকার্য্যে অধুনা মন ভুলাইবার কার্য্য চলিতেছে।

---

* সুরাপায়িগণ প্রাতঃকালে তিনপাত্র সুরাপান করিয়া থাকে, তাহাতে পূর্ব্বদিনের পানজনিত অবসাদ বিদূরিত হয়।

সমগ্র হিন্দুস্থানের শুকপক্ষী শর্করাভোজী হইবে, এই পারস্য শর্করার ভাগ যে বঙ্গদেশে চলিতেছে।

কবিতার গতিতে কাল ও স্থান অতিক্রম করার ব্যাপার দেখ, যেহেতু এই এক রাত্রির শিশু এক বৎসরের পথ চলিতেছে *।

রাজোদ্যান হইতে বসন্ত সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, শিশির বিন্দুযোগে লালাকুসুমের পাত্রে সুরাস্রোত চলিতেছে।

সেই তাপস জনমুগ্ধকারী কুহকময় নেত্রকে দেখ, তাহার পশ্চাতে ঐন্দ্রজালিক বণিক্ দল চলিতেছে।

তিনি ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া যাইতেছেন, তাঁহার বদন দর্শনে শ্বেতী কুসুমের মুখমণ্ডলে লজ্জাবশতঃ শিশিরবিন্দুযোগে নিদাঘ-বিন্দু চলিতেছে।

সংসারের বিলাসবিভ্রম হইতে নিঃশঙ্ক হইও না, যেহেতু এই বৃদ্ধ চক্রান্তকারী হইয়া চলিতেছে।

তুমি উদ্যানে গমন করিও, বোল্‌বোলের নিকটে প্রেমের প্রণালী শিক্ষা করিতে পাইবে, সভাতে আসিও, হাফেজের নিকটে বচনবিন্যাস শিক্ষা লাভ করিবে। ১২১।

—:*:—

আমার উদ্যানতরু কেন উদ্যানের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন না, পুষ্পের সঙ্গে নিত্য সহবাস করিতেছেন না, শ্বেতীকুসুমকে স্মরণ করিতেছেন না।

যদবধি তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তলে আমি গিয়াছি ও অয়থাভাষী

* এক রাত্রির শিশু এক বৎসরের পথ চলিতেছে, অর্থাৎ রাত্রিকালে চিন্তা করিয়া উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হয়, এবং সেই কবিতা প্রাচীন কবিদিগের কবিতার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে।

মন গিয়াছে, তদবধি আপনাদের সেই দূরতর বিদেশযাত্রা হইতে জন্মভূমি সে স্মরণ করিতেছে না।

তোমার কার্ম্মুকরূপী ভ্রূর নিকটে এইরূপ আবদার করিতেছি, কিন্তু সে প্রান্তনিবাসী হইয়া আছে, তাহাতে আমার প্রতি কর্ণপাত করিতেছে না।

যখন সমীরণভরে বনোফ্‌শার কুন্তল স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়ে, হায়! তখন আমার মন সেই অঙ্গীকারভঙ্গকারীকে কি স্মরণ করিতেছে না?

তোমার এইরূপ সুগন্ধি বসনাঞ্চলসত্ত্বে বসন্তানিল সম্বন্ধে আমি আশ্চর্য্যান্বিত যে, তোমার পদচারণাযোগে সে মৃত্তিকাকে খোতন দেশীয় কস্তুরিকাতে পরিণত করিতেছে না।

আমার রজতাঙ্গ পানপাত্রদাতা যদি সমুদায় বিষ দান করেন, এমন কে আছে যে, পানপাত্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ মুখগহ্বর করিতেছে না।

তাঁহার সঙ্গে সম্মিলনের আশায় মন প্রাণের সঙ্গী হইতেছে না, প্রাণ তাঁহার পল্লীবাসী হইবার আকাঙ্ক্ষায় দেহের সেবা করিতেছে না।

কল্য তাঁহার কুন্তলের নিন্দা করিয়াছিলাম, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই কুটিল কৃষ্ণাঙ্গ আমার কথা শ্রবণ করিতেছে না।

হস্ত অপসারিত কর, আমার বদনপ্লাবিত অশ্রুবারির উপর অত্যাচার করিও না, আমার অশ্রুর সাহায্য ভিন্ন আকাশের বৃষ্টি বিন্দু স্বর্গীয় মুক্তা উৎপাদন করিতেছে না।

বসন্তসমীরণ সমাগত হইয়াছে. তোমার পবিত্র বসনাঞ্চল কি জন্য বনোফশাক্ষেত্রকে খোতন দেশীয় মৃগনাভি করিতেছে না।

কথা না শুনিয়া হাফেজ তোমার কটাক্ষপাতে নিহত হইয়াছে, যে কথা শ্রবণ করিতেছে না তাহার জন্য করবাল উপযুক্ত। ১২২।

—ঃ-§-ঃ—

উষাকালে জাগ্রত সম্পদ্ আমার শার্ষপার্শ্বে আসিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "উঠ, রাজা আসিয়াছেন"।

"এক পাত্র গ্রহণ কর, এবং আনন্দমত্ত হইয়া তামাসা দেখিতে গমন কর, তাহাতে দেখিবে যে, তোমার সখা কি ভাবে আসিয়াছেন"।

হে প্রাতঃপ্রার্থনাকারী নির্জ্জননিবাসী প্রেমিক, সুসংবাদ দান কর যে, খোতনের অরণ্য হইতে কস্তুরিকা মৃগ আসিয়াছে।

বিরহানলে দগ্ধ লোকদিগের মুখমণ্ডলে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিল, দীন প্রেমিকের আর্ত্তরব শ্রবণকারী আসিয়াছেন।

চিত্তবিহঙ্গ পুনর্ব্বার কাম্মুকরূপী ভ্রূর আকাঙ্ক্ষী হইয়াছে, যেহেতু মন প্রাণ ধর্ম্ম তাঁহার শিকারের সঙ্কেতভূমিতে আসিয়াছে।

হে পারাবত, শূন্যমার্গে আর কতক্ষণ ক্রীড়া করিবে ও দীপ্তি পাইবে, দৃষ্টি করিয়া থাক, শ্যেন পক্ষী আসিয়াছে।

পানপাত্রদাতা, সুরা দান, এবং শত্রুমিত্রের নিমিত্ত দুঃখ করিও না, যেহেতু আমার হৃদয়ের লক্ষ্য স্থান উহা হইয়াছে ও ইহা আসিয়াছে।

তুমি দিব্য রূপশালীর আনন্দে বিশুদ্ধ সুরা দান কর, যেহেতু লোলিত সুরা শোকার্ত্ত মনের ঔষধস্বরূপ আসিয়াছে।

বসন্তকালীন বারিবাহ যখন সংসারের অস্থিরপ্রতিজ্ঞতা দর্শন করিল, তখন তৃণ ও কুসুমের উপর তাঁহার ক্রন্দন হইয়াছে।

যখন বসন্তসমীরণ বনোফ্‌শার নিকটে হাফেজের বাক্য শ্রবণ করিল, তখন সুগন্ধ বিস্তার করিয়া পুষ্পের শোভা দেখিতে আসিয়াছে। ১২৩।

—ঃ(০)ঃ—

নক্ষত্র সমুজ্জ্বল হইয়াছেন ও তিনি সভার চন্দ্রমা হইয়া উঠিয়াছেন, আমার পলায়িত মনের সঙ্গী ও সখা হইয়াছেন।

আমার প্রেমাস্পদ পাঠশালায় গমন করেন নাই, এবং বর্ণাবলী লিখেন নাই, তিনি ইঙ্গিতে শত শিক্ষকের শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। *।

তাঁহার সৌরভে প্রেমিকদিগের রুগ্নগন বসন্ত সমীরণের ন্যায় শেতী কুসুমাননের ও নের্গস কুসুমনয়নের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

এক্ষণ সখা আমাকে মদিরালয়ের উচ্চাসনে বসাইতেছেন, দেখ, নগরের কাঙ্গাল সভাপতি হইয়াছে।

ঈশ্বরের দোহাই, তুমি সুরারসে অধরকে ধৌত কর যেহেতু আমার মন সহস্র সহস্র পাপে লিপ্ত হইয়াছে।

তোমার কটাক্ষ প্রেমিকদিগকে এমন সুরা পরিবেশন করিয়াছে যে, তাহাদের জ্ঞান বিলুপ্ত ও বুদ্ধিবিচ্যুত হইয়াছে।

প্রেমের আনন্দনিকেতন এক্ষণ নির্ম্মিত হইবে, যেহেতু আমার সখার ভ্রূযুগলরূপ মেহেরাব দ্বার তাহার দ্বারের পরিমাপিক হইয়াছে।

---

* এই সকল বাক্যে হজরত মোহম্মদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

হাঁ আমার কবিতা সুবর্ণের ন্যায় প্রিয়, কিন্তু নিকৃষ্ট ধাতুর মিশ্রণকারীদিগের চক্ষে তাহা তাম্রস্বরূপ হইয়াছে।

সুরালয়ের পথ হইতে বন্ধুগণ ফিরিয়া গিয়াছেন, যেহেতু হাফেজ এই পথ দিয়া গিয়াছে ও কাঙ্গাল হইয়াছে। ১২৪।

—:০:—

যদি সুরাপাত্রদাতা এইরূপে সুরা পানপাত্রে অর্পণ করেন, তবে সমুদয় ঈশ্বরপরায়ণ লোককে নিত্যসুরাপানে অর্পণ করেন।

যদি তিনি এই প্রকার কুঞ্চিত কুন্তলের নিম্নে তিলকণিকা স্থাপন করেন তবে বহু বুদ্ধিবিহঙ্গকে জালে অর্পণ করেন।

সেই সময়ই উষাকান্তি সুরার সময়, যখন রজনী গগনরূপ পটমণ্ডপে সন্ধ্যাযবনিকা অর্পণ করেন।

দিবাভাগে কাজ কর, দিবাতে সুরাপানে মলিন দর্পণের ন্যায় চিত্তকে মলিনতায় অর্পণ করে।

সেই প্রমত্তেরই সুখের অবস্থা, যিনি রূপবান্ সখার চরণে, জানেন না শির না শিরস্ত্রাণ কি অর্পণ করেন।

হে বিরাগী পুরুষ, তুমি সূর্য্যমণ্ডলে মস্তক উত্তোলন করিও, যদি তোমার ভাগ্য তোমাকে এই পূর্ণচন্দ্রমাতে অর্পণ করেন।

অপরিপক্কমতি বৈরাগী অগ্রাহ্য করে, তবে সে পরিপক্ক হয় যদি পানপাত্রের সুরার প্রতি দৃষ্টি অর্পণ করে।

হাফেজ, নগরের বিচারকের সঙ্গে সুরা পান করিও না, যেহেতু সে তোমার সুরাও পান করিবে এবং পানপাত্রে প্রস্তরও নিক্ষেপ করিবে। ১২৫।

—:(*):—

পূর্ব্বদিক্‌পতি প্রভাকর যখন বিজয়পতাকা পর্ব্বত চূড়ায়

স্থাপন করিল, তখন আমার সখা কৃপাহস্তে প্রার্থীদিগের দ্বারে আঘাত করিলেন।

সংসারের প্রেমের অবস্থা কিরূপ, ইহা যখন উষার নিকটে প্রকাশ পাইল তখন সে সমুদিত হইল, অহঙ্কারী বিষয়তৃপ্ত লোকদিগের প্রতি সুখহাসা করিল।

কল্য নিশামুখে যখন আমার সখা সভাতে নৃত্য করিতে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন কুন্তলের গ্রন্থি উন্মোচন করিলেন, এবং বন্ধুদিগের হৃদয়কে আক্রমণ করিলেন।

আমি তখনই সম্মিলনবিষয়ে হৃদয়ের শোণিতযোগে হস্ত প্রক্ষালন করিয়াছি ; যখন তাঁহার সুরা পায়ী নেত্র সুচতুর লোক দিগের প্রতি তর্জ্জন করিল।

কোন্ লৌহকঠিনমন তাঁহাকে এই চতুরতার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছে ? যখন তিনি বাহির হইলেন, তখন প্রথমেই নিশাজাগরূক দিগের পথ অবরোধ করিলেন।

আমার দীন হৃদয় মহা আরোহীদিগের ভাব গাঢরূপে ধারণ করে, স্বয়ং তাহাদের নিকট যায়, ঈশ্বর তাহাকে তুমি রক্ষা কর যে ব্যক্তি আরোহীদিগের অন্তরে আঘাত করিল।

আমি রোমশ খের্কা যোগে কেমন করিয়া তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিব ? তাঁহার নেত্ররোমাবলী করবাল পরিচালকদিগের পথ আক্রমণ করিল।

রাজশ্রীর প্রসাদ ও আনুকূল্যের প্রতি দৃষ্টি রহিয়াছে, প্রেমি-কের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, যেহেতু সে ভাগ্যবানদিগের ভাগ্য লাভ করিল *।

---

* পারস্য সম্রাট্ শাহ মন্সুরের এই কবিতার লক্ষ্য।

ধর্ম্মরাজ্যের বীর বিজয়ী সম্রাট মন্সুর হন, তাঁহার অকাতর দান বর্ষার বারিবাহের প্রতি হাস্য করিল।

যদবধি সুরাপাত্র তাঁহার হস্তে পঁহুছিল, সংসার আনন্দের পানপাত্র সুরাপায়ীদিগকে স্মরণ করিয়া পান করিল।

যখন তারকাপুঞ্জদগ্ধকারী দিবাকর একাকী সহস্র সহস্রকে সংহার করিল, তখন তাঁহার নরমুণ্ডবর্ষী করবাল বিজয় প্রকাশ করিল।

সেই আশ্চর্য্য প্রকৃতি, যদবধি উহা বিচিত্র অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তদবধি তাঁহার পবিত্র প্রকৃতির নির্ম্মলতা বিরাগী পুরুষদিগকে পরাস্ত করিল।

হাফেজ, তুমি সর্ব্বদা তাঁহার আয়ু ও রাজত্বস্থায়িত্বের জন্য ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা কর, কাল এই সম্পদের মুদ্রা বীর পুরুষদিগের নামে উৎসর্গ করিলেন। ১২৬।

—):-:(—

প্রভাতকালে বোল্‌বোল্‌ পক্ষী সমীরণকে বলিল যে, দেখিতেছ কুসুমের প্রতি প্রেম আমার সম্বন্ধে কি সকল ব্যাপার করিয়াছে *।

আমি সেই প্রিয়সখার সৎসাহসের দাস, যিনি অহেতু ও অকপট ভাবে সৎকার্য্য করিয়াছেন।

প্রাতঃসমীরণ তাঁহার পক্ষে সুখকর হউক, যেহেতু তিনি তাহাতে নিশাজাগরূকদিগের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন।

আমি কখনও শত্রুদিগের আচরণে অভিযোগ করি না, আমার সঙ্গে যাহা কিছু করিয়াছে সেই প্রেমাস্পদ করিয়াছে।

---

* এস্থলে বোল্‌বোল্‌ অর্থে প্রেমিকের স্বীয় আত্মা, সমীরণ অর্থে ধর্ম্মপথ প্রদর্শক গুরু, পুষ্প অর্থে আধ্যাত্মিক প্রেমাস্পদ।

যদিচ কলিকা গাত্রাবরণের বন্ধন উন্মুক্ত করিয়াছে, তথাপি পুষ্প সম্বোলরূপকুন্তল যোগে আবরণ করিয়াছে *।

সেই মুখমণ্ডল ও সুন্দর বর্ণ আমার হৃদয়ে শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে, এই পুষ্পোদ্যানে আমাকে কণ্টকে লিপ্ত করিয়াছে †।

চতুর্দ্দিকে শূন্যহৃদয় বোল্‌বোল্‌ আর্ত্তনাদ করিতেছে, তন্মধ্যে বসন্ত-সমীরণ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছে।

যদি রাজার নিকটে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, দোষ হইয়াছে। যদি চিত্তহারীর নিকটে ভালবাসার পূর্ণতা অন্বেষণ করিয়াছি, তিনি অত্যাচার করিয়াছেন।

মদিরাপায়ীদিগের পল্লীতে শুভ সংবাদ লইয়া যাও যে, হাফেজ বৈরাগ্য ও কপটতাবিষয়ে অনুতাপ করিয়াছে।

প্রেমাস্পদগণ যদি এই প্রকার চিত্ত হরণ করেন, তবে সংসার-বিরাগী লোকদিগের ধর্ম্মে আঘাত করিবেন ‡।

যে স্থানে সেই নের্গস কুসুমশাখা বিকশিত হয়, কুসুমাস্য প্রেমাস্পদগণ নয়নকে তাঁহার নের্গসদান করেন §।

---

* সম্বোল তৃণবিশেষ, কেশের সহিত তাহার তুলনা হয়।

† অর্থাৎ প্রিয় সখার মুখ দর্শন অবধি এই সংসাররূপ পুষ্পোদ্যানে আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

‡ এস্থলে প্রেমাস্পদ অর্থে আধ্যাত্মিক জ্যোতি, ধর্ম্মে আঘাত পড়ার অর্থ বাহ্যিক কর্ম্মকাণ্ডে বিমুখ হইয়া আধ্যাত্মিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া।

§ এই বাক্যের মর্ম্ম এই যে, যে স্থানে আধ্যাত্মিক প্রেমাস্পদ স্বর্গীয় প্রভা বিস্তার করেন, বাহ্যিক প্রেমাস্পদগণ আপন চক্ষুকে তদ্দর্শনে নিয়োজিত করে। অথবা চক্ষুকে তাঁহার উপবেশন জন্য

আমার সখা যখন সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হন, তখন সুরলোকে পুণ্যাত্মাগণ নৃত্য করেন *।

যদি তিনি উষার ন্যায় তোমাকে সমুজ্জ্বল দর্পণ করেন, তবে সম্পদসূর্য্য তোমাকে দর্শন দান করিবে।

আমার নয়নতারা শোণিতলিপ্ত হইয়াছে, তিনি কিরূপে লোকের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করেন †।

নিজের প্রতি প্রেমিকদিগের কোন অধিকার নাই, তোমার যাহা আদেশ তাঁহারা তাহাই করেন।

জলপ্লাবনের যে সকল গল্প লোকে বলিয়া থাকে, আমার নেত্রের নিকটে তাহা এক বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

কিঞ্চিৎ কটাক্ষ পাত কর, তাহা হইলে প্রাণ চিত্তবিহীন লোকদিগের সম্বন্ধে মৃত্যুকে সহজ করিবে।

তোমার উৎসবময় মুখমণ্ডল কোথা? প্রেমিকগণ তোমার প্রেমের পূর্ণতাতে প্রাণ মন বলিদান করিবে।

হে সরলতনুযুবন্, তোমার দেহদ্বারা ক্রীড়াদণ্ড নির্ম্মাণ করার পূর্ব্বে ক্রীড়াবর্ত্তুল চালনা কর।

যে পর্য্যন্ত উষার ন্যায় তোমাকে সমুজ্জ্বল দর্পণ করে, হে হাফেজ, সে পর্য্যন্ত তুমি নিশীথে বিলাপ ধ্বনি হইতে নিবৃত্ত হইও না।১২৭।

আসন করিয়া থাকেন। নের্গস এক প্রকার পুষ্প, চক্ষুর সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য হয়।

* এস্থলে সখা অর্থে ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু।

† অর্থাৎ তাঁহার অত্যাচারে আমি এতদূর ক্রন্দন বিলাপ করিয়াছি যে, চক্ষু হইতে অশ্রু স্থলে শোণিত প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি এই প্রকার উৎপীড়ন ও অত্যাচার কোন্ ধর্ম্মানুসারে মনুষ্যের প্রতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

নির্ম্মল সুরা ও উত্তম পানপাত্রদাতা এই উভয়েই পথে বাগুরা-স্বরূপ হয়, সংসারের চতুর লোকেরাও তাঁহাদের ফাঁদ হইতে মুক্তি পায় না।

যদিচ আমি প্রেমিক, নির্ভীক ও প্রমত্ত এবং মলিনহৃদয়, তথাপি সহস্র ধন্যবাদ যে, নগরের বন্ধুগণ নির্দ্দোষ হন।

প্রেমপথের দীনহীন লোকদিগকে তুমি সামান্য মনে করিও না, তাঁহারা কটিবন্ধশূন্য রাজা, মুকুটবিহীন নরপাল হন।

অত্যাচার করা দীন প্রকৃতির ও যাত্রিকচরিত্রের পদ্ধতি নয়, সুরা আনয়ন কর, যেহেতু এই সকল যাত্রিক পথে সৎপুরুষ নয়।

অত্যাচার করিও না, যখন দাসবৃন্দ পলায়ন করিবে, এবং কিঙ্করগণ লম্ফ প্রদান করিবে, তখন মনোহারিত্বের পতাকা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আমি সেই সমপ্রকৃতি মদিরাপায়ীর সৎসাহসের দাস, কপট বসন মলিন অন্তর লোকদিগের আমি নহি।

সুরালয়ে অবিনীত ভাবে পদস্থাপন করিও না, কেন না তাহার দ্বারস্থ লোকেরা রাজার স্বগণ হন।

সতর্ক থাকিও, যেহেতু প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইবার সময় অর্দ্ধ যবকণিকায় সহস্র সাধনরাশির ফল হয়।

হাফেজ, প্রেমের মন্দির সমুচ্চ, সাহস চাই, যেহেতু প্রেমিকগণ সাহসবিহীন লোকদিগকে আপনাদের নিকটে আসিতে দেন না। ১২৮।

—:):(:—

অপ্সরা বিদ্যাধরীর ভাবগতি সুন্দর ও সুকোমল হয় সত্য,

কিন্তু উহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও কোমলতা যাহা অমুকে (সখা) ধারণ করেন।

হে সহাস্য কুসুম, তুমি আমার নয়ন প্রস্রবণকে দর্শন কর, সে তোমার আগমন আশায় উত্তম স্রোতোজল ধারণ করে।

চতুর পক্ষী সেই বসন্তের উদ্যানে গান করে না, যে বসন্ত আপনার পশ্চাতে কোন হেমন্ত ধারণ করে।

তোমার কুটিলভ্রূযুগল বাণবর্ষণচাতুর্য্যে এরূপ সমুৎসুক যে, যে কোন ব্যক্তির কার্ম্মুক আছে তাহার হস্ত হইতে যেন তাহা গ্রহণ করে।

সৌন্দর্য্যের ক্রীড়াবর্ত্তুল কে তোমা হইতে হরণ করিতে পারে? সেই স্থানে প্রভাকরও এরূপ অশ্বারূঢ় নয় যে, হস্তে অশ্বরশ্মি ধারণ করে।

আমার উক্তি হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যদবধি তুমি তাহা গ্রাহ্য করিয়াছ ; হাঁ হাঁ প্রেমকাহিনী বিশেষ লক্ষণ ধারণ করে।

সুরালয়নিবাসীদিগের সঙ্গে গৌরবের স্পর্দ্ধা করিও না, প্রত্যেক কথা এবং প্রত্যেক নিগূঢ় উক্তি এক এক ভূমি ধারণ করে।

আপত্তিকারীকে বল যে চলিয়া যাও, হাফেজের নিকটে কথা বিক্রয় করিও না, আমার লেখনীরও একপ্রকার জিহ্বা ও এক প্রকার বর্ণনাশক্তি আছে। ১২৯।

—:(-):—

সুরা ও আমোদ গোপন করা কি? উহা অসার কার্য্য। আমি প্রমত্ত স্বাধীন লোকদিগের শ্রেণীতে আসিয়াছি, যাহা হয় হউক।

মনের গ্রন্থি উন্মোচন কর, কালচক্রের বিষয় মনে করিও না, কোন দৈবজ্ঞের চিন্তা এই কালচক্ররূপ গ্রন্থি উন্মোচন করে নাই।

কালের পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না, যেহেতু এই কালচক্র অনিত্যতার সহস্র কাহিনী ও আখ্যায়িকা স্মরণ রাখে।

পানপাত্র বিনয় সহকারে গ্রহণ করিও, যেহেতু জম্‌শেদ ও বহমন এবং কবাদের কপালযোগে তাহার নির্ম্মাণ হইয়াছে *।

কে জানে নরপাল জম্‌শেদ ও কবাদ কোথায় গিয়াছেন? কে জ্ঞাত আছে যে, নরপতি জমের সিংহাসন কিরূপে ধ্বংস হইয়াছে।

এক্ষণও দেখিতেছি যে, শিঁরির অধরের খেদে আরক্তিম লালা কুসুম ফরহাদের সমাধিভূমি হইতে উৎপন্ন হইতেছে †।

কিন্তু লালা কুসুম যে কালচক্রের অসদ্ভাব জানে, সে জন্মাবধি সুরাপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া আছে।

রোকণাবাদের সলিল ও ইদোৎসবক্ষেত্রের সমীরণ আমাকে বিদেশযাত্রায় অনুমতি দান করিতেছে না ‡।

এস, এস, কিছুকাল সুরাপানে বিনষ্ট হই, তাহাতে সম্ভবতঃ এই নশ্বরভূমিতে কোন ধনভাণ্ডারে উপনীত হইব।

ঢোলকাদি বাদ্যের যোগে নির্ম্মল সুরা পান কর, কৌষেয় বস্ত্রের উপর কে মনের আনন্দ সম্বন্ধ করিয়াছে?

---

* জম্‌শেদ, বহমন, কবাদ, ইঁহারা কয়জন মহা প্রতাপশালী নরপাল ছিলেন।

† ফরহাদ পারস্যদেশনিবাসী একজন প্রস্তরখোদক লোক ছিল। এই ব্যক্তি শিঁরিনাম্নী সুন্দরী কামিনীর প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের প্রেমবিষয়ে পারস্য ভাষায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ আছে।

‡ খাজা হাফেজের জন্মভূমি শিরাজ নগরের পার্শ্বে প্রবাহিত নদী বিশেষের নাম রোকণাবাদ।

যদি আমি পানপাত্র হস্ত হইতে রাখিয়া না দি আমার প্রতি দোষার্পণ করিও না, যেহেতু বন্ধু এতদপেক্ষা বিশুদ্ধ বস্তু আমাকে প্রদান করেন নাই।

তাঁহার প্রেমের বেদনায় হাফেজের প্রতি যাহা হইবার হইয়াছে, সংসার প্রেমিকদিগের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি কেন না করে। ১৩০

—):-:(—

বাহ্যদর্শী সোফী (সাধকবিশেষ) জাল বিস্তার করিয়াছে, এবং ঐন্দ্রজালিক কৌটার মুখ উন্মুক্ত করিয়াছে। ঐন্দ্রজালিক দৈবশক্তির সঙ্গে সে চতুরতা করিয়াছে।

দৈব ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া তাহার মস্তক চূর্ণ করিবে, যেহেতু সে রহস্যজ্ঞ লোকের নিকটে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে।

পানপাত্রদাত্রী, এস, সুফীদিগের বিচিত্র প্রেমাস্পদ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়াছেন, বিলাস বিভ্রম আরম্ভ করিয়াছেন।

মন, এস, যে ব্যক্তি আস্তিন খর্ব্বসত্ত্বে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, তাহা হইতে আমরা ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করি।

প্রেমে কৃত্রিমতা করিও না, কেন না যে ব্যক্তি ঠিক প্রেম করে নাই, তাহার প্রেম দুঃখের দ্বার তাহার অন্তরের দিকে উন্মুক্ত করে।

হে সুন্দরগতি চক্রবাক্, বিলাসভাবে সুন্দর যাইতেছ, তপস্বীর মার্জ্জার উপাসনা কবিয়াছে বলিয়া প্রতারিত হইও না *।

---

* চক্রবাক ও তপস্বীর মার্জ্জারবিষয়ে এইরূপ গল্প আছে যে, একজন তপস্বী গিরিশিখরে তপস্যাকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া

কল্য যে সত্যের ভূমি প্রকাশিত হইবে, তখন সেই যাত্রিক লজ্জিত হইবেন যিনি অসত্যে দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছেন।

হাফেজ, উচ্ছৃঙ্খল প্রেমিকদিগকে ভর্ৎসনা করিও না, মূলেতেই ঈশ্বর আমাদিগকে বৈরাগ্য ও কপটতাবিষয়ে নিষ্কাম করিয়াছেন। ১৩১।

—:++:—

যদি সোফী সুরা পরিমিতরূপে পান করে তবে তাহার পান করা হউক, অন্যথা এই কার্য্যের চিন্তা সে বিস্মৃত হউক *।

তপস্যা করিতে ছিলেন। তাঁহার এক মার্জ্জার ছিল। ঘটনাক্রমে একদা এক চক্রবাক সেই তপস্যাকুটীরের নিকট দিয়া যাইতেছিল, সে তপস্বীর মার্জ্জারকে দেখিল যে, কুটীরের দ্বারে পশ্চিমাভিমুখে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। চক্রবাক মনে করিল যে, তাপসের মার্জ্জার উপাসনা করিতেছে, প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া সে নিঃশঙ্কভাবে তাহার নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। যাই চক্রবাক মার্জ্জারের নিকটে গমন, অমনি মার্জ্জার তাহাকে আক্রমণ করিয়া সংহার করা। এস্থলে চক্রবাক ধর্ম্মযাত্রিক, মার্জ্জার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। কখনও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে একটু সংযত দেখিলে আপনাকে নিরাপদ মনে করা কর্ত্তব্য নয়, ইহার এই তাৎপর্য্য।

* সোফীর উচিত যে, আপনার যোগ্যতা অনুসারে ঐশ্বরিক জ্যোতির অন্বেষণ করেন, অধিকতর অগ্রসর না হন। যিনি ঐক্ষণও সাধন সম্বন্ধে শিশুস্বরূপ, এতাদৃশ শক্তি লাভ করেন নাই যে, তাহা ধারণ করিতে পারেন তিনি যদি নিজের সাধ্যাতীত বিষয় প্রার্থনা করেন, পরে সেই বিষয় প্রকাশ পাইলেও তিনি ধারণ করিতে অক্ষম হন। অতএব তাহা বিস্মৃত হউন।

এই যে তিনি এক গণ্ডুষ সুরা হস্তচ্যুত করিতে পারিয়াছেন, অভিলষিত প্রেমাস্পদ তাহার অঙ্কদেশে আরূঢ় হউক * ।

সেই সহর্ষ মহা আরোহী কে হন? স্বর্গ মর্ত্ত্য তাঁহার তনুচ্ছদের বন্ধনে বদ্ধ ও বিজয় পতাকা তাঁহার স্কন্ধে স্থাপিত হউক।

তাঁহার সৎপুরুষের ন্যায় বদান্য প্রেমত্ত চক্ষু যদি পানপাত্রে প্রেমিকের শোণিত পান করে তাহার পান করা হউক।

আমার নেত্র তাঁহার তিলাঙ্ক ও শ্মশ্রুরেখার দর্পণবাহী হইয়াছে, আমার অধর তাঁহার সুমধুর চুম্বনকারীদিগের অন্তর্গত হউক।

যদিচ তিনি অহঙ্কারবশতঃ মাদৃশ দীন হীনের সঙ্গে কথা কহেন নাই, তথাপি তাঁহার নিঃশব্দ সুমিষ্ট বদনের জন্য প্রাণ উৎসর্গীকৃত হউক।

আমার গুরু বলিয়াছেন যে, শিল্পলেখনীতে ত্রুটি হয় নাই, তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনাকারী পবিত্র দৃষ্টির প্রশংসা হউক † ।

হাফেজ, সংসারে তোমার দাসত্বে বিখ্যাত হইয়াছে, তোমার কুঞ্চিত কুন্তলের দাসত্ব কুণ্ডল তাহার কর্ণে অর্পিত হউক ‡ । ১৩২ ।

—:০:—

---

* এস্থলে এক গণ্ডুষ সুরা ত্যাগ, কিঞ্চিৎ সংসারাসক্তিত্যাগ।

† শিল্পলেখনী অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃজনী শক্তি, অর্থাৎ তিনি যাহা লিখিয়াছেন বা সৃজন করিয়াছেন বিজ্ঞান ও মঙ্গলভাবের অনুসারে হইয়াছে, কিছুই ত্রুটি হয় নাই। তাঁহার শুভদৃষ্টির প্রশংসা হউক।

‡ অর্থাৎ তোমার কুন্তলের দাস হউক।

উষাকালে সমীরণ সখার কুন্তল হইতে সৌরভ আহরণ করিতেছিল, আমার উন্মত্ত হৃদয়কে নূতনরূপে প্রেমব্যাপারে প্রবর্ত্তিত করিতেছিল।

প্রভাতে সখার চিকুরসূত্রের সৌরভের ঈর্ষ্যায় সমীরণ তাতার দেশ হইতে সমানীত সমুদায় কস্তুরিকাসুগন্ধি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছিল।

হাফেজ প্রদোষে তাঁহার প্রাসাদের ছাদে (মুখ) চন্দ্রমার জ্যোতিঃ সমুজ্জল দেখিতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া যেন লজ্জাপ্রযুক্ত সূর্য্য প্রাচীরে মুখ স্থাপন করিতেছিল।

ধন্য ঈশ্বর, যদিচ তাঁহার তাদৃশ ভ্রূযুগল আমাকে নিপীড়িত করিয়াছে, তথাপি উহা দয়া করিয়া মাদৃশ রোগীর নিকটে কিছু সুসংবাদ আনয়ন করিতেছিল।

সখার আদ্যোপান্তে বদান্যতা, দয়া ও উপকারিতার নিদর্শন বিদ্যমান, যদ্যপি তিনি তস্‌বি জপ করেন বা উপবীত ধারণ করিতেছেন।

আমি সেই সুন্দর তরুকে হৃদয়োদ্যান হইতে উৎপাটিত করিয়াছি, যেহেতু তাহার প্রত্যেক কুসুম বিচ্ছেদে বিকশিত হইয়াছিল, দুঃখফল প্রসব করিতেছিল।

আমি তাঁহার নয়নের লুণ্ঠন ক্রিয়ার ভয়ে শোণিতাক্ত চিত্তকে মুক্ত করিয়াছি, সে পথে শোণিত বর্ষণ করিতেছে, এবং এইরূপই আচরণ করিতেছে।

সেইক্ষণ শুভক্ষণ সেই মুহূর্ত্ত শুভ মুহূর্ত্ত যখন তাঁহার সেই গ্রন্থিযুক্ত কুন্তল এইরূপে মন চুরি করিতেছিল ও শত্রু দোষ স্বীকার করিতেছিল।

গায়ক ও পানপাত্রদাতার কথানুসারে আমি কখন কখন বাহিরে গিয়াছি, কিন্তু দূত সেই দুস্তর পথ হইতে দুরূহ সংবাদ আনয়ন করিতেছিল।

হাফেজ নয়নপয়ঃপ্রণালীতে তোমার কলেবররূপ নবতরু স্থাপন করিয়াছে, তুমি তাহা উৎপাটন করিতে চাহিতেছ। ১৩৩।

—(*)—

বসন্তসমীরণ গুরু সুরাবণিক্‌কে ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছে, যেহেতু আমোদ আহ্লাদ ও নব মদিরা পানের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বায়ু জীবনপ্রদ ও সুগন্ধসঞ্চারী হইয়াছে, তরুরাজি হরিৎ-কান্তিযুক্ত ও বিহঙ্গ শব্দায়মান হইয়াছে।

বসন্তসমীরণ আরক্তিম লালা কুসুমরূপ চুল্লী এরূপ প্রজ্বলিত রহিয়াছে যে, তাহাতে পুষ্পকোরক ঘর্ম্মাক্ত ও পুষ্প উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

কর্ণপুটে আমার কথা গ্রহণ কর ও আমোদ আহ্লাদ কর, প্রত্যূষে এই দৈববাণী আমার কর্ণে উপস্থিত হইয়াছে ;—"ভিন্নতার ভাব হইতে নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে সম্মিলিত থাকিবে, যখন শয়তান চলিয়া গিয়াছে, পবিত্রাত্মা উপস্থিত হইয়াছেন।"

জানি না উষাবিহঙ্গ হইতে মুক্তস্বভাব সোসন কুসুম কি শ্রবণ করিয়াছে, * যেহেতু সে দশটি জিহ্বা ধারণ করিয়াও নিস্তব্ধ হইয়া আছে।

প্রেমের সভা অসম্পর্কিত লোকের যোগ দেওয়ার স্থান নয়,

* সোসন এক প্রকার পুষ্প, উহা রসনার আকার দশটি দলবিশিষ্ট।

পানপাত্রের মুখ আবৃত কর, যেহেতু খের্কাধারী বিরাগী পুরুষ উপস্থিত হইয়াছে।

এস, তোমাকে আমি সুখের কথা বলি, তুমি মদিরা পান কর; বৈরাগী পুরুষ আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে, এবং সুরাপায়ী উপস্থিত হইয়াছে।

হাফেজ কুটীর হইতে সুরালয়ে যাইতেছে, সম্ভবতঃ সে বাহ্য বৈরাগ্য ও কপটতার মত্ততা হইতে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৩৪।

—:*:—

ভাগ্যপক্ষী যদি পুনরাগমন করে তাহা হইলে তিনি প্রত্যাগমন করিবেন, এবং সম্মিলনের সঙ্গে স্থিতি করিবেন।

যদিচ চক্ষুর মণিমুক্তা সম্বল নাই, কিন্তু সে শোণিত পান করিবে ও তাহা কিছু উৎসর্গ করিবার উদ্যোগ করিবে *।

নগর প্রেমিকশূন্য, সম্ভবতঃ এক প্রান্ত হইতে অধ্যাত্ম লোকের কোন পুরুষ বাহির হইবেন ও কিছু কার্য্য করিবেন।

কেহই তাঁহার নিকটে আমার প্রসঙ্গ করিতে পারে না, সম্ভবতঃ বসন্ত-সমীরণ আমার কথা তাঁহার কর্ণগোচর করিবে।

দৃষ্টিরূপ বাজ পক্ষীকে উড্ডীন করিয়াছি, সম্ভবতঃ ভাগ্য তাহার অনুকূল হইবে ও সে কিছু শিকার করিবে।

এমন বদান্য কে আছেন যাঁহার পানামোদের সভাতে এক জন শোকার্ত্ত কিছু পান করিয়া মাদকতার অবসাদজনিত গ্লানি দূর করিবে।

---

* অর্থাৎ অশ্রু বারি শুকাইয়া গিয়াছে, ক্রন্দনে শোণিত পান করিবে, অর্থাৎ হৃদয় বিদারণ করিয়া ক্রন্দন করিবে।

হয় যোগ বা তোমার যোগের সংবাদ, অথবা প্রতিদ্বন্দীর মৃত্যু, কালচক্র এই তিনের কোন একটি কার্য্য করিবে।

গত রজনীতে আমি (মনে মনে) বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার অধর চিত্ত সুস্থ হইবার উপায় করিবে, অন্তররাজ্য হইতে এই দৈববাণী হইয়াছিল, যে, হাঁ করিবে।

হাফেজ, যদি তুমি তাঁহার দ্বার হইতে বাহির হইয়া না যাও, তবে তিনি এক দিন এক প্রান্ত হইতে আসিয়া তোমার শিয়রে উপস্থিত হইবেন। ১৩৫।

—:○:—

তোমার মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব যখন স্বচ্ছ পানপাত্রে পতিত হইয়াছে তখন তত্বজ্ঞ লোক মদিরার আভায় নিকৃষ্ট লোভে নিপতিত হইয়াছে *।

তাঁহার মুখমণ্ডল সৃষ্টির পূর্ব্বে যবনিকার অভ্যন্তরে দীপ্তি পাইতেছিল, তাহার জ্যোতির প্রতিবিম্ব পরে প্রজ্ঞার মুখে পতিত হইয়াছিল।

এই সকল সুরার প্রতিবিম্ব ও বিরোধী চিত্র যে প্রকাশিত পানপাত্রদাতার মুখের কিঞ্চিৎ জ্যোতি যাহা পানপাত্রে পতিত তাহাতে হইয়াছে †।

* ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, যখন তত্ত্বদর্শী লোক তোমার প্রতিবিম্ব বাহ্যিক প্রেমাস্পদদিগের রূপের উপর পতিত দেখিলেন তখন তাঁহারা মায়ায় মুগ্ধ হইলেন, ভাবিলেন ইহাই সর্ব্বস্ব।

† সুরার প্রতিবিম্ব অর্থে এসলামধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক প্রেম, বিরোধী চিত্র অর্থে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাব, গুরুর প্রসাদে এ সকল নির্ম্মল অন্তরে উপলব্ধি হয়।

প্রেমের যাতনা সমুদায় সাধু লোকের রসনাকে ছিন্ন করিয়াছে, সাধারণের মুখে কোথায় তাহার রহস্যের তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে ?

অহো! মাদৃশ দগ্ধহৃদয়ের সঙ্গে তাঁহার বিভিন্ন করুণার ব্যাপার, এক ভিক্ষুককে দেখ, সে কেমন সম্পদ্ পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে ?

পুণ্যদর্শী পুণ্যদৃষ্টিতে লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে, দ্বিধাদর্শী বিকৃত চক্ষুযোগে নীচ বাসনায় পতিত হইয়াছে।

তাঁহার বিরহযন্ত্রণারূপ করবালের নিম্নভাগে নৃত্য করিতে করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য, যেহেতু যে তাহাতে হত হইয়াছে, তাহার পরিণাম শুভ হইয়াছে।

মন তোমার চিবুকস্থ কূপ হইতে উদ্ধার পাইয়া কুঞ্চিত কুন্তলচক্রে আলম্বিত হইয়াছে. হায়! কূপ হইতে সে নির্গত হইয়া জালে পতিত হইয়াছে।

ভদ্র, আমাকে যে তুমি তপস্যাকুটীরে দর্শন করিবে সে কাল চলিয়া গিয়াছে, পানপাত্রদাতার মুখমণ্ডল ও পানপাত্রের অধরের সঙ্গে আমার কাজ উপস্থিত হইয়াছে।

আমি মসজেদ হইতে সুরালয়ে স্বতঃ উপস্থিত হই নাই, সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আমার জন্য এই শেষ লভ্য নিরূপিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি কালচক্রের ঘূর্ণনে পতিত হয় সে পরিধিশলাকার ন্যায় ঘূর্ণায়মান না হইয়া কি করিবে ?

সমুদায় সোফীই প্রেমের সংযোগী ও সখার প্রতি দৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহার মধ্যে কেবল দগ্ধহৃদয় হাফেজেরই দুর্নাম হইয়াছে ১৩৬।

তোমার প্রতি প্রেম সহজ নয় যে অন্তর হইতে চলিয়া যাইবে, তোমার প্রতি প্রেম বহিঃসংলগ্ন নয় যে অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

তোমার প্রতি প্রেম আমার শরীরস্থ এবং তোমার প্রতি ভালবাসা আমার অন্তরস্থ, তাহা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে অন্তরস্থ হইয়াছে, প্রাণের সঙ্গে বাহির হইয়া যাইবে।

প্রিয়-বিরহযন্ত্রণা এরূপ এক যন্ত্রণা যে, তাহার চিকিৎসায় যত যত্ন করিবে তত বৃদ্ধি পাইবে।

এই নগরে সেই প্রথম ব্যক্তি আমি, যে প্রতিরজনীতে আমার আর্ত্তনাদ গগনচূড়ায় সমুত্থিত হইয়া থাকে।

যেহেতু আমি যে অশ্রুপাত করিতেছি তাহা জন্দা নদীতে নিপতিত হইবে, এরাকের কৃষিক্ষেত্র সমুদায় একবারে সিক্ত হইবে *।

কলা কুঞ্চিত কুন্তলের অভ্যন্তরে এই আকারে সখার মুখ-মণ্ডল দর্শন করিয়াছি যে, চন্দ্রমা যেন জলদজালে পরিবেষ্টিত হইয়া আছে।

যদি তোমার চরণে হাফেজের সমাধি মৃত্তিকা সংলগ্ন হয়, তবে সেই চরণ চুম্বন করিবার জন্য সে সমাধিগর্ত্ত হইতে মস্তক বাহির করিবে। ১৩৭।

—:০:—

মুকুটধারী লোক সকল তোমার প্রমত্ত নয়নের দাস, জ্ঞানবান্ লোক তোমার আরক্তিম অধরমদিরায় হতজ্ঞান।

---

* জন্দা নদী বিশেষের নাম, উহা পারস্যের রাজধানী এস্‌ফাহান নগরের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত। পারস্যদেশের এক প্রদেশকে এরাক বলে, এস্‌ফাহাননগর ও খোরাসান এরাকের অন্তর্গত। জয়হন নদীও এই প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত।

বসন্তসমীরণ তোমার এবং নয়নাম্বু আমার রহস্যভেদী হই-য়াছে, অন্যথা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ রহস্যের রক্ষক হন।

যখন তুমি চলিতে থাক তখন নিরীক্ষণ করিও, কুন্তলের নিম্নে দক্ষিণে ও বামে কত অস্থির ব্যক্তি রহিয়াছে।

সমীরণের ন্যায় তুমি বনোফ্‌শাক্ষেত্রে গমন কর, দেখিও যে তোমার কুন্তলের অত্যাচারে তাহারা কত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে *।

প্রতিযোগিন্‌. তুমি চলিয়া যাও, ইতোধিক গর্ব্ব করিও না, যেহেতু সথার দ্বারস্থ লোকেরা দীন হীনই হইয়া থাকে।

হে ঈশ্বরদর্শী পুরুষ, তুমি চলিয়া যাও, স্বর্গলোক আমার ভাগ্যে আছে, যেহেতু পাপী লোকেরা কৃপার উপযুক্ত পাত্র হয়।

আমিই যে কেবল সেই কুসুমাস্যের উদ্দেশ্যে গজল পড়িতেছি তাহা নয়, তোমার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র বোল্‌ বোল্‌ পক্ষী গুণানুবাদ করিতেছে।

হে শ্রীপাদ খেজর, তুমি সহায় হও, † আমি পদব্রজে যাই-তেছি, এবং সঙ্গিগণ বাহনে আরূঢ় আছেন।

তুমি সুরালয়ে চলিয়া এস, এবং মুখমণ্ডল আরক্তিম কর, সে স্থানে কুটীরস্থ ব্যক্তি দুরাচার হয়।

সেই কুঞ্চিত কুন্তল হইতে হাফেজ যেন মুক্ত না হয়, যেহেতু তোমার ফাঁদে যাহারা বদ্ধ তাহারাই মুক্ত। ১৩৮।

—:)*(:—

* বনোফ্‌শা কুঞ্চিত কুন্তলাকার তৃণ বিশেষ।

† খেজর ধর্ম্মযাত্রিকদিগের নেতা মহাধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি অমর বলিয়া বিখ্যাত।

বিরহকরবালযোগে এই ভদ্র পুরুষকে বধ করা বিধিনির্দ্ধারিত নয়, অন্যথা তোমার নির্দ্দয় হৃদয় হইতে কিছুই ত্রুটি হইত না।

হে ঈশ্বর, তোমার রূপদর্পণ কেমন জ্যোতি ধারণ করে, তাহাতে আমার দীর্ঘ নিশ্বাস সংক্রামিত হইয়া মলিন করিবার ক্ষমতা রাখে না।

যখন তপস্যাকুটীরে তোমার মর্ম্মজ্ঞ এক জন গুরুও নাই, তখন মনের দুঃখে সুরালয়ের দ্বারে মস্তক স্থাপন করিয়াছি।

আমি উন্মত্ত যখন তোমার কুন্তল পরিত্যাগ করিতেছিলাম তখন কোন বস্তু আমার জন্য শৃঙ্খল ছিল না।

সৌন্দর্য্যের উদ্যানে তোমার কলেবর অপেক্ষ প্রিয় কিছুই জন্মে নাই, প্রতিমূর্ত্তির জগতে তোমার রূপ অপেক্ষা মনোহর কিছুই উৎপন্ন হয় নাই।

ভাবিয়াছিলাম যে, সমীরণের ন্যায় পুনর্ব্বার তোমার কুন্তলে যাইয়া সংলগ্ন হইব, কল্য নিশাব্যাপী আর্ত্তনাদ ভিন্ন অন্য কিছুই লাভ হয় নাই।

হে বিরহানল, তোমা হইতে আমি এই প্রাপ্ত হইয়াছি যে, দীপের ন্যায় আত্মনির্ব্বাণ ভিন্ন তোমার হস্তে আমার অন্য উপায় নাই।

তোমার বিরহে হাফেজের শোকযন্ত্রণার এমন এক (অধ্যায়) হয় যে, কাহার নিকটে তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না।১৩৯।

—ঃ(*)ঃ—

যদি সুরাবণিক, স্বাধীন মুক্ত পুরুষদিগের বাসনা পূর্ণ করেন, তবে ঈশ্বর পাপক্ষমা ও বিপদ্ দূর করিবেন।

যে কার্য্যালয়ে বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রবেশ নাই, সেই স্থানে দুর্ব্বল কল্পনা নিরর্থক কি বিচার করিবে ?

গায়ক, তুমি বাদ্য বাজাও, শমন ভিন্ন কাহারও মরণ হয় না, যে ব্যক্তি এই সঙ্গীত না করে, সে অপরাধ করিয়া থাকে।

হে ধীরবর, যদি তোমার নিকটে দুঃখ আইসে অথবা সুখ উপস্থিত হয় তাহা হইলে অন্যকে কারণ ভাবিও না, যেহেতু এ সকল ঈশ্বর করেন।

আমার যে প্রেমযন্ত্রণা ও মাদকতার অবসানজনিত গ্লানির কষ্ট উপস্থিত হয়, সখার সম্মিলন বা নির্ম্মল সুরা তাহার ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

যদি কোন ধর্ম্মযাত্রিক বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া চলেন, তবে সত্যই এক্ষণ অভয়দানের শুভ সংবাদ তাঁহার নিকটে পঁহুছিবে।

পানপাত্রদাতা, ন্যায়ের পানপাত্রযোগে সুরা প্রদান কর, তাহা হইলে দীন দুঃখী জন লজ্জা পাইবে না।

মদিরার জন্য প্রাণ গেল, এবং হাফেজ ক্রোধানলে দগ্ধ হইল ; সেই যিশুনিঃশ্বসিত লোক কোথায় আছেন, যিনি আমাকে জীবন দান করিবেন। ১৪০।

—ঃ○ঃ—

তোমার সুগন্ধি লেখনী যে দিবস আমাকে স্মরণ করিবে, সেই দিবস সহস্র দাসকে মুক্তিদানে যে ফল হয়, তুমি সেই ফল লাভ করিবে।

প্রেমাস্পদের দূত (তিনি নিরাপদে থাকুন,) যদি একটি সেলামযোগে আমার হৃদয়কে প্রফুল্ল করেন তাহা হইলে ক্ষতি কি ?

সম্প্রতি তোমার প্রেমকটাক্ষ আমাকে মূলশূন্য করিয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞের ন্যায় চিন্তা আমার মূল কি স্থাপন করিবে?

তোমার বিশুদ্ধ প্রকৃতি আমার প্রশংসাবাদের প্রত্যাশী নহে, ঈশ্বরপ্রদত্ত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে বেশবিন্যাসকারিণীর চিন্তার যোগ কি কার্য্য করিবে?

যদি তোমার করুণা মাদৃশ পতিত ভূমি আবাদ করে, তবে তোমার অভিলষিত বহু ধনভাণ্ড লাভ হইবে, ইহা পরীক্ষা কর।

শতবৎসরের বৈরাগ্য সাধনা অপেক্ষা জীবনের মুহূর্ত্তকালের সুবিচার রাজার পক্ষে কল্যাণজনক।

আমি সিরাজ নগরে লক্ষ্যভূমির পথ অবলম্বন করিতে পারি নাই, যে দিন হাফেজ বগদাদ নগরের পথ আশ্রয় করিবে সেই শুভদিন। ১৪১।

—:○:—

যে ব্যক্তি সখার রমণীয় মুখমণ্ডল দর্শন করে, নিশ্চয় সে নয়নের সার্থকতা রাখে।

লেখনীর ন্যায় তাঁহার অনুজ্ঞাপত্রে মস্তক স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু তিনি করবাল ধারণ করিয়াছেন।

তোমার পদচুম্বন যাহার লাভ হইয়াছে, সে সর্ব্বদা এই দ্বারে মস্তক স্থাপন করিয়া থাকে।

আমি শুষ্ক বৈরাগ্যে বিরক্ত, বিশুদ্ধ সুরা আনয়ন কর, যেহেতু সুরার সৌরভ সর্ব্বদা আমার মস্তিষ্ককে শীতল রাখে।

তোমার প্রহরী এক দিন আমার বক্ষে বাণ বিদ্ধ করিয়াছিল, এই অনাবৃত বক্ষঃস্থল তোমার বহু বিরহজনিত শোক বাণ ধারণ করে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু সে পথের বাহিরে পদ স্থাপন করিয়াছে, এক্ষণ সে সুরালয়ের উদ্দেশ্যে দেশান্তর যাত্রার প্রয়াস রাখে।

যদি তোমার সুরারস কিছুই না থাকে,তাহাতে তোমার পক্ষে ইহা শেষ হইল না, ক্ষণকাল বুদ্ধির কুমন্ত্রণায় তোমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিবে।

হাফেজের ভগ্ন হৃদয় মৃত্তিকাশায়ী হইবে, যখন সে লালা কুসুমের ন্যায় অনুরাগের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিতেছে *। ১৪২।

—ঃ)*(ঃ—

যদি আমি তোমার উদ্যান হইতে একটি ফল চয়ন করি, তাহাতে কি হয়, যদি তোমার আলোতে তোমার পদপ্রান্ত দর্শন করি তাহাতে কি হয়?

হে ঈশ্বর, যদি সেই সমুন্নত সরল তরুর ছায়ার পার্শ্বে আমি দগ্ধহৃদয় লোক উপবেশন করি তাহাতে কি হয়?

নগরের বৈরাগী পুরুষ, যখন নরপাল ও শান্তিরক্ষকের অনুগ্রহ স্বীকার করিয়াছে, তখন যদি আমি কোন প্রেমাস্পদের কৃপা স্বীকার করি, তাহাতে কি হয়?

আমার মহামূল্য জীবন সুরা ও সখাতে ব্যয়িত হইয়াছে, দেখা যাউক উহা হইতে আমার নিকট কি সমুপস্থিত হয়, এবং ইহা হইতে আমার কি হয়?

আমার বুদ্ধি গৃহ হইতে বহির্ভূত হইয়াছে, যদি সুরা ঈদৃশ হয়, তবে জানি না যে আমার ধর্ম্মের নিকেতনে কি হয়?

আমি যে, প্রতিমার পল্লীতে নিবাস করিতেছি, যদি তিনি সমুচ্চ স্বর্গ লোকে আমাকে স্থান দান করেন, তাহাতে কি হয়?

* লালা লোহিতবর্ণ পুষ্পবিশেষ, তাহার মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ।

প্রভু জানিয়াছেন যে আমি প্রেমিক, অথচ কিছুই বলেন নাই, হাফেজও যদি জানেন আমি সেই হই, তাহাতে কি হয়? ১৪৩।

—):-:(—

হৃদয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইবে এই বাসনায় প্রাণ দ্রবীভূত হইল, সফল হইল না। এই অসার বাসনায় দগ্ধ হইলাম, লাভ হইল না।

হায়! লক্ষ্যরূপ রত্নভাণ্ডারের অন্বেষণে ক্লেশে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম, লাভ হইল না।

হায়! হায়! সখার সাক্ষাৎকাররূপ ভাণ্ডারের অনুসন্ধানে মহাজনদিগের দ্বারে ভিক্ষুকের ভাবে গেলাম, লাভ হইল না

তিনি সংবাদ দিয়াছিলেন যে, প্রমত্তদিগের সঙ্গে বাস করিবেন, সুরাপায়ী ও প্রমত্ত বলিয়া আমার নাম প্রসিদ্ধ হইল, লাভ হইল না।

বক্ষঃস্থলে চিত্তপারাবত যদি অস্থির হয় সমুচিত বটে, যেহেতু সে আপন পথে আকুঞ্চিত জাল দর্শন করিয়াছে, মুক্ত হয় নাই।

প্রেমের পথে পথপ্রদর্শক ব্যতীত পদ স্থাপন করিও না, যেহেতু আমি স্বতঃ শত মনোযোগ বিধান করিয়াছি, কার্য্যকর হয় নাই।

প্রমত্তভাবে সেই আরক্তিম অধর চুম্বন করিব, এই বাসনায় পানপাত্রের ন্যায় আমার অন্তর কেমন শোণিত সঞ্চারিত হইয়াছে, সফল হয় নাই।

প্রণয়বশতঃ হাফেজ সহস্র চাতুরী এই আশায় করিল যে প্রতিবন্ধী বাধ্য হইবে, হইল না। ১৪৪।

—:০:—

যে জন বিষণ্নচিত্ত সে কেমন করিয়া উত্তম কবিতা রচনা করিবে, এ বিষয়ে একটি সূক্ষ্ম কথা বলিলাম, এই মাত্রই হয়।

মন, শত্রুর দোষোদ্ঘোষণে বিষণ্ণ থাকা উচিত নয়. যদি তুমি সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিয়া দেখ, তবে হয়তো দেখিবে ইহাতে তোমার কল্যাণ হয়।

যে ব্যক্তি এই ভাবোদ্দীপিকা লেখনীকে বুঝিতে পারে না তাহার চিত্রকে পুঁছিয়া ফেল, সে চিনদেশীয় চিত্রকর সদৃশ এরূপ বৃথা স্পর্দ্ধা করে।

কাহাকে সুরাপাত্র, কাহাকে বা হৃদয়শোণিত প্রদত্ত হইয়াছে, ভাগ্যচক্রের রীতিই এইরূপ হয়।

গোলাব বারি ও পুষ্পের সম্বন্ধে আদিম বিধি এই হয় যে, এ যবনিকান্তরালবাসী সে বাজারের প্রেমাস্পদ হইবে।

হাফেজের প্রমত্ততা যে অন্তর হইতে বিদূরিত হইবে তাহা নয়, যেহেতু এই পুরাতন মত্ততা অন্তিম কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। ১৪৫।

—:*:—

সখার মুখমণ্ডল ব্যতীত পুষ্প সুখকর নহে, মদিরা ব্যতীত বসন্ত ঋতু সুখকর নহে।

সখার কুসুমাস্য ব্যতীত নিকুঞ্জপ্রান্ত ও উদ্যানাকাশ সুখকর নহে।

সমীরহিল্লোলে সরল তরুর নৃত্য ও পুষ্পের হাবভাব বোল্‌-বোলের কূজন ব্যতীত সুখকর নহে।

পুষ্প, উদ্যান ও সুরা সুখের সামগ্রী সত্য, কিন্তু সখার সহবাস ব্যতীত সুখকর নহে।

বুদ্ধির হস্ত যে কোন চিত্র চিত্রিত করে সখার রূপ ও কান্তি ব্যতীত উহা সুখকর নহে।

সখার সঙ্গে আলিঙ্গন ব্যতীত সুমিষ্টাধর কুসুম তনু সুখকর নহে।

হাফেজ, প্রাণ তুচ্ছ বস্তু, উহা সখার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার জন্য সুখকর নহে। ১৪৬।

—:০:—

আমি বলিলাম, আমি তোমার বিচ্ছেদে শোকার্ত্ত; তিনি বলিলেন, "তোমার শোকের উপশান্তি হইবে।"

আমি বলিলাম, তুমি আমার চিদাকাশের চন্দ্রমা হইয়া থাক; তিনি বলিলেন, "যদি সঙ্ঘটিত হয় হইবে।"

আমি বলিলাম, তুমি প্রেমিকদিগের নিকট প্রেমের রীতি শিক্ষা কর; তিনি বলিলেন, "রূপলাবণ্যশালীদিগের দ্বারা এ কার্য্য অত্যল্প হইয়া থাকে।"

আমি বলিলাম, তোমার কুন্তলসৌরভ আমাকে জগতের নিকটে বিপথগামী বলিয়া পরিচিত করিয়াছে; তিনি বলিলেন, "তুমি দাসত্ব করিতে থাক, যে ব্যক্তি দাস হয় তাহার মনোরথ সফল হইয়া থাকে।"

আমি বলিলাম, তোমার দয়ার্দ্র হৃদয় কবে সম্মিলনের চেষ্টা করিবে; তিনি বলিলেন, "উৎপীড়ন সহ্য করিতে থাক, তাহা হইলে সেই সময় উপস্থিত হইবে।"

আমি বলিলাম, তোমার ভাবে আমি অন্য দিকে দৃষ্টি নিরোধ করিয়া আছি; তিনি বলিলেন, "সে চোর যে অন্য পথ দিয়া আইসে।"

আমি বলিলাম, যে সমীরণ স্বর্গোদ্যানের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় তাহা সুখকর ; তিনি বলিলেন, "চিত্তহারীর পল্লীর ভিতর দিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাই সুখকর।"

আমি বলিলাম, "তোমার সুমিষ্ট অধর আমাকে কামনাচক্রে বধ করিয়াছে ; তিনি বলিলেন, "তুমি দাসত্ব করিতে থাক, যে দাস হয় তাহার মনোরথ সফল হইয়া থাকে।"

আমি বলিলাম, দেখেছ, সুখের কাল কেমন সত্বর চলিয়া যায় ; তিনি বলিলেন, "হাফেজ, চুপ করিয়া থাক, বিষাদের ভাবও শেষ হইয়া থাকে"। ১৪৭।

— :-8-: —

তত্ত্বভাণ্ডারের রত্ন যা ছিল তাহাই আছে, প্রেমভাণ্ড সেই মোহর ও নিদর্শনে চিহ্নিত আছে, যেরূপ ছিল।

ঊষাসমীরণকে জিজ্ঞাসা কর, প্রতিমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমগ্র রজনী তোমার কুন্তলসৌরভ সেইরূপ প্রাণের বিশ্রামদায়ক ছিল, যেরূপ ছিল।

মণিমাণিক্যের প্রার্থী নহি, নচেৎ দিবাকর আকরে সেইরূপ কার্য্য করিতেছে, যেরূপ করিতেছিল *।

তোমার শ্মশ্রুজাল যে আমার হৃদয় শোণিতকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, তোমার আরক্তিম অধরে তাহা সেই প্রকার প্রকাশিত আছে, যেরূপ ছিল।

প্রেমিকগণ নিগূঢ় তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ হন, সুতরাং নয়নযুগল মুক্তাফলবর্ষী সেইরূপ আছে যেরূপ ছিল।

---

* কথিত আছে সূর্য্যকিরণে কৃষ্ণ পাষাণগর্ভে লোহিত মণির উৎপত্তি হয়।

আপন কটাক্ষপাতে হত ব্যক্তির তামাসা দেখিতে এস, যেহেতু সেই উপায়হীনের হৃদয় সেইরূপ দর্শনব্যাকুল আছে, যেরূপ ছিল।

আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম যে, তোমার কৃষ্ণ কুন্তল আর পথে দস্যুবৃত্তি করিবে না; বহুকাল চলিয়া গেল সে সেই স্বভাব ও চরিত্রে আছে, যেরূপ ছিল।

হাফেজ যদি শুভাকাঙ্ক্ষীদিগের উপদেশ শ্রবণ করিত, তবে সে এরূপ শূন্য হৃদয় হইয়া পড়িত না। ১৪৮।

—ঃ০)ঃ—

এক্ষণ নিকুঞ্জে পুষ্প প্রকাশিত হইয়াছে, বনোফ্‌শালতা তাহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়াছে।

বাদ্যধ্বনি সহকারে প্রাতঃসুরা পান করিতে থাক, বাশীর সঙ্গীতযোগে পানপাত্রদাতার চিবুক চুম্বন কর।

উদ্যানে জরদস্তের ধর্ম্মপ্রণালীকে উজ্জীবিত কর, এক্ষণ আরক্তিম লালাকুসুম নেমরুদের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে *।

রজতাননভানন যিশুপ্রকৃতি সখার হস্তে মদিরা পান কর, আদ ও সমুদের কাহিনী পরিত্যাগ কর †।

এই কুসুম বিকাশের সময়ে ধরাতল যেন উন্নত স্বর্গলোক হইয়াছে, কিন্তু উপকার কি? তাহাতে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই।

---

* জরদস্ত অগ্নি উপাসকদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন। নেমরুদ একজন ঈশ্বরবিরোধী রাজা ছিলেন, তিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এব্রাহিমকে অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

† আদ ও সমুদ দুই দুর্দ্দান্ত জাতি ছিল। তাহারা সালেহে ও হুদ এই দুই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল।

শুভ নক্ষত্র ও অনুকূল ভাগ্যের প্রসাদে কুসুমপুঞ্জ প্রভায় কুসুমোদ্যান যেন স্বর্গ হইয়া উঠিয়াছে।

পুষ্প যখন সোলয়মানের ন্যায় শূন্যমার্গে আরূঢ় হয় তখন প্রাতর্বিহঙ্গ দাউদের গাথা গায়িতে উপস্থিত হয় *।

পুষ্প প্রকাশের কালে সুরা ও সখা এবং বাদ্য ব্যতীত স্থিতি করিও না, সপ্তাহের স্থিতির ন্যায় এই কাল সীমাবদ্ধ।

সম্ভব যে, হাফেজের সভাতে শিক্ষার প্রভাবে সে যাহা অন্বেষণ করিতেছে তৎসমুদায়ের আয়োজন থাকিবে। ১৪৯।

—:§:—

আমি বলিলাম যে ত্রুটি হইয়াছে, এই ব্যবস্থা ছিল না; তিনি বলিলেন, "কি করা যায় অদৃষ্ট এইরূপই ছিল।"

আমি বলিলাম যে, পরমেশ্বর সম্মিলনসাধনে তোমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন; তিনি বলিলেন, "তাঁহার সম্মিলনে আমার কামনা সিদ্ধি হয় নাই, এইরূপই ছিল।"

আমি বলিলাম যে, এই দিবস তোমাকে অকল্যাণের সন্নিহিত করিয়াছে, তিনি বলিলেন যে "দুর্ভাগ্য আমার সন্নিহিত ছিল।"

আমি বলিলাম যে, হে চন্দ্রমা, তুমি আমা হইতে কেন প্রণয় ছিন্ন করিলে, তিনি বলিলেন যে, "তোমার ন্যায় অপ্রেমিকের প্রতি কালের বিদ্বেষ ছিল।"

আমি বলিলাম যে, ইতিপূর্ব্বে তুমি বহু আনন্দের পানপাত্রে পান করিয়াছ, তিনি বলিলেন যে "পরিণামের পানপাত্রে আরোগ্য ছিল।"

---

* সম্রাট্ সোলয়মান দৈত্যাদিগের সাহায্যে শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতেন। দাউদ সোলয়মানের পিতা, ইনি বড় ভক্ত ছিলেন।

আমি বলিলাম তুমি হে জীবন, এত সত্বর কেন চলিয়া গেলে? তিনি বলিলেন যে, "হে অমুক, কি করিব? জীবন এমনই ছিল।"

আমি বলিলাম যে, ইতিপূর্ব্বে বহু অত্যাচারের রেখা টানা হইয়াছে * তিনি বলিলেন যে "তাহাই সম্পূর্ণ হয় যাহা ভাগ্য-ফলকে ছিল।"

আমি বলিলাম যে, এমন দিন তোমার যাত্রার সময় নয়, তিনি বলিলেন যে "ইহাই সময়োপযোগী হয়।"

আমি বলিলাম যে, তুমি হাফেজ হইতে কি কারণে দূরে চলিয়া গেলে? তিনি বলিলেন যে "সর্ব্বদা আমার বাসনাই এই ছিল।" ১৫০।

—:+:*:+:—

যদিচ নগরের উপদেষ্টার নিকটে এই কথা কষ্টকর, তথাপি ইহা সত্য যে, যে পর্য্যন্ত কেহ প্রবঞ্চনা কপটাচরণ করে সে পর্য্যন্ত সে মোসলমান হয় না।

মত্ততা শিক্ষা কর, বীরত্ব প্রকাশ কর; যে জীব সুরা পান করে না সে মনুষ্য হয় না।

বিশুদ্ধ প্রকৃতি চাই যেন দেবপ্রসাদ লাভের যোগ্য হয়, নতুবা সকল প্রস্তরে ও মৃত্তিকায় মণি ও প্রবাল হয় না †।

হে মন, মহানাম নিজের কাজ করিবে তুমি সন্তুষ্ট থাক, ছল প্রবঞ্চনাতে পাপাসুর কখন মোসলমান হয় না।

---

* অত্যাচারের রেখা টানা হইয়াছে, অর্থাৎ অত্যাচার করিয়াছে।

† বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তর ও মৃত্তিকাই সূর্য্য রশ্মিতে মণি ও প্রবালে পরিণত হয়, সকল প্রস্তর নয়। তদ্রূপ বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট সুহৃৎই ঈশ্বরের করুণার মহত্ত্ব লাভ করে।

যে রোগী চিকিৎসকের নিকটে রোগ গোপন করে তাহার রোগ চিকিৎসায় প্রতীকারের যোগ্য হয় না।

আমি প্রেম সাধন করিতেছি, আশা যে এই উচ্চ গুণ অন্য গুণগ্রামের ন্যায় ব্যর্থ হয় না।

গত রজনীতে তিনি বলিতেছিলেন যে কল্য তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব, হে ঈশ্বর, কোন উপায় কর যাহাতে মন প্রবঞ্চিত না হয়।

তোমার সুন্দর মুখের জন্য আমি ঈশ্বরের নিকটে সুন্দর প্রকৃতি প্রার্থনা করিতেছি; তাহা হইলে আর আমার মন তোমা হইতে প্রবঞ্চিত হবে না।

যে ব্যক্তি প্রতিমার পুরোভাগে উপস্থিত হইতে প্রাণের সহিত বিকম্পিত, তাহার দেহ নিঃসন্দেহ কোরাণের উপলব্ধ হয় না।

যে পর্য্যন্ত হে হাফেজ, ধূলিকণিকার উচ্চ সাহস না হয় সে পর্য্যন্ত সে সমুজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডলের প্রার্থী হয় না। ১৫১।

—:[*]:—

আমার কার্য্য কালচক্রের প্রভাবে মীমাংসার দিকে পঁহুছিতেছে না, দুঃখে আমার হৃদয় আহত, প্রতীকারে পঁহুছিতেছে না।

পথের ধূলির ন্যায় বিনত হইয়াছি, বায়ুর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, যে পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত না হই, অন্ন পঁহুছিতেছে না।

কালের অত্যাচারের প্রভাবে দুঃখীর এই খেদই প্রচুর, যে, হস্ত সখার অঞ্চলে পঁহুছিতেছে না।

স্বীয় জীবন সম্বন্ধে আমি বিরাগী হইয়াছি, উপায়হীনের উপায় কি? আদেশ যে পঁহুছিতেছে না।

যে পর্য্যন্ত লক্ষ কণ্টক ভূমি হইতে সমুদ্গত না হয়, কুসুম তরু হইতে একটি কুসুমও কুসুমোদ্যানে পঁহুছিতেছে না *।

শোক বিলাপে ইয়কুবের উভয় নেত্র শুভ্র হইয়াছে, মেসর হইতে কেনানে সংবাদ পঁহুছিতেছে না †।

কোন অস্থি খণ্ড হইতে সে পর্য্যন্ত মাংস উন্মোচন করিতে পারিতেছি না, যে পর্য্যন্ত লক্ষ আঘাত ক্ষমা পঁহুছিতেছে না।

মূঢ়লোক বৈভবাড়ম্বরে সপ্তম স্বর্গে পঁহুছিয়াছে, জ্ঞানবানের খেদোক্তি ভিন্ন সপ্তস্বর্গে পঁহুছিতেছে না।

হে সোফি, তুমি সুরা দ্বারা মনের কালিমা প্রক্ষালন কর, এই বৈরাগ্যবস্ত্র খের্কা ধৌত প্রক্ষালনে ক্ষমা পঁছিতেছে না।

হাফেজ, সহিষ্ণু হও, যেহেতু প্রেমের পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দান করে না, সে প্রাণসখাতে পঁহুছিতেছে না।

সেই অতিভাষী আমার প্রেমের মত্ততার প্রতি দোষারোপ করে, সে আধ্যাত্মিক বিদ্যার গূঢ়তত্ত্বে দোষারোপ করে।

প্রেম ও সত্যের পূর্ণতা এবং অপরাধের হীনতা দেখ, যে ব্যক্তি নির্গুণ হয় সে দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

---

* গোলাপ কুসুম বিকশিত হইবার পূর্ব্বে লক্ষ কণ্টক উদ্গত হয় এইরূপ বহু সাধনার কষ্ট বৈরাগ্য স্বীকার করিলে অন্তরে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়।

† ইয়কুব কেনান দেশস্থ একজন ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ শত্রুতা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র ইয়ুসোফকে গোপনে এক বণিকের হস্তে বিক্রয় করে। সেই বনিক্ আবার তাঁহাকে মেসর দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। ইয়ুসোফ মেসরেই স্থিতি করেন। ইয়কুব তাঁহার বিরহে অত্যন্ত শোকাকুল হন।

পানপাত্রদাতার কটাক্ষপাত এস্‌লাম ধর্ম্মের পথ এরূপ অবরোধ করিয়াছে যে, সুরা হইতে ধৈর্য্যধারণ কেবল সোহয়বই করে *।

সুরঙ্গনাদিগের অঙ্গুলেপন হইতে তখন সৌরভ নির্গত হয়, যখন সখা আমার সুরালয়ের মৃত্তিকাকে অবির করেন †।

ভাগ্যভাণ্ডারের কুঞ্চিকা সঙ্গদয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক গৃহীত, এরূপ কেহ না হউক যে এই কথায় সন্দেহ করে।

এয়মন প্রান্তরের রাখাল যখন কয়েক বৎসর প্রাণপণে শোয়বের সেবা করে, তখন লক্ষ্য সাধন করে ‡।

তখন হাফেজের কাহিনী তাহার নয়ন হইতে অশ্রু নিঃসারিত করে যখন সে যৌবনকাল ও বার্দ্ধক্য স্মরণ করে। ১৫২।

—:○:—

হে মন সুসংবাদ, ষিশুনিঃশ্বসিত লোক আগমন করিতেছেন। তাঁহার শুভ নিঃশ্বাসে জীবনের সৌরভ আসিতেছে।

দুঃখ ক্লেশে আর্ত্তনাদ ও চীৎকার করিও না, কল্য রজনীতে গণনা করিয়া দেখিয়াছি যে এক জন প্রার্থনাশ্রবণকারী আসিতেছে।

---

* এক জন ধার্ম্মিক পুরুষের নাম সোহয়ব, ইনি হজরত মোহম্মদের সহচর ছিলেন।

† অবির এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য। চন্দন ও গোলাব এবং মৃগনাভি এই তিন সুগন্ধ বস্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়।

‡ এয়মন প্রান্তরের রাখাল মুসা দেব, তিনি শোয়ব নামক ধার্ম্মিক পুরুষের সফুরা নাম্নী কন্যাকে এই অঙ্গীকারে বিবাহ করিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ বৎসর তাঁহার মেষ চরাইয়া পরে পত্নীসহ স্বদেশে যাইতে পারিবেন।

এয়মন প্রান্তরস্থ অনলে আমার সন্তোষ নাই, মুসা এ স্থানে অনলখণ্ডের আশায় আসিতেছে *।

এমন কেহ নাই যে তোমার পল্লীতে তাহার কোন কার্য্য নাই, সকলে এ স্থানে কোন কামনাসিদ্ধির আশায় আসিতেছে।

কেহ জানে না যে, লক্ষ্যভূমি কোথায়? এই মাত্র জানা যায় যে, ঘণ্টার শব্দ আসিতেছে।

তোমরা এই উদ্যানের বোল্ বোল্ বিহঙ্গমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিও না, যেহেতু শুনিতেছি যে এক পিঞ্জরের ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে।

যদি রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে সখার উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে, বল শুভাগমন কর, এক্ষণও তাহার নিঃশ্বাস আসিতেছে।

বন্ধুগণ, সখা হাফেজের চিত্ত শিকার করিবার বাসনা রাখেন, শোন পক্ষী একটি মক্ষিকা শিকার করিতে আসিতেছে। ১৫৩।

—:(-):—

* মহাপুরুষ মূসা স্বীয় গর্ভবতী পত্নীসহ শ্বশুরালয় হইতে স্বদেশে যাত্রাকালে রজনীতে এক প্রান্তরে যাইয়া বিশ্রাম করেন। সেখানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সন্তান প্রসব করেন। তখন মুসা পত্নীর শৈত্য নিবারণের জন্য ইতস্ততঃ অগ্নির অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক জ্যোতিঃ তাঁহার নয়নগোচর হয়। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখেন যে, এক বৃক্ষে সেই জ্যোতিঃ জ্বলিতেছে। তখন তিনি দৈববাণী শ্রবণ করেন। সেই হইতে তাঁহার প্রেরিতত্ব লাভ হয়। উক্ত প্রান্তরকে এয়মন প্রান্তর বলে।

প্রেমের গায়কের বাদ্য ও রাগিণী আশ্চর্য্য, তিনি যে তালে সুর ধরেন তাহা ঠিক রাখেন *।

জগৎ যেন প্রেমিকের ধর্ষণপরিশূন্য না হয়, যেহেতু তিনি সুস্বর ও আনন্দজনক ধ্বনি রাখেন।

আমার মদিরাপায়ী গুরুর যদিচ ধনসম্পত্তিও শক্তি সামর্থ্য নাই, কিন্তু তিনি দান শক্তি ও দোষ ক্ষমার প্রভুত্ব রাখেন।

যে রাজার প্রতিবেশী ভিক্ষুক, তিনি তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে অবিচার হয় না।

আমার হৃদয়কে তুমি সম্মান করিও, যেহেতু এই শর্করা-ভোজী মক্ষিকা যে পর্য্যন্ত তোমার প্রতি অনুরাগী হইয়াছে, সে তদবধি মহাপক্ষী হোমার গৌরব রাখে।

আরক্তিম অশ্রুবারি চিকিৎসকদিগকে প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে প্রেমের বেদনা বটে, এবং হৃদয়সন্তাপক ঔষধ হয়।

কটাক্ষের নিকটে অত্যাচার শিক্ষা করিও না, প্রেমের ধর্ম্ম এই যে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের ফল ও প্রত্যেক ক্রিয়ার বিনিয়ম রাখে।

সেই সুরাবণিক্ সুকুমার অগ্নিপূজক এই সুন্দর কথা বলিয়াছেন ;—"তাঁহার মুখ দর্শনে আনন্দ অন্বেষণ কর যিনি নির্ম্মলতা রাখেন।"

---

* এ স্থলে প্রেমের গায়ক অর্থে প্রেমিক গুরু। তাঁহার এই আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও ক্ষমতা যে, তিনি যে বিষয়ের কথা কহেন তাহাতেই গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

স্রাঙ্গন্, সভামণ্ডপস্থ হাফেজ, ফাতেহা পাঠ করিয়াছে. * সে তোমার রসনায় একটি আশীর্ব্বচনের আকাঙ্ক্ষা রাখে। ১৫৪।

—):-:(—

আমি সুরা অগ্রাহ্য করিব, এ কি কথা? (সুরা যে অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত,) সাধারণতঃ এটুকু আমার বুদ্ধির আয়ত্ত হয়।

আমি যে বহু নিশা ব্যাপিয়া ঢোলক ও সারিন্দা বাদ্য যোগে নিবৃত্তি পথ রোধ করিয়াছি, এক্ষণ নিবৃত্তির পথ আশ্রয় করিব, একি কথা হয়?

বিরাগী পুরুষ মত্ততার পথ আশ্রয় না করিয়া থাকিলে ক্ষমা কর, প্রেম এমন একটি ব্যাপার যে উপদেশের বাহির হয়।

এপর্য্যন্ত সুরালয়ের পথ জানিতাম না, নতুবা আমার লুক্কায়িত থাকা কি সম্ভব হয়?

আমি গুরু অগ্নিপূজকের দাস, যেহেতু তিনি আমাকে অজ্ঞানতা হইতে উদ্ধার করেন। আমার গুরু যাহা করেন তাহা একান্ত অনুকূল হয়।

বিরাগী পুরুষ আর তাহার ধর্ম্মাভিমান ও নমাজ। আমি মত্ততা ও দীনতা, যে যাহার উপযুক্ত তাহাকে তাহাই দেওয়া হয়।

গত রজনীতে এই খেদে নিদ্রা হয় নাই যে, এক জন পণ্ডিত বলিতেছিলেন "যদি হাফেজ সুরা পান করে, তবে নিন্দার বিষয় হয়।" ১৫৫।

—:০:—

* ফাতেহা কোরাণের প্রথম অধ্যায় কথিত আছে তাহা পাঠ করিলে উপস্থিত বিপদ্ কাটিয়া যায়।

হে মোসলমান, এক সময় আমার এরূপ হৃদয় ছিল যে কোন সঙ্কট ঘটিলে তাহাকে বলিতাম।

সেই হৃদয়সহানুভূতিকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিল, সমুদায় হৃদয়বান্ ব্যক্তির আনুকূল্যকারী ছিল।

যখন দুঃখের আবর্ত্তে পড়িতাম তাহারই উদ্‌যোগে কুল লাভের আশা হইত।

সখার পল্লীতে আমা হইতে তাহা হারাইয়া গিয়াছে, হে ঈশ্বর, এ কি এক বিপদের ভূমি হয়।

তোমরা এই আকুল জনের প্রতি অনুগ্রহ কর, এ এক সময় নিপুণ বণিক্ ছিল।

যদবধি প্রেম আমাকে বচনবিন্যাস শিক্ষা দিয়াছে তদবধি আমার কথা সমুদায় সভার কাহিনী হইয়াছে।

যাহার গুণ আছে সে বঞ্চিত হয় না এ কথা সত্য, কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিকতর প্রবঞ্চিত কোন প্রার্থী নহে।

অন্বেষণ করিতে করিতে আমার নেত্র অশ্রুরূপ মুক্তাপুঞ্জ বর্ষণ করিল; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সম্মিলনে বঞ্চিত হইলাম।

পুনর্ব্বার বলিও না যে হাফেজ বাক্‌পটু, আমরা তাহাকে অতিশয় অপারগ দেখিয়াছি। ১৫৬।

—:*:—

আত্মীয়গণ, রজনীর সহযোগীদিগকে স্মরণ করিও, বন্ধুতা পূর্ণ সেবার সত্ব স্মরণ করিও।

যখন আশার হস্ত লক্ষ্য স্থলে পঁহুছে, তখন আমাদের সহবাসমুহূর্ত্ত স্মরণ করিও।

যখন পানপাত্রদাতার মুখমণ্ডলে সুরার আভা দীপ্তি পায় তখন আমার বৈরাগ্য রাগরাগিণীযোগে স্মরণ করিও।

মত্ততার সময়ে চঙ্গ ও চাগানা এই দুই বাদ্যযন্ত্রযোগে প্রেমিকদিগের দীর্ঘ নিশ্বাস ও খেদোক্তি স্মরণ করিও।

তোমরা ক্ষণকালও প্রেমিকদিগের দুঃখে সহানুভূতি করিতেছ না, কালচক্রের অসদ্ভাব স্মরণ করিও।

যদিচ সম্পদ্‌তুরঙ্গম সতেজ ও দুর্দ্দম হইয়াছে, শিরে কশাঘাত প্রাপ্ত সহযোগীদিগকে স্মরণ করিও।

হে গৌরবের উচ্চাসননিবাসিগণ দ্বারদেশে স্থাপিত হাফেজের মুখমণ্ডল স্মরণ করিও। ১৫৭।

—:):´:—

আমাতে কুশল শান্তি ইহা কেহ ভাবিতে পারে না, যেহেতু সুরালয়ের প্রমত্তজনের সম্বন্ধে কেহ উহা ভাবিতে পারে না।

আমি এই রোমশ তনুচ্ছদ খেরকা এজন্য ধারণ করিয়া থাকি যে, খেরকার নিম্নে সুরা লুক্কায়িত করিয়া রাখি, কেহ তাহা ভাবিতে পারে না।

হে সাময়িক পণ্ডিত, জ্ঞান ও অনুষ্ঠানের জন্য অহঙ্কার করিও না, যেহেতু কোন ব্যক্তিই বিধাতার নির্দ্ধারণ হইতে প্রাণ বাঁচাইতে পারে না। ১৫৮।

—:*:—

বর্ণ ও গন্ধে ভুলিও না, পানপাত্র আকর্ষণ কর, যেহেতু অগ্নিপূজকদিগের মদিরা পান ব্যতীত বিষাদের কালিমা তোমার অন্তর হইতে অন্য কিছুতেই দূর করিতে পারে না।

হে কুসুমাস্থ, যদিচ নয়ন তোমার প্রহরী তথাপি তুমি সাবধান থাকিও যেন তোমার ধন প্রহরী লইয়া না যায়।

হাফেজ, বাক্যকুশল লোকের নিকটে তুমি বাগ্বিন্যাস করিও না, যেহেতু কেহ মণি মুক্তা উপহার সাগর ও আকরের নিকটে লইয়া যায় না। ১৫৯।

—):-:(—

সুরা আমাকে পুনর্ব্বার বিবশ করিয়া ফেলিল, সুরা আমার উপর পুনর্ব্বার পরাক্রান্ত হইল।

লোহিত সুরাকে সহস্র ধন্যবাদ, যেহেতু উহা আমার মুখমণ্ডল হইতে পীতাভা হরণ করিল।

সুরার জন্য যে হস্ত দ্রাক্ষা চয়ন করিয়াছে তাহাকে আদর করি, যে চরণ উহা দলন করিয়াছে তাহা যেন স্খলিত না হয়।

হে বৈরাগী পুরুষ, তুমি চলিয়া যাও আমার দোষ ধরিও না, কেন না ঈশ্বরের কার্য্য ক্ষুদ্র কার্য্য নহে।

সৃষ্টি অবধি প্রেম আমার পক্ষে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বিধাতার লিপি খণ্ডন করা যাইতে পারে না। উচ্চ জ্ঞানের অহঙ্কার করিও না, যেহেতু মৃত্যুকালে আরস্তুও উপায়হীন লোকের ন্যায় প্রাণ দান করে *।

অবথা দুঃখ করিও না, প্রসন্ন থাক, যদি উৎকৃষ্ট কৌশেয় পরিচ্ছদ না থাকে, ধৈর্য্য ধারণ কর।

---

* আরস্তু একজন মহা পণ্ডিতের নাম, ইনি সম্রাট্ সেকেন্দরের মন্ত্রী আফ্লাতুন নামক বিখ্যাত পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন।

ধরাতলে এরূপ জীবন যাপন কর যদি মৃত্যু হয় লোকে যেন মরিয়াছে না বলে।

যে ব্যক্তি হাফেজের ন্যায় নির্ম্মল সুরা পান করিয়াছে সে আদিম পানপাত্রের সুরায় মত্ত হইয়াছে। ১৬০।

—:):-:(:—

নীলনয়ন প্রিয়জনদিগের প্রতি প্রেম আমার হৃদয় হইতে চলিয়া যাইবে না, ইহা স্বর্গের বিধি. অন্যথা হইবে না।

আদিম কালে আমার সম্বন্ধে মত্ততা ব্যতীত অন্য কার্য্যের আদেশ হয় নাই, সেখানে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার ন্যূনাতিরেক হইবে না।

আমার এই অধিকার হয় যে আমি অন্তরে তাঁহাতে প্রণয় স্থাপন করিব, তাঁহার সঙ্গে আলিঙ্গনাদি কেমনে বলিব হইবে, যখন হইবে না।

লোহিত সুরা ও নিরাপদ স্থান এবং পানপাত্রদাতা. অনুকুল বন্ধু, এসমুদায় বিদ্যমান ; মন, তবে কখন তোমার কুশল হইবে যদি এখন হইবে না।

এস তাহা হইলে প্রমত্তদিগের দলে বসিয়া সারেন্দা বাদ্যের সুরের সহিত সুরা পান করি।

একদা রজনীতে মজনুন, লয়লাকে বলিয়াছিল, "অয়ি অনুপম সখা, তোমার অন্য প্রেমিক হইবে, কিন্তু আমার ন্যায় ক্ষেপা হইবে না †।

† লয়লা নাম্নী এক নারীর প্রতি আসক্ত হইয়া মজনুন নামক ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পারস্য ভাষায় লয়লা

প্রতিযোগী উৎপীড়ন করিলেন, প্রণয়ের ভূমি রাখিলেন না, প্রতিরুত্থানকারী প্রেমিকের আক্ষেপ ধ্বনি স্বর্গের অভিমুখে উত্থিত হইবে না।

এস. তাহা হইলে আমি তোমাকে নির্ম্মল সুরাতে কালের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রদর্শন করিব, এই ঐতিহাসিক প্রেমের ক্রিয়া সুরারূপ মন্ত্র ভিন্ন হইবে না।

নয়ন, তুমি অশ্রুবর্ষণে হাফেজের হৃদয় কলেবরের দুঃখব্রণ ধৌত করিও না, যেহেতু উহা চিত্তহারী সখার শরের আঘাত, সেই শোণিতের রং ধৌত হইবে না। ১৬১।

—(*)—

বন্ধুগণ, তোমরা সখার কুঞ্চিত কুন্তলের গ্রন্থি উন্মোচন করিতে থাক, শুভরজনী বিদ্যমান, এই ব্যাপারে তাহাকে দীর্ঘ কর *।

রবাব ও চঙ্গ এই দুই বাদ্যযন্ত্র উচ্চধ্বনিতে বলিতেছে, "তত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের কথায় কর্ণপাত কর।"

এই মণ্ডলীতে যে সকল লোক প্রেমেতে জীবিত নহে, যাও আমার ব্যবস্থানুসারে তাহাদিগকে শবতুল্য জানিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রার্থনা কর।

প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে বহু প্রভেদ, যখন তিনি বিলাস বিভ্রম প্রদর্শন করেন, তখন তোমরা অনুরাগ প্রকাশ কর।

মজনুন নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ আছে। সেই পুস্তকে তাহাদের প্রেমের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বিবৃত।

* অর্থাৎ এই ব্যাপারে জাগরণ করিলে নিশা দীর্ঘ বোধ হইবে। অথবা গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া কৃষ্ণ কুন্তল প্রসারণ করিলে সেই কুন্তল স্বীয় কালিমা সূর্য্যরশ্মির উপর বিস্তার করিবে।

সখার প্রাণের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদের বিরহ-জ্বালার আবরণ ছিন্ন হইবে না, যদি তোমরা কার্য্যসম্পাদক পরমেশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর না কর।

সুরাবণিক্ গুরুর প্রথম উপদেশ এই যে, অযোগ্য লোক হইতে সাবধানতা অবলম্বন কর।

হাফেজ, যদি তোমার নিকটে কেহ পুরস্কার প্রার্থনা করে তুমি তাহাকে সখার হৃদয়রঞ্জন অধরে সমর্পণ কর। ১৬২।

—ঃ।*।ঃ—

যদি তোমার সঙ্গে আমার সম্মিলন হয় তবে আর স্বীয় ভাগ্য বিষয়ে আমার কি প্রার্থয়িতব্য হয়।

যদি ইহ পরলোকে এক মুহূর্ত্ত সখার সঙ্গে যাপন করি, আমার ইহ পরলোকে এই এক মুহূর্ত্তই লাভ হয়।

তোমার দ্বারে প্রেমিকদিগের কোলাহল হইবে আশ্চর্য্য কি? যেস্থানে শর্করাভাণ্ড সেখানেই মক্ষিকাকুল একত্র হয়।

সেই নিমগ্ন ব্যক্তির আর উদ্ধারের উপায় কৈ? যাহার পৃষ্ঠপশ্চাতে প্রেমযন্ত্রণার প্রবাহ হয়।

করবালযোগে প্রেমিক জনকে বধ করার প্রয়োজন কি? কেন না আমি অর্দ্ধজীবিত, আমার পক্ষে এক কটাক্ষই যথেষ্ট হয়।

সহস্রবার তিনি আমাকে ভাল বাসেন, পুনর্ব্বার যখন আমাকে দেখেন তখন বলেন, "এ ব্যক্তি কে হয়?"

আমার ভাগ্যের হস্ত খর্ব্ব, এই কারণে সেই সমুচ্চ সরল তরু সর্ব্বদা আমার অনায়ত্ত হয়।

রঞ্জিত সুরা ও সখার সঙ্গ সুখকর, চিন্তহারা হাফেজের অনুক্ষণ সেই কামনা হয়। ১৬৩।

তোমার বিরহের আক্রমণে অনুক্ষণ চীৎকার করিতেছি, যদি সমীরণ আমার আর্ত্তনাদ তোমার নিকটে না পঁহুছায় আক্ষেপের বিষয়।

বিলাপ চীৎকার ও আর্ত্তনাদ না করিয়া কি করিব? তোমার বিচ্ছেদে আমি যেরূপ হইয়াছি কোন শত্রু যেন সেরূপ না হয়।

অহর্নিশি ক্রোধ অভিমানে শোণিত পান করিতেছি, কেন করিব না, যখন তোমার দর্শনে বঞ্চিত আছি তখন কেমন করিয়া প্রসন্নচিত্ত থাকিব?

যদবধি তুমি মাদৃশ দগ্ধহৃদয়জনের নয়নের অন্তরাল হইয়াছ তদবধি হৃদয় বহু শোণিত নয়ন প্রস্রবণ হইতে উন্মুক্ত করিয়াছে।

এই প্রত্যেক নেত্ররোম কূপ হইতে শতাধিক শোণিতাশ্রু-বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে, হায়! তোমার বিরহ আক্রমণে হৃদয় শোণিত নিঃসারণ করিয়াছে।

হৃদয় হারা হাফেজ দিবা নিশি তোমার স্মরণে নিমগ্ন, তুমি এই ভগ্নহৃদয় দাসের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন আছ। ১৬৪।

—:০:—

হে মন, শুভ সংবাদ এই যে, পুনর্ব্বার বসন্ত-সমীরণের সঞ্চার হইয়াছে, সুসংবাদবাহক হোদহোদ পক্ষী সবা অঞ্চল হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে *।

* সম্রাট সেকন্দরের হোদহোদ নামক এক পক্ষী ছিল। কথিত আছে, সেই পক্ষী মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারিত, এবং সেকন্দরের দৌত্য কার্য্য করিত। বলকেস নাম্নী এক রাজ্ঞীর প্রতি সেকন্দর আসক্ত হইয়াছিলেন। সবানামক নগরে তাঁহার রাজবাটী ছিল। হোদহোদ সেখান হইতে প্রণয়ের শুভ সংবাদ সেকন্দরের নিকটে আনয়ন করে।

হে প্রভাতবিহঙ্গ, তুমি দাউদের সঙ্গীত গাইতে থাক, যেহেতু কুসুমরূপ রাজা সোলয়মান গগনমার্গ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন *।

লালা কুসুম সুমিষ্ট সুরার গন্ধ বসন্ত সমীরণের নিঃশ্বাসে আঘ্রাণ করিয়াছে, অন্তরে কালিমা আছে, সে ঔষধের আশায় প্রত্যাগত হইয়াছে।

এরূপ সুবিজ্ঞ কোথায় যে, সোসন কুসুমের কথা উপলব্ধি করে? তাহা হইলে সে বলে যে, কেন চলিয়া গিয়াছিল ও কেন প্রত্যাগত হইয়াছে।

আমার ঈশ্বরপ্রদত্ত ভাগ্য পৌরুষকার ও করুণা প্রকাশ করিয়াছে, যেহেতু সেই পাষাণহৃদয় প্রতিমা প্রণয়ের পূর্ণতাসাধনে প্রত্যাগত হইয়াছে।

আমার নয়ন সে পর্য্যন্ত এই প্রেমাস্পদের সহযাত্রিদলের উদ্দেশ্যে বহু প্রতীক্ষার ক্লেশ বহন করিয়াছে, যে পর্য্যন্ত আমার হৃদয়কর্ণে এক স্বর্গীয় ধ্বনি প্রত্যাগত হইয়াছে।

যদিচ আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি ও হাফেজ অপবাদ করিয়াছে তথাপি তাঁহার করুণা দেখ, তিনি সম্মিলন উদ্দেশ্যে দ্বারদেশ দিয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন। ১৬৫।

—:*:—

* গজলের এই কয়েকটি কবিতায় বসন্ত ঋতুর বর্ণনা হইয়াছে। পুষ্পপুঞ্জ শীত ঋতুতে অদৃশ্য ছিল, বসন্ত সমীরণের সঞ্চারে বিকশিত হইয়াছে, পক্ষী সকল নিশান্তে গান করিতে লাগিল ইত্যাদি। কথিত আছে সোলয়মান দৈববলে আকাশ পথে বিচরণ করিতেন। এস্থলে পুষ্পকে সোলয়মানরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কুটীরবাসী (বাহ্য বৈরাগী) লোকেরা যেন মুদ্রা সকলের পরীক্ষা করে, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে ছল বা চাতুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবে।

আমার পরামর্শ এই যে, বন্ধুগণ যেন সকল কাজ ছাড়িয়া দেন, একজন সখার কুটীল কুন্তল আশ্রয় করেন।

সহযোগিগণ পানপাত্রদাতার কুন্তল ডাল আশ্রয় করিয়াছেন, জগৎ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও তাঁহারা স্থির থাকিবেন।

হে পরমেশ্বর, এই সুকুমার (চক্ষু) হত্যাব্যাপারে কি পরাক্রান্ত, অনুক্ষণ নেত্ররোমরূপ বাণের আঘাতে এক একটী শিকার করিতেছে।

সরস কবিতায় ও বংশীধ্বনিতে নৃত্য করা সুখের বিষয়। সেই বিশেষ নৃত্য যাহাতে কোন প্রেমাস্পদের হস্তাবলম্বন হয়।

সুন্দর পুরুষদিগের নিকটে সহিষ্ণুতার বাহুবল প্রকাশ করিও না, এই সকল লোকের এক এক জন অশ্বারোহী এক একটী দুর্গ অধিকার করে।

কাকের লজ্জা নাই বলিয়া পুষ্পের উপর পদস্থাপন করে, বোলবোল পক্ষীর উচিত যে কণ্টকের আঁচল ধারণ করে।

দর্শকগণ তোমার পথের ধূলিকে নয়নের অঞ্জন করিবার জন্য কখন তুমি যাইবে বলিয়া পথের দিকে দৃষ্টি করিয়া বহুকাল প্রতীক্ষা করিতেছে।

হাফেজ দুঃখীর প্রতি জগতের ধনী লোকদিগের সহানুভূতি নাই, ইঁহাদের মধ্য হইতে এক প্রান্তে স্থিতি করিতে পারিলে ভাল হয়। ১৬৬।

—:(*):—

নিঃশ্বাস নিঃশেষিত হইয়া আসিল তোমা হইতে কামনা সিদ্ধ হইতেছে না, হায়! আমার ভাগ্য জাগরিত হইতেছে না।

এইভাবে পড়িয়া আমার আয়ুষ্কাল শেষ হইল, এক্ষণও তোমার কৃষ্ণ কুন্তলজনিত বিপদ্ শেষ হইতেছে না।

হৃদয় কুন্তলনিবাসী হইয়া আছে, সেই বিপন্ন প্রবাসী হইতে সংবাদ আগত হইতেছে না।

যে পর্য্যন্ত তোমার সমুন্নত কলেবর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ না করিতেছি সে পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যতরু ফলবান্ হইতেছে না।

আমি প্রার্থনারূপ সহস্র বাণ নিঃসরণ করিয়াছি, তন্মধ্যে একটিও কৃতকার্য্য হইতেছে না।

হাফেজ, প্রেমের পূর্ণতাসাধনে মস্তক দান করা একটি সামান্য কাজ, যাও, যদি তোমার দ্বারা তাহা না হয় চলিয়া যাও। ১৬৭।

—:০:—

যে জন মুখমণ্ডল উৎফুল্ল করিয়াছে সেই যে চিত্ত হরণ করিতে জানে তাহা নয়, যে ব্যক্তি দর্পণ নির্ম্মাণ করে সেই যে সেকন্দরের ক্ষমতা রাখে তাহা নয় *।

যে জন বক্রভাবে মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছে ও উগ্র গাম্ভীর্য্যভাবে বসিয়াছে, সেই যে মুকুট ধারণ ও প্রভুত্ব করিতে জানে তাহা নয়।

এস্থলে কেশ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর সহস্র সূক্ষ্ম কথা আছে, যে

---

* ভুবনবিজয়ী সেকন্দর প্রথম দর্পণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ দর্পণ নির্ম্মাণ করিলেই যে সেকন্দরের প্রভাব লাভ করিবেন, তাহা নয়।

ব্যক্তি মস্তক মুণ্ডন করে, সেই যে কলন্দরের ভাব জানে তাহা নয় * ।

স্বীয় নয়নজলে নিমগ্ন হইয়াছি, কি উপায় করি ; জলে প্রত্যেক ব্যক্তি যে সন্তরণ জানে তাহা নয় ।

আমি সেই সুখত্যাগী প্রমত্তের সৎসাহসের দাস, যিনি ভিক্ষুকের অবস্থাপন্ন, অথচ নিকৃষ্ট ধাতুকে সুবর্ণ করিতে জানেন ।

তোমার মুখমণ্ডলের তিলাঙ্কেই আমার নয়নতারার নীলিমা, মণিকারই নিঃসঙ্গ মুক্তাফলের মর্য্যাদা জানে ।

হৃদয়কে হারাইয়াছি, জানিতাম না যে মনুষ্য সন্তান পরীর রীতি নীতি জানে † ।

যিনি অঙ্গ সৌষ্ঠভ ও মুখচ্ছবিতে সৌন্দর্য্যশালীদিগের রাজা হইয়াছেন, তিনি যদি বিচার—প্রণালী জানেন, ভুবন জয় করিবেন ।

যদি তুমি শিখিতে চাও তবে অঙ্গীকার পালন করিলে ভাল হয়, নচেৎ তুমি যাহাকে দেখ, সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ অত্যাচারই জানে ।

তুমি নিঃস্ব লোকের ন্যায় পারিশ্রমিক পাইবার জন্য দাসত্ব করিও না, সখা নিজে দাসকে প্রতিপালন করিতে জানেন ।

কে হাফেজের মনোহারিণী কবিতার মর্ম্ম বুঝিতে পারে ? যাহার প্রকৃতি কোমল ও যিনি বচন বিন্যাস জানেন । ১৬৮ ।

কলন্দও এক শ্রেণীর সাধক তাঁহারা মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন ।

† কথিত আছে যে পরী সকল দর্শন দানে আপনার সৌন্দর্য্যে চিত্ত হরণ করিয়া অদৃশ্য হয় ।

সেই প্রসন্ন ও প্রমত্ত সহযোগী কোথায়? যাঁহার বদান্যতার নিকটে দগ্ধহৃদয় প্রেমিক অভিলাষ ব্যক্ত করিতে পারে।

ভাবযোগ এই সকল ক্রীড়া (কবিতা রচনা), অনুরাগের সহিত করিতেছি, সম্ভবতঃ কোন দর্শক কৌতূহল করিতে আসিবে।

যদিচ প্রেমের পথ ধনুর্দ্ধরদিগের সঙ্কেতভূমি, তথাপি যে ব্যক্তি বুঝিয়া চলে সে শত্রু জয় করিয়া থাকে।

অলৌকিক ক্রিয়ার সঙ্গে ইন্দ্রজাল প্রতিযোগীতা করে না, তুমি চিত্তকে প্রসন্ন রাখ, সামরীর কি ক্ষমতা যে শুভ্র হস্তকে পরাভূত করে * ?

সুরার পাত্র আন্তরিক বিষাদের পথাবরোধক, তাহা হস্তচ্যুত করিও না; অন্যথা বিষাদের স্রোত তোমাকে পদস্খলিত করিবে।

হে উদ্যানপালক, আমি তোমাকে শিশিরসঞ্চারবিষয়ে অসতর্ক দেখিতেছি, সেই দিনের জন্য আক্ষেপ যেদিন শিশিরবাত্যা তোমার সুন্দর কুসুমকে হরণ করিবে † ।

---

* প্রেরিত পুরুষ মুসার সঙ্গে সামরী নামক এক জন ঐন্দ্রজালিক পুরুষ ছিল। সে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাগুণে এক আশ্চর্য্য গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া মুসার অনুগামীবর্গকে তাহার পূজায় প্রবর্ত্তিত করে। মুসা ইহা জানিতে পারিয়া গোবৎস চূর্ণ করিয়া ফেলেন। করতলে শুভ্রজ্যোতি প্রকাশ করা মুসার অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে একটী অলৌকিক ক্রিয়া ছিল।

† এস্থানে বাহ্যদর্শী বিষয়ী লোককে উদ্যানপালক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। শিশিরকালে পুষ্প সকল বিনষ্ট হয়। এস্থলে শিশিরকাল মৃত্যু, পুষ্প মানবদেহ।

সাময়িক দস্যু নিদ্রিত নহে, তুমি তাহার সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হইও না। আজ আক্রমণ না করিলেও কাল আক্রমণ করিবে * ।

যে কিছু জ্ঞান ও উন্নতি আমার মন চল্লিশ বৎসরে সংগ্রহ করিয়াছে, ভয় পাইতেছি যে, সেই প্রমত্ত নয়ন বা একেবারে তাহা হরণ করে।

হাফেজ, যদি তাঁহার প্রমত্ত নেত্র তোমার প্রাণ প্রার্থনা করে, তবে তুমি স্বীয় আলয়কে জীবনশূন্য করিও ও তাহা প্রদান করিও যেন লইয়া যায়।

সমীরণের নিঃশ্বাসসৌরভ বসন্ত বিকীর্ণ করিবে, বৃদ্ধ জগৎ পুনর্ব্বার যৌবনপ্রাপ্ত হইবে।

আরগওয়াণ তরু আরক্তিম পানপাত্র সমন কুসুমকে প্রদান করিবে, নের্গসের নয়ন লালা;পুষ্পের দিকে তাকাইয়া থাকিবে † ।

কুসুম প্রিয় সামগ্রী, তাহার সঙ্গ উপাদেয় বলিয়া জানিও; কেন না সে এই পথে উদ্যানে আগমন করিয়া সেই পথে চলিয়া যাইবে।

বোল্‌বোল্‌ বিহঙ্গ যে এই দীর্ঘ বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কুসুমের আলয় পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবে।

---

* সাময়িক দস্যু অর্থে পাপাসুর বা পাপ প্রবৃত্তি।

† আরগওয়াণ এক প্রকার পুষ্পতরুর নাম, তাহাতে বসন্ত কালে রক্তবর্ণ পুষ্প বিকশিত হয়। সমন এক প্রকার শুভ্র কুসুম। অর্থাৎ বসন্তকালে আরগওয়াণ তরুর সম্মুখে সমন বিকশিত হইবে আরগওয়াণ যেন সমনকে পানপাত্র দান করিতেছে, এরূপ বোধ হইবে। চক্ষুর আকৃতির ন্যায় নের্গস কুসুমের আকৃতি, নের্গস যেন লালা কুসুমের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

মন, যদি তুমি অন্যকার আমোদ কলাকার জন্য রাখিয়া দাও তবে জীবনরূপ মূল ধনের কে প্রতিভূ হইবে ?

হে গায়ক, প্রেমের সভা হইয়াছে, সঙ্গীত কর, কবিতা পড়, কত আর বলিবে যে এক্ষণ যেমন পরেও সেইরূপ হইবে।

আমি যদি মসজেদ হইতে সুরালয়ে গিয়া থাকি দোষ ধরিও না, যেহেতু উপদেশের সভা দীর্ঘ, সময় চলিয়া যাইবে।

হাফেজ তোমার জন্যই অস্তিত্বের রাজ্যে আগমন করিয়াছে, তাহাকে বিদায় দান করিতে পদার্পণ কর, যেহেতু সে চলিয়া যাইবে। ১৬৯।

—ঃ)৮(ঃ—

সুফীর সমুদায় মুদ্রা সমুজ্জল ও অকৃত্রিম নয়, ওহে, বহু বৈরাগ্য বস্ত্র যে অনলে দগ্ধ হইবার উপযুক্ত হয়

পরীক্ষার কষ্টিপ্রস্তর ব্যবহার হইলে ভাল হয়, তাহা হইলে যাহাতে অসত্য আছে তাহার মুখ মলিন হয়।

বিলাসসম্পদে প্রতিপালিত ব্যক্তি সখার দিকে যাইতে পারে না, বিপদ সহিষ্ণু প্রমত্ত জনেরই প্রেম করা রীতি হয়।

পানপাত্রদাতার মুখচ্ছবি যদি এইরূপ বিহ্বল করে, তবে অনেক মুখমণ্ডল যে রক্তে রঞ্জিত হয়।

নীচ সংসারের ভাবনা কত আর ভাবিবে, মদিরা পান কর; জ্ঞানীর মন চঞ্চল হইলে আক্ষেপের বিষয় হয়।

শশাঙ্ককান্তি পানপাত্রদাতার হস্তের সুরারস হইলে হাফেজের বৈরাগ্য বস্ত্র ও নমাজের আসন সুরাবণিক্ গ্রহণ করিবে। ১৭০।

—ঃ-§-ঃ—

চন্দ্রমা ও তারকার সঙ্গে তোমার মুখমণ্ডলের তুলনা করিয়া থাকিলে তোমার রূপ না দেখিয়া অনুমানে তুলনা করিয়াছে।

ফরহাদ শিরিণের যে সকল কাহিনী লোক বলিয়াছে, তাহা আমার কোলাহলজনক প্রেমকাহিনীর বিন্দুমাত্র নয়।

কুসুমানন প্রেমাস্পদদিগের পথের ধূলি প্রাণপ্রদ সৌরভ ধারণ করে, তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা তথায় প্রজ্ঞার মস্তিষ্ককে সৌরভান্বিত করিয়াছেন।

দীনহীন লোকেরা বদান্যতার পাত্রের এক গণ্ডুষ হইতে বঞ্চিত, এই অত্যাচার যে দুঃখী প্রেমিকদিগের প্রতি হইয়াছে, দেখ।

আক্রমণ ও শিকারের গৌরব কাক ও চিলের নাই, এই ক্ষমতা শাহিন ও শাহবাজ পক্ষীকে প্রদত্ত হইয়াছে।

পানপাত্রদাতা, মদিরা দান কর, আদিম নির্বন্ধের প্রতিবিধান নাই, যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা খণ্ডনযোগ্য নহে।

বুদ্ধিকে পরিত্যাগ কর, প্রাণের ন্যায় তাহাকে (দ্রাক্ষা কন্যাকে—সুরাকে) আলিঙ্গন পাশে আকর্ষণ কর, দ্রাক্ষা কন্যার উদ্বাহে বুদ্ধিরূপ মুদ্রাকে কাবিন করা হইয়াছে।

সেই দীর্ঘ কুন্তল ও নীল চিলাক যাহা করিয়াছে, নেত্ররোমরূপ শর ও কটাক্ষ ইন্দ্রজাল তাহা করে নাই।

আমার একটি চুম্বন প্রদেয় ছিল, তোমার অধর সেই অবকাশ দিল না; মধুর অধরোষ্ঠ এরূপ করিয়াছে, তুমি ইহার বিচার কর।

প্রেমাস্পদগণ অনুক্ষণ স্বীয় সুরঞ্জিত মুখমণ্ডলের অনলে বিরাগী পুরুষদিগের হৃদয় ও ধর্ম্ম দগ্ধ করিয়াছেন।

হাফেজের কবিতা যাহা সম্পূর্ণ তোমার হিত সাধনের প্রশংসা-

সূচক হয়, লোকে তাহা যেখানে শ্রবণ করিয়াছে প্রেমভয়ে তাহার প্রশংসা করিয়াছে। ১৭১।

—:○:—

উপদেষ্টৃগণ যে মম্বর ও মেহরাবে আত্মপ্রদর্শন করিতেছেন *। যখন নির্জ্জন স্থানে যান তখন তাঁহারা অন্যরূপ কাজ করিয়া থাকেন।

আমার একটী কঠিন সমস্যা আছে, সভায় পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা কর; অনুতাপের ব্যবস্থা দাতৃগণ নিজে কেন অনুতাপ অল্পই করিয়া থাকেন?

যেন তাঁহারা বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখেন না, যেহেতু তাঁহারা এই সকল মিথ্যা প্রবঞ্চনা বিচারপতি ঈশ্বরের কার্য্যে করিয়া থাকেন।

আমি মদিরালয়ের গুরুর দাস, যেহেতু তাঁহার দীন দরিদ্র লোকেরা নিষ্কামবশতঃ ধনপুঞ্জের উপর ধূলী নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

হে কুটীরের ফকির, তুমি ফিরে এস, যেহেতু অগ্নিপূজকদিগের দেবমন্দিরে এক প্রকার পানীয় প্রদত্ত হয় যে, তাহা হৃদয়কে ধনী করিয়া থাকে।

তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য যত কেন প্রেমিক বধ করুক না, অলক্ষিত স্থান হইতে আর এক দল প্রেমেতে মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে।

---

* মসজেদে ধাপের আকারে এক প্রকার বেদী থাকে, যাহার উপর এমাম দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ দান করেন, তাহাকে মম্বর বলে। মসজেদের পশ্চাদ্ভাগে কার্ম্মুকাকারে এক প্রকার তাক থাকে, এমাম তাহার অভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়েন।

হে মন, তুমি গৃহশূন্য কর, তাহা হইলে প্রেমাস্পদের আলয় হইবে ; যেহেতু এই সকল কামনাপরতন্ত্র লোকেরা মন ও প্রাণকে অপরের বাসস্থান করিয়া থাকে।

হায়! হায়! যাহারা মণি মুক্তা চিনে না এমন ব্যবসায়ী লোক অনুক্ষণ কপর্দ্দককে মৌক্তিকের তুল্য গৌরব দান করিয়া থাকে।

উষাকালে স্বর্গলোক হইতে এক ধ্বনি আসিতে ছিল, বলিল, সম্ভবতঃ দেবগণ হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। ১৭২।

—ঃ(০)ঃ—

যে ব্যক্তি হৃদয়ের সঙ্গে ঐক্য হইয়াছে সে সখার নিকেতনে স্থিতি করে, এবং যে এ কাজ জানে না সে সেই কাজে নিবৃত্ত হয়।

আমার হৃদয় আবরণযুক্ত হইয়া থাকিলে নিন্দা করিও না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সে অহঙ্কারের আবরণে বদ্ধ নহে।

সমুদায় খের্কাধারী ফকির প্রমত্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কেবল আমার কাহিনীই প্রত্যেক বাজারে প্রচারিত হইয়াছে।

একটি বৈরাগ্যের জীর্ণ বস্ত্র রাখিতাম, উহা আমার শত অপরাধ আচ্ছাদন করিয়া রাখিত; সেই জীর্ণ বস্ত্র সুরা ও সঙ্গীতের জন্য বন্ধক পড়িয়াছে, উপবীতটি রহিয়াছে।

এই বিশ্বচক্রে প্রেমকাহিনীর ধ্বনি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্মরণ চিহ্ন কিছু আছে, দেখি নাই।

যে লোহিত সুরা সেই কাচপাত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছি তাহা আক্ষেপের বারি হইয়াছে, এবং তাহা মুক্তাবর্ষী নয়নে রহিয়াছে *।

* অর্থাৎ সেই লোহিত সুরা দুঃখের বারি হইয়াছে, এবং আমার অশ্রুরূপ মুক্তাবর্ষী নেত্রে তাহা রহিয়াছে। অর্থাৎ আমি

আদিম কাল হইতে চিরকাল তাঁহার প্রেমিক আমার এই হৃদয় ভিন্ন অন্য কেহ আছে শ্রবণ করি নাই।

নেগাঁস কুসুম চাহিয়াছিল যে, তোমার নয়নের সদৃশ হয়, সে রুগ্ন হইয়া গেল, তাহার সেই অবস্থা লাভ হইল না, সে রুগ্ন রহিয়াছে।

তোমার রূপে চীন দেশীয় ছবি এমন এলোথেলো হইয়া পড়িয়াছে যে, সকল স্থানে দ্বারে ও প্রাচীরে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে।

এক দিন হাফেজ তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তলের তামাসা স্থলে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছিল, চির আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ১৭৩।

—ঃ)ঃ(ঃ—

যাহার বিলাসচতুর সখা ও প্রশান্ত চিত্ত আছে, ভাগ্য তাহার সহায় ও সম্পদ্ তাহার সঙ্গী হইয়াছে।

প্রেমের মন্দির বুদ্ধির গতি হইতে বহু উচ্চ, যে ব্যক্তি প্রাণ হস্তে লইয়াছে সেই তাহার দ্বার চুম্বন করে।

হে ধনগর্ব্বিন্, দীন হীন নির্ধনদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিও না, যেহেতু পথের কাঙ্গাল গৌরবের উচ্চ আসনে বাস করে।

যখন ভূমির উপর বাস কর তখন শক্তি সামর্থ্যকে প্রচুর লাভ বলিয়া গণ্য করিও, কালচক্র বহু লোককে দুর্ব্বল করিয়া ভূমির নিম্নে স্থাপন করিয়াছে।

দীন প্রার্থীদিগের আশীর্বাদ প্রাণ ও মনের বিপদ্ দূর করে।

তাহা স্মরণে শোক তাপ করিতেছি ও কাঁদিতেছি, তাহাতে আমার কোন উপকার হইতেছে না।

ধনপুঞ্জ হইতে ক্ষুদ্র গ্রাহককে বঞ্চিত করিয়া কে কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে ?

হে বসন্ত সমীরণ, সেই রূপবান্‌দিগের রাজাকে আমার প্রেমের যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন কর যে, নরপাল জম্‌শেদ ও কয়-খোসরও এরূপ অত্যল্প দাস রাখে।

যদি তিনি বলেন, আমি হাফেজের ন্যায় কাঙ্গাল কিঙ্কর চাহি না, তোমরা তাঁহাকে বলিও যে, সেই পথের কাঙ্গাল রাজস্ব সম্পদ রাখে। ১৭৪।

—ঃ)ঃ ঃ—

যে ব্যক্তি প্রেমের স্বত্বপূর্ণকারী প্রেমিকদিগের পক্ষ সমর্থন করে, পরমেশ্বর সর্ব্বতোভাবে আপদ্‌ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন।

প্রেমাস্পদ্‌ যোগ ছিন্ন না করেন যদি তোমার এই বাসনা হয় তবে তুমি বিনয়ের স্থান রক্ষা করিও, তাহা হইলে তিনি উহা রক্ষা করিবেন।

সখার কাহিনী সখার নিকটে ভিন্ন বলিব না, বন্ধু বন্ধুর কথা রক্ষা করিবেন।

যিনি প্রণয় প্রসঙ্গের স্বত্ব রক্ষা করিবেন আমার মন প্রাণ মস্তক ও সম্পত্তি সেই প্রিয় জনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হউক।

হে মন, তুমি এরূপ জীবন যাপন কর, যদি পদস্খলন হয়, দেবতা দুই হস্তে তোমার জন্য আশীর্ব্বাদ রক্ষা করিবেন।

তিনি আমার মন রাখিলেন না, দুঃখের বিষয় নহে, দাসের হস্তে কি হইবে, ঈশ্বর রক্ষা করিবেন।

হে বসন্ত সমীরণ, তাঁহার কুন্তলাগ্রে আমার হৃদয়কে দেখিতে পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিও যেন স্থান রক্ষা করেন।

তোমার গম্য পথের ধূলি কোথায়, তাহা হইলে হাফেজ বসন্ত সমীরণের সৌরভ স্মরণার্থ তাহা রক্ষা করিবে। ১৭৫।

—:++:—

আমার আলয়ে যদি তোমার পদার্পণ হয় তাহা হইলে সৌভাগ্যগগনের হোমা পক্ষী জালে বদ্ধ হয়।

যদি আমার পানপাত্রে তোমার মুখমণ্ডলের কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা হইলে আনন্দে শিরস্ত্রাণ জলবিম্বের ন্যায় ফেলিয়া দিব *।

তোমার নিকেতনে যখন সমীরণের প্রবেশ হয় না, তখন আমার সেলাম করার অধিকার কেমন করিয়া হইবে?

যখন তোমার অধরের জন্য প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইল তখন মনে করিতেছিলাম যে, তোমার অধর সুধারস একবিন্দু আমার মুখে পড়িবে।

তোমার কুঞ্চিত কুন্তল ভাবের রসনায় বলিয়াছে যে প্রাণকে সহায় করিও না, আমার জালে এরূপ অনেক শিকার পড়িয়া থাকে।

নরপালদিগেরও যখন এই দ্বারের ভূমি চুম্বন করিবার অধিকার নাই, তখন আমার সেলামের উত্তর দানে কবে তাঁহার অনুগ্রহ হইবে?

নিরাশ হইয়া এই দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইও না, কোন রঙ্গ-

---

* আনন্দে জলবিম্বের ন্যায় শিরাস্ত্রাণ ফেলিয়া দেওয়ার অর্থ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করা।

নীতে ঈপ্সিত চন্দ্রমা গগনপ্রান্ত হইতে প্রকাশ পাইলে সম্ভবতঃ একটু জ্যোৎস্নার আভা তোমার ছাদের উপরও পড়িবে।

তোমার পথের ধূলীতে হাফেজ যখন নিঃশ্বাস আকর্ষণ করে, তখন জীবনোদ্যানের সুগন্ধি সমীরণ তাহার মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়।

তোমার নবীন শ্মশ্রুরূপ শস্পরেখাতে যাহার মত্ততা, সে জীবনধারণ পর্য্যন্ত এ চক্র হইতে চরণ বাহিরে স্থাপন করে না।

পুনরুত্থানের দিনে যখন সমাধিশয্যা হইতে মস্তক উত্তোলন করিব, তখনও তোমার প্রতি উন্মত্ততার কালিমা আমি হৃদয়ে ধারণ করিব।

তোমার কুঞ্চিত কুন্তলের দীর্ঘ ছায়া আমার মস্তকোপরি নিপতিত থাকুক, যেহেতু এই ছায়াতে অস্থির মনের স্থিরতা হয়।

আমার হৃদয়ের ন্যায় ক্ষণকাল যবনিকার ভিতর হইতে তুমি বহির্গত হও, এবং এস, যেহেতু পুনর্ব্বার আর সম্মিলনের সঙ্ঘটন হইবে না।

কতকাল হে মহামূল্য মৌক্তিক, তোমার বিরহশোকে লোকের চক্ষু সম্পূর্ণ জলপ্রণালী হইয়া তুমি থাকিতে দিবে।

আমার নয়নের প্রত্যেক লোমকূপ হইতে জলস্রোত প্রবাহিত, যদি পয়ঃপ্রণালীর তীরে আমোদ করিতে ইচ্ছা হয়, এস।

তোমার নয়ন হাফেজের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে না, হাঁ নের্গস কুসুমের অহঙ্কার হইয়া থাকে। ১৭৬।

—):-:(—

কখন আমার প্রাণ হইতে তোমার প্রতি অনুরাগ স্খলিত হইবে না, কখন সেই সুমন্দগতি সরল তরু আমার স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হইবে না।

তোমার প্রেম আমার মন প্রাণে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে যদি শিরশ্ছেদও হয় তথাপি প্রাণ হইতে তোমার প্রেমের বিচ্ছেদ হইবে না।

মাদৃশ অস্থির ব্যক্তির মন হইতে সখার মুখচ্ছবি কালের বিরাগে ও দৌরাত্ম্যে বিদূরিত হইবে না।

আমার দীন হৃদয়ে তোমার বিরহশোকের যে চাপ পড়িয়াছে আমা হইতে হৃদয় বিচ্যুত হইবে কিন্তু উহা হৃদয় হইতে বিচ্যুত হইবে না।

আদিম কালেই আমার মন তোমার কুন্তলের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়াছে, নিত্যকাল সে বশীভূত থাকিবে, অঙ্গীকার হইতে স্খলিত হইবে না।

যদি আমার মন রূপলাবণ্যশালীদিগের পশ্চাতে ধাবিত হয়, ক্ষমার যোগ্য ; তাহার রোগ আছে, কি করে, সে ঔষধের অনুসন্ধানে কি বহির্গত হইবে না ?

হাফেজের ন্যায় আকুল না হইতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা রাখে, সে যেন হৃদয় রূপবান্‌দিগকে অর্পণ না করে, তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত না হয়। ১৭৭।

—):-:(:—

বসন্তসমীরণের আকাঙ্খা আমাকে প্রান্তরে লইয়া গেল, সমীরণ তোমার সৌরভ আনয়ন করিল ও আমার মন হইতে ধৈর্য্য হরণ করিল।

যে স্থানে যে কোন অন্তর ছিল তোমার নয়ন তাহাকে অধৈর্য্য করিল, কেবল আমার রুগ্ন ও ভগ্ন মনকে করিয়াছে তাহা নহে।

গত নিশায় পানপাত্র তোমার অধরস্পর্শবশতঃ জীবন দান

করিবে বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছে, তোমার জীবনপ্রদ অধরের গৌরব পানপাত্র হরণ করিল।

সেই কার্ম্মুকভ্রূধারী প্রেমাস্পদের কটাক্ষ আমার পথ অবরোধ করিয়াছে, সেই সরল তনুর কৃষ্ণ কুন্তল আমার ধনসম্পত্তি হরণ করিয়াছে।

আমার অশ্রুজল তোমার পাষাণ হৃদয়কে পথে আকর্ষণ করিল, জলস্রোতঃ প্রস্তরকে নদীর দিকে লইয়া যায়।

আমোদ করিয়া হাফেজের নিকটে বোল্ বোলের প্রসঙ্গ করিও না; শুক পক্ষীর নিকটে বোল্ বোল্ ধ্বনি করিতে পারে না। ১৭৮।

—:*:—

আমার প্রতি যে তোমার অতিশয় দৃষ্টি ছিল তাহা তোমার স্মরণে থাকুক।

যখন তোমার নয়ন অভিমানে আমাকে ছেদন করিয়াছিল তখন যে তোমার সুমধুর অধরে যিসুর মৃতসঞ্জীবনী অলৌকিক শক্তি ছিল, তাহা স্মরণে থাকুক।

তোমার মুখমণ্ডল যে আনন্দের আলোক প্রজ্বলিত করিতেছিল, আর এই দগ্ধ হৃদয় নিঃশঙ্ক পতঙ্গ ছিল, তাহা তোমার স্মরণে থাকুক।

পদ্মরাগমণিখচিত পানপাত্রের ন্যায় তুমি যে হাস্য করিতে, তোমার আরক্তিম অধরের সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা স্মরণে থাকুক।

প্রেমের সভাতে যে মদিরা পান হইয়াছিল, আমি ও সখা ভিন্ন

অন্য কেহ ছিল না, এবং আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর ছিলেন, ইহা স্মরণে থাকুক *।

প্রমত্ত ভাবে সুরালয়নিবাসী ছিলাম, এক্ষণ আমার সভাতে যাহার অল্পতা তথায় তাহা পূর্ণ ছিল, ইহা স্মরণে থাকুক।

হাফেজের যে অনুস্যূত মুক্তাবলী (কবিতাবলী) ছিল, তোমার সংশোধনে তাহা ঠিক সুবিন্যস্ত হইতেছিল, ইহা স্মরণে থাকুক। ১৭৯।

—:§:—

তোমার পল্লীর পুরোভাগে যে আমার বাসস্থান ছিল, তোমার দ্বারের ধূলীযোগে আমার নয়নের যে জ্যোতি লাভ হইয়াছিল, ইহা স্মরণে থাকুক।

তোমার যাহা অন্তরে ছিল, পবিত্র সহবাসের প্রসাদে সোসন ও গোলাব কুসুমের ন্যায় সেই সত্য আমার রসনাগ্রে ছিল †।

হৃদয় যখন বৃদ্ধ বুদ্ধির নিকটে ভাবরূপ মুদ্রা অন্বেষণ করিতে-ছিল, বুদ্ধির সম্বন্ধে যাহা দুর্ব্বোধ ছিল, প্রেম তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছিল।

এই মায়াজালক্ষেত্রে যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন হয় তজ্জন্য আক্ষেপ; হায়! সেই নিকেতনে কি আমোদ ও সম্পদ হয়!

---

* প্রেমের সভা এস্থলে সৎপথ প্রদর্শক গুরুর সভা।

† কোরক যাহা অন্তরে ধারণ করে তাহা সোসন কুসুম ও গোলাবের জিহ্বাতে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ কলিকার অন্তরের বর্ণ গোলাব ও সোসনের দলরূপ রসনায় দীপ্তি পাইয়া থাকে। এইরূপ তোমার পবিত্র সহবাসের প্রভাবে ঈদৃশ নির্ম্মলতা আমার লাভ হইয়াছে যে, তোমার অন্তরে যে ভাব হয় আমার জিহ্বায় তাহা সঞ্চারিত হইয়া থাকে!

আমি মনে করিয়াছিলাম যে, সখা ভিন্ন কখন থাকিব না; কি বলিব, অন্তরের ও আমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

গতকল্য নিশামুখে সহযোগীদিগের স্মরণে সুরালয়ে গিয়াছিলাম, সুরাভাণ্ড দর্শনে মন শোণিতাক্ত ও চরণ কর্দ্দমলিপ্ত হইয়াছিল।

পরে বিরহযন্ত্রণার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ফিরিয়া গেলাম, মীমাংসাকারিণী বুদ্ধি সেই প্রশ্নে জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন।

আবু এস্হাকী নীলকান্তমণিখচিত অঙ্গুরীয়ক অতি সমুজ্জ্বল ছিল, কিন্তু সম্পদ্ দ্রুতগামিনী হইয়াছিল *।

হাফেজ, তুমি সেই বিলাসগতি চক্রবাকের অট্টহাস্য কি দেখিয়াছ? শমনরূপ শাহিন পক্ষীর আক্রমণে তিনি উদাসীন ছিলেন।

কাহারও মধ্যে বন্ধুতা দেখিতেছি না, বন্ধুদিগের কি হইল? প্রেম যেন শেষ হইয়াছে, প্রেমাস্পদদিগের কি হইল?

অমৃতবারি কলুষিত হইয়াছে, শ্রীপাদ খেজর কোথায় আছেন †? পুষ্প শাখা হইতে শোণিত ক্ষরিত হইতেছে, বসন্তসমীরণের কি হইল?

---

* খোরাসানের অন্তর্গত নেশাপুর নগরের নিকটে নীলকান্ত মণির এক খনি আছে, তাহাকে আবু এস্হাকী বলে। আমির শেখ আবু এস্হাক পারস্য রাজ্যের রাজা ছিলেন, তাঁহার নামে এই মাণিক্য আকর প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এবং এই আকরের মাণিক্যখচিত অঙ্গুরীয়ক আবু এস্হাক অঙ্গুলীতে ধারণ করিয়াছিলেন।

† একজন ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষের নাম খেজর, এরূপ প্রবাদ যে তিনি অমৃতবারি পানে অমর হইয়াছিলেন।

লক্ষ লক্ষ কুসুম বিকশিত হইয়াছে, একটি পক্ষীরও শব্দ নাই, বোল্‌বোলের কি অবস্থা ঘটিল, তাহার কি হইল ?

পুরুষত্বের আকর হইতে বহু বৎসর একটি মাণিক্য নির্গত হইতেছে না, সূর্য্য কিরণ ও মেঘবৃষ্টির চেষ্টায় কি হইল * ?

স্বর্গগায়িকা জোহরা আপন বাদ্য যন্ত্র গ্রহণ করিতেছে না, সম্ভবতঃ তাহার বাদ্য দগ্ধ হইয়াছে, কেহই মত্ততার অনুরাগ রাখে না, সুরাপায়ীদি গর কি হইল ?

কেহ বলে না যে, কোন বন্ধু বন্ধুতার স্বত্ব রক্ষা করিয়াছেন, সত্যদর্শীদিগের কি অবস্থা ঘটিল এবং বন্ধুদিগের কি হইল ?

আনুকূল্য ও অলৌকিকতার ক্রীড়াবর্ত্তুল মধ্যস্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কেহই ক্রীড়াক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে না, ক্রীড়াপ্রিয় আরোহীদিগের কি হইল ?

হাফেজ, ঐশ্বরিক তত্ত্ব কেহ জানে না, চুপ কর, কাহাকে প্রশ্ন করিতেছ যে, কালচক্রের গতি কি হইল ? ১৮০।

—)ঃ-ঃ(—

দুই একটি পানপাত্র গতকল্য প্রাতঃকালে আমার ঘটিয়াছিল, পানপাত্রদাতার অধর হইতে সুরা আমার রসনেন্দ্রিয়ে ঘটিয়াছিল।

প্রমত্ত হইয়া পুনর্ব্বার যৌবনবন্ধুর সঙ্গে সম্মিলন চাহিতেছিলাম, কিন্তু পরিত্যাগ ঘটিয়াছিল।

পানপাত্রদাতা, মুহুর্মুহু পানপাত্র পরিবেশন কর, পথে যাত্রার যে ব্যক্তি প্রেমিকের ন্যায় প্রমত্ত না হইয়াছে, তাহার কপটতা ঘটিয়াছে।

---

* কথিত আছে যে সূর্য্য কিরণে ও বিশেষ অবস্থায় বারি বর্ষণে রত্নাদি উৎপন্ন হয়।

হে স্বপ্নার্থব্যাখ্যাকারিন্, সুসংবাদ দান কর, গত কল্য প্রাভাতিক মধুর নিদ্রাতে প্রভাকরের সঙ্গে আমার এক গৃহে বাস ঘটিয়াছিল।

তত্ত্বভূমির যে স্থানে আমি ভ্রমণ করিয়াছি, দৃষ্টতঃ তাহাতে আরামের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল।

যদি শাহ নসরোদ্দিনের ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্য শাসনকার্য্যে অনুরাগ না থাকিত, তাহা হইলে বিশৃঙ্খল ঘটিত *।

হাফেজ যে মুহূর্ত্তে এই বিক্ষিপ্ত কবিতা লিখিতেছিলেন তখন তাঁহার অনুরাগপক্ষী ঔৎসুক্যজালে বদ্ধ হইয়াছিল। ১৮১।

—:০:—

আমার সখা যখন পাত্র হস্তে ধারণ করেন, তখন রূপবান্‌দিগের গৌরবের বাজার ভগ্ন হইয়া যায়।

মৎস্যের ন্যায় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, সম্ভবতঃ সখা আমাকে (কুন্তলরূপ) জাল দ্বারা ধরিবেন।

আমি আর্ত্তনাদ করত তাঁহার চরণে পতিত হইয়াছি, সম্ভবতঃ তিনি হস্তাবলম্বন করিবেন।

যে ব্যক্তি তাঁহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করিয়াছে সে বলিয়াছে, প্রমত্তকে গেরপ্তার করে এমন শাসনকর্ত্তা কোথায়?

—অনের আনন্দ এই যে, হাফেজের ন্যায় ব্যক্তি ঐশ্বরিক সুরার পাত্র ধারণ করিয়া থাকে।

হে মন, লিখ, কাগজ আনয়ন কর, সেই রূপবানের নিকটে পত্রিকা প্রেরণ কর।

---

* শাহ নসরোদ্দিন পারস্য দেশের রাজা ছিলেন।

হে বসন্তসমীরণ, ব্যাকুলচিত্ত প্রেমিক জন হইতে সেই নির্লজ্জ পুরুষের নিকটে পত্রিকা লইয়া যাও।

যদি আমি সহস্র লিপি লিখি, তিনি কখন একটি উত্তর লিখেন না।

যখন তোমার নাম কালের লিপিপৃষ্ঠে অঙ্কিত হইয়াছে, তখন তাহাতে থাকিয়া যাইবে।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর্ত্তহৃদয় হাফেজের নিকটে পত্র লিখিও। ১৮২।

—:○:—

জানিও হে তত্ত্ববাদী শুক, তোমার চঞ্চু যেন শর্করাশূন্য না হয় *।

সর্ব্বদা তোমার মস্তিষ্ক সতেজ ও হৃদয় প্রফুল্ল থাকুক, যেহেতু তুমি সখার তত্ত্বের উত্তম ছবি প্রকাশ করিয়াছ।

সহযোগীদিগকে তিনি নিগূঢ় কাহিনী বলিয়াছেন, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি এই প্রহেলিকার আবরণ উদ্ঘাটন কর।

পানপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ গোলাব জল আমার মুখে সিঞ্চন কর, যেহেতু আমি নিদ্রাভিভূত ও সচেতন ভাগ্য হই।

একি ব্যাপার ছিল যে, গায়ক যবনিকার ভিতর বাজাইলেন, তাহাতে জ্ঞানী ও প্রমত্ত একত্র নৃত্য করিতে লাগিলেন। *

পানপাত্রদাতা এই অহিফেন যে সুরাতে মিশ্রিত করিলেন,

* এস্থলে শুকপক্ষী অর্থে পথপ্রদর্শক গুরু অর্থাৎ হে গুরো, তুমি যে ঈশ্বরতত্ত্বের বক্তা, তোমার চঞ্চু অর্থাৎ মুখ যেন মিষ্ট কথা রসে শূন্য না হয়। সর্ব্বদা ভাবতত্ত্ব তোমার রসনায় সঞ্চারিত থাকুক।

তাহাতে সহযোগীদিগের না মস্তক থাকিবে, না উষ্ণীষ থাকিবে * ।

বুদ্ধি যদিচ সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ পদার্থ, কিন্তু স্পর্শমণি প্রেমের নিকটে তাহার কি মূল্য ?

সম্রাট্ সেকেন্দরকে ও প্রেমের কোন গৌরব প্রদান করা হয় নাই, ধনেতে ও বলেতে এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

এস, ও প্রেমিকদিগের অবস্থা শ্রবণ কর ; তাঁহাদের কথা অল্প, ভাব অধিক ।

বাহ্য আবরণে আবৃত লোকদিগের নিকটে মত্ততার তত্ত্ব বলিও না, প্রাচীরে অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির নিকটে প্রাণের কাহিনী জিজ্ঞাসা করিও না । ১৮৩ ।

—:*:—
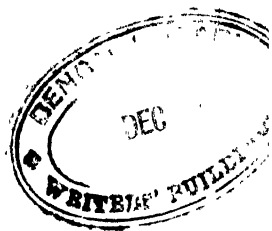
* এস্থলে পানপাত্রদাতা পথপ্রদর্শক গুরু, সুরা তাঁহার বাক্য, অহিফেন ঈশ্বরতত্ত্ব। অর্থাৎ উপদেষ্টা গুরু যে গূঢ়তত্ত্ব স্বীয় বাক্যযোগে বর্ণন করিলেন, তাহা শ্রবণে সহযোগীগণ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা মত্ত ও বিহ্বল হইয়া উঠিবেন ।